যে পরলোকপ্রাপ্ত তাঁহারদের স্বামী রাজা তেজশ্চন্দ্র বাহাদুরের দান পত্রে এইরূপ লিখিত ছিল যে যুব রাণী বড় রাণীর অধীনে থাকিবেন।

শ্রীযুত টকর সাহেব কহিলেন আমি নিশ্চয় বোধ করি যে গত মার্চ মাসের ২৩ তারিখ ও আগষ্ট মাসের ২৯ তারিখের মাজিস্ত্রেট সাহেবের যে হুকুম তাহা অবৈধ ও অনিয়মিত হওয়া প্রযুক্ত অন্যথা করিতে হইবে যেহেতুক উভয় রাণীর তুল্য ক্ষমতা অথচ ঐ আজ্ঞার দ্বারা রাণী বসন্তকুমারীকে বড় রাণীর অধীনে রাখা গিয়াছিল। আরো কহিলেন যে উভয় রাণীর অস্ত্রধারি ব্যক্তিরদিগকে একত্র আসিতে অনুমতি দেওয়াতে মাজিস্ত্রেট সাহেব অনুচিত কার্য্য করিয়াছিলেন কারণ তাহাতে দাঙ্গা হইতে পারিত। অপর এইক্ষণে হুকুম করা যাইতেছে যে ঐ রাণী স্বেচ্ছা মতে সর্ব্বত্র গমনাগমন করিতে পারেন। শ্রীযুত টকর সাহেব আরো হুকুম করিলেন যে তথাকার সিবিল ও সেসন জজ সাহেব আপনার হুকুমের আপিল হইবে বলিয়া সেই হুকুম জারী করিতে অনুচিত করিয়াছেন অতএব তাঁহার সেই হুকুম স্থগিত করণের আজ্ঞা দেওয়া যাইতেছে।

( ৫ অক্টোবর ১৮৩৯। ২০ আশ্বিন ১২৪৬ )

রাণী বসন্তকুমারী।—গত শনিবারের দর্পণে আমরা লিখিয়াছিলাম যে রাণী বসন্তকুমারীর মোকদ্দমায় বর্দ্ধমানের শ্রীযুত মাজিস্ত্রেট সাহেব যে দুই আজ্ঞা দিয়াছেন তাহা সদরদেওয়ানী আদালতের শ্রীযুত জজ সাহেব বেআইনী ও অন্যায় নিশ্চয় করিয়াছেন। এইক্ষণে আমরা জ্ঞাত হইলাম যে ঐ হুকুম মাজিস্ত্রেট সাহেব করেন নাই কিন্তু ঐ জিলার জজ সাহেব করিয়াছিলেন অতএব সদরদেওয়ানী আদালতের জজ সাহেব যে দুই হুকুম রদ করিয়াছেন তাহা ঐ জজ সাহেবের।

কলিকাতা রাজধানীস্থ এই সপ্তাহের এক সম্বাদ পত্রে লেখে যে তথাকার জজ সাহেব শসপেণ্ড হইয়াছেন এবং তদ্বিষয় তজবীজ করণার্থ এক কমিস্যন প্রেরিত হইয়াছেন কিন্তু তৎপরে ঐ সাহেবের শসপেণ্ড হওনের লিখন ঐ সম্বাদ পত্রে অন্যথা লেখেন কিন্তু সকলের এমত বোধ হইয়াছে যে গবর্ণমেণ্ট রাণী বসন্তকুমারীর মোকদ্দমা অতিসুক্ষ্মরূপে তজবীজ করিতে নিশ্চয় করিয়াছেন। বোধ হইতেছে যে প্রাণ বাবু ও রাণী কমলকুমারীর প্রবোধেতে রাণী বসন্তকুমারীর বিষয়ে অতি বেআইনী ব্যাপার হইয়াছে।

( ২৩ ডিসেম্বর ১৮৩৭। ১০ পৌষ ১২৪৪ )

ইশতেহার।—সুবে বাঙ্গালার ফোর্ট উলিয়মের কলিকাতা নগরের পাতরিয়া ঘাটার ৺ প্রাপ্ত দেওয়ান দেবনারায়ণ ঘোষ যে উইল করিয়া যান ঐ উইলের প্রোবেট সুবে বাঙ্গালার ফোর্ট উলিয়মের সুপ্রিম কোর্ট এক্লিজিআষ্টিকল এলাকার সম্পর্কে উক্ত উইলে লিখিত দুই টর্ণি পাতরিয়া ঘাটাস্থ শ্রীযুত আনন্দনারায়ণ ঘোষ ও শ্রীযুত গিরীন্দ্রচন্দ্র ঘোষকে অদ্য প্রদান

করিলেন। ঐ মৃত ব্যক্তির ইষ্টেটের উপর যে কোন ব্যক্তির দাওয়া থাকে তাহা পূর্ব্বোক্ত টর্নিরদিগকে অবিলম্বে জ্ঞাপন করিবেন কিম্বা কাহারো স্থানে ঐ মৃত ব্যক্তির পাওনা থাকে তিনি ঐ টাকা উক্ত টর্নিরদের স্থানে অগৌণে অর্পণ করিবেন।—হেজর ও ইস্‌মালী। কলিকাতা ১২ ডিসেম্বর ১৮৩৭।

( ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৮। ৭ ফাল্গুন ১২৪৪ )

শ্রীযুত দর্পণ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।—স্বয়ং রাজা প্রতাপচন্দ্র বলিয়া যে ব্যক্তি পতাকা উড্ডীয়মান করত কলিকাতার মধ্যে ভ্রমণ করিতেছেন তিনি রাজা প্রতাপচন্দ্র কি না আমি নিশ্চয় বলিতে পারি না। কিন্তু নিজ রাজবাটীর প্রাচীন লোকের বাক্য প্রমাণে বোধ হইতেছে মহারাজ প্রতাপচন্দ্রের মরণ ব্যাপার অত্যাশ্চর্য্য বটে তাহার বিস্তারিত এই যে অম্বিকা গমনের চারি দিবস পূর্ব্বে তাঁহার জর হয় তাহাতে বারদ্বারিতেই থাকেন ঐ পীড়া শান্ত্যর্থ রাজ কবিরাজেরা অনেকে অনেক প্রকার ঔষধ দিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে এক ব্যক্তি ঔষধের মধ্যে তাজা বিষ দেন কিন্তু মহারাজ প্রতাপচন্দ্রের অতি প্রিয় পাত্র এক বৈদ্য পূর্ব্বেই জানিয়াছিলেন মহারাজকে তাজা বিষ ভক্ষণ করাইবেন। অতএব ঔষধ প্রস্তুত করিয়া সাক্ষাতে আনিবামাত্র প্রিয় পাত্র কবিরাজ মহারাজকে চক্ষু ঠারিয়া নিষেধ করিলেন। এই প্রকার উদ্যোগ তিন চারি বার হয় এবং বৃদ্ধ মহারাজ সাক্ষাতে বসিয়া ভক্ষণার্থ উপরোধ করেন তাহার কারণ এই যে গোপনীয় বিষ প্রয়োগের ব্যাপার বৃদ্ধ মহারাজের গোচর ছিল না। কিন্তু যুবরাজ কদাচ সে ঔষধ গ্রহণ করিলেন না এবং এক হস্তীর উপর ডঙ্কা অন্য হস্তীতে আম্বারি বসাইতে হুকুম দিয়া তৎক্ষণাৎ গঙ্গাযাত্রা করিলেন।

গঙ্গাযাত্রার প্রসঙ্গ শুনিয়া শ্রীমতী ছোট বধূরাণী যুবরাজকে স্বীয় মহলে আসিতে বলিয়া পাঠাইলেন তাহাতে যুবরাজ উত্তর করিলেন তাঁহার মহলে গেলেও আমার প্রাণরক্ষা হইবেক না। অতএব ছোট রাণী যদি আমার সহিত গমন করিতে পারেন তবে আসুন নতুবা সময়ান্তরে যদি ভগবান করেন তবে সাক্ষাৎ হইবে এই গঙ্গাযাত্রা কালে ন্যূনাধিক সহস্র লোক নবীনবাগে একত্র হইয়াছিল। এবং বোধ করি পরাণচন্দ্র বাবুও এ কথা অস্বীকার করিতে পারিবেন না যে প্রতাপচন্দ্র মহারাজ স্বাভাবিক রূপে বারদ্বারি হইতে নামিয়া হস্ত্যারোহণ পূর্ব্বক অম্বিকাতে গমন করিয়াছিলেন।

রাজা অম্বিকাতে গিয়া পাঁচ দিবস ছিলেন তাহার পরে কেহ বলে মরিয়াছেন কেহ বলে জলে অদৃষ্ট হইয়াছেন কিন্তু মরণ বা অদর্শন যাহা হউক শ্রীযুত বসন্তলাল বাবু নিশ্চয় বলিতে পারেন। কেননা তৎকালে তিনি ও ব্রহ্মানন্দ গোস্বামী ও ঘাসী পুরোহিত এই তিন ব্যক্তি নিকট ছিলেন বৃদ্ধ মহারাজও অম্বিকায় যাইতে ছিলেন কিন্তু পথের মধ্যেই শুনিলেন রাজার অন্তেষ্টিক্রিয়া শেষ হইল। অতএব সেই স্থান হইতে ফিরে গেলেন এবং রাজবাটীতে গিয়া বধূরাণীদিগের হস্তে যে সকল চাবি ছিল তাহা লইয়া কহিলেন যুবরাজ মরিয়াছেন।

তাহার পরে রাজবাটীর যেরূপ ব্যবহার আছে পরিবারের মধ্যে কেহ মরিলে স্ত্রীলোকরা একত্র বসিয়া নিয়মিত কয়েক দিন বক্ষস্থলে করাঘাত করেন সেই ব্যাপার আরম্ভ হইল। রাজার মরণ বিষয়ে আর কেহ আন্দোলন করেন নাই এখন পতাকাচিহ্নিত অনিশ্চিত রাজার আগমনেতে এই সকল বিষয় উত্থাপন হইতেছে। এবং ইহাও ব্যক্ত আছে যুবরাজের মরণের পর এক দিবস বাবু বাহির সর্ব্বমঙ্গলা পুষ্করিণীতে স্নানার্থ গমন করিয়াছিলেন কিন্তু চতুর্দ্দিগে লোকের করতালি-ধ্বনিতে পাল্কীর কপাট দিয়া সত্বর আসিতে হইয়াছিল যাহা হউক ফলে নিশানধারি ব্যক্তি বর্দ্ধমানে গেলে সাধারণ লোক দ্বারা অনেক সাহায্য পাইবেন। এবং রাজবাটীস্থ প্রাচীন লোকেরাও তাঁহাকে পরীক্ষা করিতে পারেন আমার বোধ হয় অনিশ্চিত প্রতাপচন্দ্র প্রতাপচন্দ্রের মরণাব-ধারণার্থ যদি বর্দ্ধমানের হাকিমের নিকট সাক্ষ্য প্রমাণের আবেদন করেন তবে এবিষয়ের অনেক আন্দোলন হইবেক এবং মরণের কারণ গুপ্তাভিপ্রায় সকলই ব্যক্ত করিতে পারিবেন। ভ্রমণকারিণঃ।

(৩১ মার্চ ১৮৩৮। ১৯ চৈত্র ১২৪৪)

বর্দ্ধমানের মোকদ্দমা।—গত সপ্তাহে বর্দ্ধমানের রাণীরদের ব্যাপার বিষয়ে কলিকাতার মধ্যে অনেক আন্দোলন হইতেছে তৎপ্রযুক্ত আমরা কুরিয়র সম্বাদ পত্রহইতে তদ্বিবরণ গ্রহণ করিলাম। বর্দ্ধমানের রাজা দুই রাণী অর্থাৎ বড় রাণী শ্রীমতী কমলকুমারী ও ছোট রাণী শ্রীমতী বসন্তকুমারীকে রাখিয়া লোকান্তরগত হন। এবং তৎসময়ে ছোট রাণীকে অনেক স্থাবর সম্পত্তি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন তাহার কিয়দংশ কলিকাতার মধ্যে আছে এইক্ষণে তাহা শ্রীযুত প্রাণচন্দ্র বাবু ও শ্রীমতী বড় রাণীর দখলে আছে। শ্রীমতী বসন্তকুমারী সুন্দরী অথচ যুবতী আপনার বিষয় অধিকার করণার্থ নালিস করিতে ইচ্ছুক হইয়া বড় আদালতের উকীল শ্রীযুত হেজর সাহেবকে কএক মোক্তারনামা দেন তাহার সাক্ষী ঐ রাণীর এতদ্দেশীয় দুই জন দাসী ছিল ঐ মোক্তার-নামার সত্যতার বিষয়ে প্রমাণ লওনার্থ বর্দ্ধমানের মাজিস্ট্রেট শ্রীযুত ওগেলবি সাহেবের প্রতি বড় আদালতের এক হুকুমনামা প্রেরিত হয় তাহাতে এই আজ্ঞা ছিল যে ঐ মোক্তারনামা দুই জন দাসীর সাক্ষ্যের দ্বারা প্রকৃত কি না তজবীজ করিবেন। তাহাতে অনেক দিন ঐ দুই দাসী বর্দ্ধমানের আদালতে উপস্থিত থাকে। পরিশেষে শ্রীযুত ওগেলবি সাহেব শ্রীযুত মেলিস সাহেবকে আজ্ঞা করেন যে ঐ হুকুমনামা জারী করিয়া ফিরিয়া পাঠান। তাহাতে ঐ সাহেব তদনুরূপ করিয়া শ্রীযুত ওগেলবি সাহেবকে কহিলেন যে ঐ হুকুমনামা আমার নামে প্রেরিত হয় নাই অতএব আমি তাহা জারী করিলে মঞ্জুর হইতে পারে না তৎপ্রযুক্ত অন্য এক হুকুমনামা শ্রীযুত ওগেলবি ও শ্রীযুত মেলিস উভয় সাহেবের নামে প্রেরিত হইল কিন্তু তাঁহারা তাহা জারী না করিয়া লিখিলেন এই হুকুমনামানুসারে কর্ম্ম করিতে আমারদের আপত্তি আছে! পরে অন্য এক জন সাহেবের নামে অপর এক হুকুমনামা প্রেরিত হওয়াতে তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা জারী করিলেন। অতএব এইক্ষণে ছোট রাণীর পক্ষে মোক্তারনামা সিদ্ধ হওয়াতে অগৌণেই সুপ্রিম কোর্টে মোকদ্দমা আরম্ভ হইবে। বোধ হইতেছে এইক্ষণে শ্রীযুত প্রাণচন্দ্র বাবু ও শ্রীমতী

বড়রাণী কমলকুমারীর উদ্যোগে শ্রীমতী রাণী বসন্তকুমারী নজরবন্দী আছেন। অতএব শ্রীযুত হেজর সাহেব বর্দ্ধমানে গমন করিলেও ঐ রাণীর সহিত কোন কথোপকথন হইতে পারিল না। কুরিয়র পত্রে লেখে যে এইরূপে চারি মাস গত হইলে পর ঐ সাহেবের প্রতি আদালতের অনুমতি হইল যে আপনি রাণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে পারেন।

( ১২ জানুয়ারি ১৮৩৯। ২৯ পৌষ ১২৪৫ )

প্রতাপচন্দ্রের মোকদ্দমা।—ষষ্ঠবিংশ দিবস। ৩ জানুআরি।—কলিকাতা নিবাসি ডেবিড হের সাহেব সাক্ষ্য দিলেন আমি কলিকাতাস্থ চিকিৎসালয়ের সেক্রেটরী যখন বর্দ্ধমানের রাজ প্রতাপচন্দ্র কলিকাতায় থাকিতেন তখন তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করণের আমার অনেক উপায় ছিল তাহা ১৮১৭। ১৮ সালে হয়। আমি ছয় সাত বার রাজার সঙ্গে চৌরঙ্গীতে তাঁহার বাটীতে যাইতাম প্রত্যেকবার এক ঘণ্টা সওয়া ঘণ্টা পর্য্যন্ত থাকিতাম আমার বোধ হয় আসামী রাজা প্রতাপচন্দ্রের ঠিকতুল্য। মাজিস্ট্রেট সাহেবের আদালতের নিকটবর্ত্তি কুঠরীস্থ ছবি আমি দেখিয়াছি ঐ ছবির সঙ্গে আমি আসামীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিষয়ে অতিসুক্ষ্ম রূপে বিবেচনা করিলাম এবং আসামীর নাসিকা ও ছবির নাসিকা ও চক্ষু তুল্যই দেখিলাম এবং থুঁতি ও অধর ছবির সদৃশই আছে। ছবির মুখ ও রং আসামী অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ভারি ও গৌরবর্ণ কিন্তু সামান্য আকার তুল্যই আমার বোধ হয় যে আসামী পূর্ব্বাপেক্ষা কিঞ্চিৎ কৃশ ও কৃষ্ণবর্ণ হইয়াছেন আসামী কৃশ হওয়াতে প্রথমত আমার বোধ ছিল যে রাজা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ লম্বা কিন্তু তাঁহার দীর্ঘতা ও আমার দীর্ঘতা ঐক্য করিয়া দেখিলাম যে আসামী ঠিক প্রতাপচন্দ্রের তুল্য লম্বা অর্থাৎ আমা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ লম্বা প্রতাপচন্দ্রও এই রূপ দীর্ঘ ছিলেন আমি অদ্য জেহেলখানাতে আসামীকে দেখিয়া তাঁহার সঙ্গে কথা কহিলাম প্রথমত আসামীর স্মরণ ছিল না যে আমি রামমোহন রায়ের সঙ্গে সক্ষাৎ করিয়া ছিলাম কিন্তু কিঞ্চিৎ পরে কহিলেন যে তুমি রামমোহন রায়কে সঙ্গে করিয়া আমার ঘরে আসিয়াছিলা এবং তোমার সঙ্গে বন্দুকের সিন্দুকের ন্যায় একটা সিন্দুক ছিল তাহার মধ্যে একটা দুরবিণ ছিল সেই দুরবিণের দ্বারা আমরা উভয়ে ছাদের উপরে উঠিয়া চন্দ্র দেখিলাম তিনি আরো কহিলেন যে তোমার নিকটে অতি আশ্চর্য্য এক পিঁজরা ছিল তাহার মধ্যে দুই পক্ষী ছিল। তদ্রূপ পিঁজরা আমার নিকটে ছিল তাহা আমি তৎপরে অযোধ্যার রাজাকে দিলাম আমি সেই পিঁজরা কখন রাজা প্রতাপচন্দ্রকে দেখাই নাই কিন্তু হইতে পারে যে আমার কোন চাকরে তাঁহাকে দেখাইয়া থাকিবে। তিনি দুরবিণের বিবরণ অতিসূক্ষ্মরূপে কহেন নাই কিন্তু তাহার লম্বাইর কথা ঠিক কহিলেন। যে জিজ্ঞাসার বিষয় আমি আসামীকে কহিলাম তাহা আমি কখন কোন ব্যক্তিকে কহি নাই কেন না তাঁহার প্রত্যাগমনের বিষয় এবং তাঁহার মৃত্যু ও জমীদারী ত্যাগ করিয়া যাওনের বিষয় অতি বিরুদ্ধ জনরব শুনিয়া বোধ হইল ইহাতে আমাকে সাক্ষী মানিতে পারে অতএব এই সকল জিজ্ঞাসা আমি গোপনে রাখিলাম। অদ্য তাঁহাকে দেখনের পূর্ব্বে তাঁহার প্রত্যাগমনের পর আমি

দুই বার দেখিলাম একবার পানীহাটিতে রাজকৃষ্ণ চৌধুরীর বাটীর নাচে গিয়াছিলেন তৎ সময়ে আসামীর দাড়ি ছিল অতএব তাঁহার মুখের অধোভাগ আমি দেখিতে পাইলাম না কিন্তু মুখের উপরি ভাগ প্রতাপচন্দ্রের ন্যায় অনেক প্রকারে বোধ হইল দ্বিতীয় বারে সুপ্রিমকোর্টে তাঁহাকে দাড়ি রহিত দেখিলাম এবং তৎ সময়ে বোধ হইল যে ইঁহার আকার প্রকার ঠিক প্রতাপচন্দ্রের ন্যায় তাহাতে আমি লিথ সাহেবকে তাহা কহিলাম বুঝি তৎপ্রযুক্ত আমার প্রতি এই সফীনা হইয়াছে। আমি আসামীকে নিতান্ত বৰ্দ্ধমানের রাজা প্রতাপচন্দ্র জ্ঞান করাতে অদ্য তারিখের পূর্ব্বে তাঁহার সঙ্গে কখন কথা কহি নাই আমি আসামীর নাসিকাতে একটা আশ্চর্য্য বিষয় দেখিলাম তাঁহার নাসিকাতে ঘর্ম্ম হইয়া থাকে জেহেলখানায় অন্য কোন আসামীর এইরূপ ঘর্ম্ম হয় না।

( ১৯ মে ১৮৩৮। ৭ জ্যৈষ্ঠ ১২৪৫ )

মহামহিম শ্রীযুত দর্পণ প্রকাশক মহাশয়েষু।—জিলা হুগলির সেওড়াপুলির জমিদার ৺ প্রাপ্ত হরিশ্চন্দ্র রাজা বৈদ্যবাটীর পুরাতন হাটের স্থান সঙ্কীর্ণপ্রযুক্ত অথবা ঐ হাটে দুই তিন জমিদারের সম্পর্ক থাকাতে বা অন্য কোন কারণ প্রযুক্তই হউক অনেক ব্যয়ব্যসন পূর্ব্বক দরবার করত আপনার জমিদারি সেওড়াপুলিতে ঐ পুরাণাহাট ভাঙ্গিয়া বসান। বিশেষত রাজা অনেক টাকা ব্যয়পূর্ব্বক বহুসংখ্যক ঘর প্রস্তুত করিয়া দিয়া ঐ সোণার হাট বসাইয়া মাত্র স্বর্গীয় হাট করিতে গেলেন। এইক্ষণে খেদের বিষয় যে এই হাটের উত্তরাধিকারিণী দুই রাজমহিষী দুই পোষ্য পুত্র করিয়াছেন ঐ বালকেরা এইক্ষণে নাবালগ এবং রাণীরাও অবলা জমিদারীও হস্তান্তর ইতিমধ্যে কলিকাতা নিবাসি অতিধনাঢ্য বাবু শ্রীযুক্ত আশুতোষ দেব মহাশয় ঐ হাটের নিকটস্থ দেবগঞ্জ নামক এক গঞ্জ বসাইয়া ছিলেন কিন্তু অনেক টাকা ব্যয় ভূষণ করিয়াও তাহাতে প্রায় তাদৃশ কৃতকার্য্য না হওয়াতে এইক্ষণে ঐ নাবালগ বালক ও ঐ অবলারদের হাটের উপর বল প্রকাশ করত ঐ হাট ভাঙ্গিয়া আপনারদের ভগ্ন দেবগঞ্জ পূরণ করিতেছেন এবং শুনা গিয়াছে কলিকাতাস্থ ব্যাপারি লোকেরদিগকে অনেক টাকা দিয়া ঐ দেবগঞ্জের নীচে ভূরি২ নৌকা শনি মঙ্গল বারে বন্ধন করিয়া রাখেন যদ্যপি কলিকাতাস্থ ব্যাপারি লোক রাজার হাটে না যায় সুতরাং রাইয়ত লোকের দ্রব্যাদি বিক্রয় না হইলে দেব বাবুর হাটে আসিতেই হইবেক ইহাতে দেববাবুর কিছু পৌরুষ নাই উক্ত রাজা বর্ত্তমান থাকিলে প্রশংসা হইত। কস্যচিৎ পরদুঃখ কাতরস্য।

আশুতোষ দেব ( ছাতুবাবু ) সম্বন্ধে সমসাময়িক সংবাদপত্র হইতে কিছু কিছু তথ্য জানিতে পারা গিয়াছে। তাঁহার মৃত্যুতে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ১৮৫৬ সনের ১লা ফেব্রুয়ারি ( শুক্রবার ) তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' যাহা লেখেন নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করা হইল :—

"...গত মঙ্গলবার রজনী অবসান সময়ে বাবু আশুতোষ দেব মহাশয় পাণিহাটির উদ্যানের সম্মুখে ভাগীরথী তীরে নীরে সজ্ঞান পূর্ব্বক পরমেষ্ট দেবতা ভাবনা করিতে করিতে মর্ত্যলীলা সম্বরণ পূর্ব্বক যোগ্যধামে গমন করিয়াছেন।...কি অশুভক্ষণে নিষ্ঠুর ক্ষতরোগ তাঁহার রসনাগ্রে উপস্থিত হইয়াছিল,...ঐ সংঘাতিক নিদারুণ রোগ

কয়েকমাস পর্য্যন্ত বাবুকে অসীম ক্লেশ দিয়া তাঁহার দেহের সহিত জীবনের বিচ্ছেদ করিল, কি পরিতাপ !··· এত দিনের পর দেবপুর অন্ধকার হইল, দেব পরিবারের হাহাকার শব্দে পাষাণ-তুল্য কঠিন হৃদয়ও আর্দ্র হইতেছে। প্রাতঃস্মরণীয় পুণ্যাত্মা ৺রামদুলাল দেব মহাশয়ের বংশধর সকল ক্রমে ক্রমে অন্তর্হিত হইলেন।···হে বন্ধুবর বাবু গিরীশচন্দ্র দেব কোথায় ? তোমার পিতৃ বিয়োগ হইল, শীঘ্র আসিয়া আমারদিগের সহিত বিলাপ বারিধিবারি প্রবাহে নিমগ্ন হও। হে প্রমথনাথ বাবু তুমি অতি পুণ্যাত্মা ছিলে, ভ্রাতৃ বিয়োগের গুরুতর যন্ত্রণা তোমাকে সম্ভোগ করিতে হইল না।

আহা ! বাবু আশুতোষ দেব মহাশয়ের তুল্য সরলস্বভাব উদারচিত্ত, সদালাপী, মিষ্টভাষী, সর্ব্বগুণসম্পন্ন, লোক প্রায় প্রাপ্ত হওয়া যায় না, তিনি করুণার সাগর ছিলেন, পরোপকার-গুণ তাঁহার বিমল মনের অলঙ্কার স্বরূপ ছিল, কত পরিবার ও কত নির্দ্ধন লোক কেবল তাঁহার অসামান্য বদান্যতার উপর নির্ভর করিয়া স্বচ্ছন্দে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন তাহার সংখ্যা করা যায় না,···যে মহাত্মা পরদুঃখ দর্শনে সর্ব্বদা কাতর হইতেন এবং তাহা নিবারণ করিতে পারিলেই আনন্দ অনুভব করিতেন, দুঃখি বালকদিগকে আহার দিয়া তাহারদিগের বিদ্যানুশীলন বিষয়ে যত্ন করা যিনি অতি কর্ত্তব্য কার্য্য বলিয়া জানিতেন, শাস্ত্র বিষয়ে তাঁহার এরূপ যত্ন ছিল যে বিদ্বান লোক পাইলে তাঁহাকে মাসিকবৃত্তি দিয়া অতিশয় আদর পূর্ব্বক রাখিতেন এবং সময়ে সময়ে তাঁহার সহিত শাস্ত্র বিষয়ের আলাপ করিয়া পরম প্রীত হইতেন তিনি আপনার পুস্তকালয়ে সংস্কৃত প্রায় সমুদয় গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। দেশের হিত বর্দ্ধন ও হিন্দু ধর্ম্ম সংস্থাপন বিষয়ের কোন সদনুষ্ঠান হইলে সর্ব্বাগ্রে তাহার প্রতি প্রচুররূপে আনুকূল্য করিতেন তাঁহার ন্যায় সংগীত বিদ্যানুরাগী অধুনা প্রায় প্রাপ্ত হওয়া যায় না, ভিন্ন ভিন্ন দেশ হইতে যে সকল উত্তমোত্তম গায়ক সময়ে সময়ে নগরে আসিয়াছেন তিনি তাঁহারদিগকে লইয়া যথেষ্ট আমোদ করিয়াছেন, এবং তাঁহারদিগের সাহায্যার্থ অকাতরে অর্থ দিয়াছেন। আহা ! এইক্ষণে সংগীত বিদ্যাসুনিপুণ ব্যক্তিগণ কোথায় সেইরূপ আদর ও সাহায্য প্রাপ্ত হইবেন, আশুতোষ বাবু স্বয়ং সুকবি ছিলেন, তাঁহার বিরচিত অনেক গীত প্রচলিত আছে এবং উত্তমোত্তম গায়কগণ তাঁহার ভাব রস, সুর, রাগ, তাল মান অনুভূত করিয়া বাবুকে সাধুবাদ করিয়াছেন।

মৃত মহাত্মা আশুতোষ দেব মহাশয়ের সমুদয় গুণ বর্ণনা করিতে হইলে দশ দিবসের পত্রেও স্থানের সঙ্কীর্ণতা হয়,···বঙ্গদেশের এক মহারত্ন কৃতান্ত কর্ত্তৃক অপহৃত হইল···।

( ২৮ জুলাই ১৮৩৮। ১৪ শ্রাবণ ১২৪৫ )

কলিকাতার ইস্কুলবুক সোসাইটি যে সভা এতদ্দেশীয়দিগের বিদ্যা বিষয়ের মহোপকারক হইয়াছেন সেই সভার সেক্রেটের শ্রীযুত পাদরি ইয়েট সাহেব ঐ কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবেন এতচ্ছ্রবণে আমরা অতিশয় দুঃখিত হইলাম এমত দুঃখিত আমরা আর অন্য কোন বিষয়ে হই নাই। এই পাদরি সাহেব বাহির রাস্তার নিকটে গীর্য্যা আছে তাহার পাদরি ইনি বাঙ্গালা বিষয়ে যেমত উত্তম বিজ্ঞ এমত বিজ্ঞ ইংলণ্ডীয় মধ্যে প্রায় নাই। ঐ পাদরি সাহেব বাঙ্গলা ভাষা বিষয়ে পারদর্শী এবং যে অতিশয় ভারি কর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন সেই কর্ম্মস্থানের যে রীতি নীতি এবং তদ্বিষয়ের পারিপাট্য জানিতেন এবং তাহার যে প্রকার শীলতা সর্ব্ব সমীপে নম্রতা আর স্বভাবত বাক্যের কোমলতা আর তিনি যে প্রকার কএক বৎসর ঐ কর্ম্ম করিতেছেন ইহাতে তিনি ঐ কার্য্যে অতিনিপুণতম হইয়াছেন। ঐকর্ম্ম স্থানের মান্য মেম্বরগণ এইক্ষণে চেষ্টিত আছেন যে ঐ পাদরি সাহেবের কর্ম্মে তত্তুল্য মনুষ্য পাইলে ভাল হয়। এবং ঐ সভার মেম্বরগণ ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয়হইতে বিবেচনা পূর্ব্বক ব্যক্তি নির্ণয় করিয়া সভাকে পূর্ণা করুন কিন্তু আমরা বলিতে ভীত হই কেননা ঐ পাদরি সাহেবের তুল্য শ্রমি ও নিপুণ মনুষ্য পাওয়া প্রায় কঠিন। আমরা অনুমান করি যে নিম্ন

লিখিত প্রকারে যদি ঐ পাদরি সাহেবের কর্ম্ম তিন চার জনকে বিভক্ত করিয়া দেন তবে সুলভ হইতে পারে বাঙ্গলার বিষয়ে এক জন বাঙ্গালি এবং পারশির কার্য্যে মোসলমান সংস্কতে পণ্ডিত এবং ঔড্র দেশীয় কার্য্যে উড়িয়া নিযুক্ত করা উচিত এমত অনেক মনুষ্য বলিতে পারিবেন যে এমত উত্তম বিদ্বান মনুষ্য পাওয়া অতি সুকঠিন কারণ সর্ব্বগুণান্বিত ব্যক্তি প্রায় পাওয়া যায় না। এই প্রতিবন্ধকের আমরা উত্তর করি যে যাহার যে দেশীয় বিদ্যা তাহাতে তিনি ভাল হইবেন অতএব উত্তম রূপে কর্ম্মনির্ব্বাহ করিতে পারিবেন। আমরা লিখিবার সময়ে শুনিলাম যে ইস্কুল বুক সোসাইটী শ্রীযুক্ত পাদরী ইয়েট সমীপে নিবেদন করিয়াছেন যেপর্য্যন্ত শ্রী পিয়ার্স সাহেব এতদ্দেশে না আইসেন সেইপর্য্যন্ত ঐ পাদরি সাহেব ঐ কর্ম্ম সম্পন্ন করেন।

( ১৮ আগষ্ট ১৮৩৮। ৩ ভাদ্র ১২৪৫ )

রষ্টমজী কাওয়াসজীর পরিবার।—আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম যে আমারদের সহবাসি শ্রীযুত রষ্টমজী কওয়াসজীর শ্রীমতী সহধর্ম্মিণী বোম্বাইহইতে সমুদ্রপথে সম্প্রতি কলিকাতায় আসিয়াছেন যে রূপ হিন্দু ও মোসলমানের স্ত্রীলোকেরা সমুদ্র পথে জাহাজে গমনার্থ অনিচ্ছু তদ্রূপ পারসীয় স্ত্রী লোকেরাও বটেন অতএব দেশীয় রীতির বিরুদ্ধে এই প্রথম এক জন স্ত্রী তদ্রূপ জাহাজারোহণে আগমন করিয়াছেন। ফলতঃ এমত সাহসী হইয়া দেশীয় কুব্যবহার যে পরিত্যাগ করিয়াছেন ইহাতে রষ্টমজী মহাশয়ের অত্যন্ত প্রশংসা হইয়াছে।

( ১৮ আগষ্ট ১৮৩৮। ৩ ভাদ্র ১২৪৫ )

আমরা অতিশয় খেদপূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি যে মেদিনীপুরের বিদ্যালয়ের সম্পাদক যে লেপটেনণ্ট টী স্প্রাই সাহেবের মৃত্যু হইয়াছে এবং আসামের সদরেঃ সদুর যে যজ্ঞরাম খরঘরিয়া ফুককন তিনিও মরিয়াছেন ইহাঁরা উভয়েই উত্তম বিদ্বান ছিলেন।

( ২৫ আগষ্ট ১৮৩৮। ১০ ভাদ্র ১২৪৫ )

মুর্শিদাবাদের রাজা।—৺ প্রাপ্ত রাজা উদ্বন্ত সিংহ বাহাদুরের পোষ্য পুত্র শ্রীযুত রাজা রামচন্দ্র বাহাদুর কিয়দ্দিবস হইল লক্ষ্মণৌস্থ শ্রীযুত নবাব মমতাজদ্দৌলা বাহাদুর সমভিব্যাহারে কলিকাতা মহানগর দর্শন কারণ আগমন করেন।...

( ২ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৯। ২১ মাঘ ১২৪৫ )

রাজা গোপীমোহন দেবের মোকদ্দমা।—যে অতি গুরুতর মোকদ্দমা সর্ব্বত্র রাজা গোপীমোহন দেবের মোকদ্দমা বলিয়া প্রসিদ্ধ অথচ যে মোকদ্দমা ১৪ বৎসরঅবধি চলিতেছে এবং যাহাতে ১৫ লক্ষ টাকা লিপ্ত আছে সেই মোকদ্দমা আগামি সপ্তাহে সুপ্রিমকোর্টে বিচার হইবে এবং বোধ হয় তাহার তজবীজ করিতে পাঁচ ছয় দিবস লাগিবে. মোকদ্দমার মূল কথা এই

যে পয়বস্তি ভূমিতে অধিকারী কোন্ ব্যক্তি হয় এবং এই বিষয়ে সাধারণ জমীদারেরদের অত্যন্ত ক্ষতি বৃদ্ধিলিপ্ত বিশেষতঃ ১৮২১ সালে লাটরির কমিটি গঙ্গাতীরস্থ রাস্তা প্রস্তত করণার্থ আপনারদের সংগৃহীত টাকার কিয়দংশ ব্যয় করিতে নিশ্চয় করিলেন এবং ১৮১৪ সালের আইন অনুসারে কার্য্য স্থির করিলেন ঐ আইনক্রমে জুষ্টীস অফ দি পীস সাহেবেরদের প্রতি কিয়ৎ২ সীমার মধ্যে রাস্তা প্রস্তত করিতে হুকুম আছে কিন্তু ঐ রাস্তা যদি কোন ব্যক্তির ভূমির উপরে পড়ে তবে তাহার মূল্য ভূম্যধিকারিকে দিতে হুকুম আছে এবং যদ্যপি তাহাতে উভয়ের সম্মতি হয় তবে আপোসে বন্দোবস্তদ্বারা ঐভূমির মূল্য নির্ণয় করিতে হুকুম হইল কিন্তু তাহাতে যদি সম্মতি না হয় তবে তাহার মূল্য জুরির বিবেচনার দ্বারা স্থির করিতে হুকুম হইল। অপর নূতন টাকশাল অবধি নিমতলার ঘাটপর্য্যন্ত প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ ব্যাপিয়া সুতানুটি তালুকের মধ্য দিয়া রাস্তা পড়িয়াছে ঐ তালুক রাজা গোপীমোহন দেবের পৈতৃক এবং তাঁহার মৃত্যুর পরে তদীয় পুত্র রাজা রাধাকান্ত দেব তাহার অধিকারী। ঐ রাস্তা নির্ম্মাণের বিষয়ে রাজা গোপীমোহন দেব তৎসময়ে কোন আপত্তি করেন নাই কিন্তু সুতানুটির জমীদার বা তালুকদার বলিয়া উক্ত আইন অনুসারে আপনার ভূমিতে রাস্তা হওন প্রযুক্ত তাহার মূল্যের দাওয়া করিলেন এবং লাটরির কমিটি ও গবর্ণমেণ্ট ঐ ভূম্যধিকারির দাওয়া দেওনে অস্বীকৃত হওনেতে তিনি একুটিতে এক বিল ফাইল করিলেন ইহাতে বর্ত্তমান মোকদ্দমা আরম্ভ হইল। অনন্তর রাজা গোপীমোহন দেবের মৃত্যুর পরে রাজা রাধাকান্ত দেব গবর্ণমেণ্টে দরখাস্ত দিয়া প্রার্থনা করিলেন যে এই বিষয় সালিসের দ্বারা বা প্রকারান্তরে নিষ্পত্তি হয়। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট তাহাতে কোন প্রকারে হস্তক্ষেপ করিতে অনিচ্ছুক হইয়া সুপ্রিম কোর্টের জজ সাহেবেরদের বিচার দ্বারা নিষ্পত্তি হইতে অনুমতি করিলেন। ইহাতে ফরিয়াদী রাজা রাধাকান্ত দেব সুপ্রিমকোর্টে পুনর্বার মোকদ্দমা উপস্থিত করিলেন। তাহাতে গবর্ণমেণ্ট ও লাটরি কমিটির প্রধান উত্তর এই যে পয়বস্তি ভূমিতে তালুকদারের স্বত্ব নাই কিন্তু তাহাতে মৌরুসী পাট্টাদারেরই স্বত্ব এবং কমিটির সাহেবের ঐ পাট্টাদারেরদের স্থানে রাস্তা নির্ম্মাণ করণের অনুমতি পাইয়াছেন এবং তাঁহারা ঐ অনুমতিই তালুকদারের দাওয়ার বিষয়ে উত্তর স্বরূপ লেখেন। তাঁহারদের দ্বিতীয় উত্তর এই যে ঐ রাস্তা যে ভূমির উপর হইয়াছে সেই ভূমি জোয়ারের জল যে পর্য্যন্ত উঠে তাহার নীচস্থ এবং রাস্তা নির্ম্মাণ সময়ে ঐ ভূমি জোয়ারের জলের নীচে ছিল অতএব তাঁহারা কহিলেন জোয়ারের জলের নীচস্থ ভূমি সকল গবর্ণমেণ্টের অধিকার অতএব রাস্তার ঐ অংশ ভূমিতে কোন ব্যক্তিকে মূল্য দিতে হইবে না। তাঁহারদের প্রথম উত্তরে পয়বস্তি ভূমিতে তালুকদার ও পাট্টাদারের মধ্যে কোন্ ব্যক্তির স্বত্ব ইহা নির্ণয় হইবে। এবং দ্বিতীয় উত্তরে জোয়ারের জলের রেখার নীচস্থ ভূমিতে গবর্ণমেণ্টের এমত অধিকার আছে যে তাহার উপরে রাস্তা করিলে তালুকদারকে মূল্য দিতে হইবে না এই মোকদ্দমার এইক্ষণকার অবস্থায় আমারদের কোন পক্ষেই কিছু কহা উচিত নহে। কেহ২ বোধ করেন যে বাজেয়াপ্ত ভূমির বিষয়ও এই মোকদ্দমাতে লিপ্ত আছে কিন্তু দৃষ্ট হইবে এই অনুভব অমূলক। [হরকরা]

( ২ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৯। ২১ মাঘ ১২৪৫ )

পত্রলেখক নিকট প্রাপ্ত।—...গত বুধবার অপরাহ্নে ৫ ঘণ্টা সময়ে মহারাণী অর্থাৎ শোভাবাজারস্থ শ্রীমন্মহারাজ কালীকৃষ্ণ বাহাদুরের পিতামহী ঠাকুরাণী দেহ পরিত্যাগ করিলেন তৎকালে রাজবাটীস্থ গুরু পুরোহিত ব্রাহ্মণ স্বজন চরমকালীন হরি এবং রাম নাম শ্রবণ করাইতে লাগিলেন এবঞ্চ বৈরাগিগণ খোল করতাল দ্বারা শোকসূচক গান কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। এইরূপ ধর্ম্মানুষ্ঠান হিন্দু বংশ্যদিগের মধ্যে অতি প্রচলিত আছে।

ঐ মহারাণীর আশীবৎসর বয়ঃ পূর্ণ হইয়াছিল।

উক্ত মহারাজা এবং তদ্‌ভ্রাতৃবর্গ ৺ প্রাপ্ত রাণীর শ্রাদ্ধোপলক্ষে প্রায় লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করণের উদ্‌যুক্ত আছেন।

( ৯ মার্চ ১৮৩৯। ২৭ ফাল্গুন ১২৪৫ )

শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ গুপ্ত কাকরেল কোম্পানির হাউসে ডাক্তরি কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছেন অপর তিনি কলিকাতার মধ্যে প্রধান এক সওদাগরের হাউসে ঐ কর্ম্মে অতি ত্বরায় নিযুক্ত হইবেন এতদ্বিষয় আমরা আহ্লাদপূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি।

( ৯ মার্চ ১৮৩৯। ২৭ ফাল্গুন ১২৪৫ )

শ্রীযুত রায় পরশুনাথ বাহাদুরের পদ বৃদ্ধি হইবার সংবাদাবলোকনে আহ্লাদার্ণবে মগ্ন হইলাম যতোধর্ম্মস্ততোজয়ঃ রায় বাহাদুর যেমন ইষ্ট নিষ্ট শিষ্ট পোষক পরোপকারক তেমনি পরমেশ্বর তাঁহার উত্তরোত্তর উন্নতি করিতেছেন কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে ইনি অল্পকাল যাবৎ বর্দ্ধমান জিলাতে আগমনপূর্ব্বক প্রথমে এডিসনল প্রধান সদর আমীন পরে ৪০০ শত টাকা মাসিক বেতনে প্রধান সদর আমীন তৎপরে ঐ কর্ম্মে ৬০০ শত টাকা বেতন বৃদ্ধি পুরঃসর সংপ্রতি সহস্র মুদ্রা মাসিক বেতনে মুরশিদাবাদের নবাব নাজিমের দেওয়ানী পদে নিযুক্ত হইলেন ...। কস্যচিৎ প্রধান সদর আমীন গুণানুবাদিনঃ।

( ৩০ মার্চ ১৮৩৯। ১৮ চৈত্র ১২৪৫ )

জি এ প্রিন্সেপ সাহেবের মৃত্যু।— · জি এ প্রিন্সেপ সাহেব ৪৮ বৎসর বয়ঃক্রমে গত মঙ্গলবারে ওলাউঠারোগে দেহত্যাগ করিয়াছেন। ঐ সাহেব প্রায় সর্ব্ব সাধারণ বালকের পরিচিত বিশেষতঃ কলিকাতাস্থ ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয় লোকেরদের অতি মান্য ছিলেন পামর কোম্পানির কুঠি দেউলিয়া হওনের প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে তিনি কলিকাতায় পঁহুছিয়া উক্ত কুঠির অংশী হইয়া ছিলেন কিন্তু অবিলম্বেই কুঠির দুরবস্থাতে পতিত হইলেন। তৎপরেই সাহেব কলিকাতা কুরিয়র পত্র সম্পাদক হইলেন এবং সাহেব যেরূপে ঐ পত্র সম্পাদকতা নির্ব্বাহ করিলেন তাহাতে সকলই সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন এবং তৎসমকালেই তিনি গবর্ণমেন্টের

খরচে অতিভারি নিমকের কারখানাতে প্রবর্ত্ত হইলেন ঐ কর্ম্মের ভারপ্রাপ্ত হইয়া সাহেবের নিয়ত এমত এমত চেষ্টা ছিল যে অত্যল্প খরচে উৎকৃষ্ট লবণ প্রস্তুত করেন। এবং সাহেবের উৎসাহ গুণে ঐ কার্য্যে ক্রমশঃ বিলক্ষণ লভ্য দৃষ্ট হইতে লাগিল ঐ ব্যাপার নির্ব্বাহেই তাঁহার অনেক সময় ক্ষেপণ হইত তৎপ্রযুক্ত উক্তপত্র সম্পাদকতা কার্য্য উপেক্ষা করিতে হইল। নিমকের কারখানা ভারি রূপে চালাইবার নিমিত্তে গত দুই তিন মাসের মধ্যে সাধারণ টাকার এক সমাজ স্থাপনার্থ কল্প করিয়াছিলেন। এই সকল কল্প করিতে২ অস্বাস্থ্যগ্রস্ত হইয়া সাহেবের ইহ লোক ত্যাগ করিতে হইল।

( ৬ এপ্রেল ১৮৩৯। ২৫ চৈত্র ১২৪৫ )

সুপ্রিমকোর্ট।—সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে যে মোকদ্দমায় শ্রীমতী নবীনমণি দেবী ফরিয়াদী ও শ্যামলাল ঠাকুর ও হরলাল ঠাকুর আসামী সেই মোকদ্দমায় গত জুলাই মাসের ১৮ তারিখের ডিক্রী অনুসারে আগামি আপ্রেল মাসের ১ তারিখ সোমবারে মধ্যাহ্ণ ১২ ঘণ্টার সময়ে সুপ্রিম কোর্টে মাষ্টর আফিসে পবলিক সেলে অর্থাৎ নীলামে উক্ত ডিক্রীর ফলসিদ্ধির নিমিত্তে নীচের লিখিত বিষয় বিক্রয় হইবেক।

বিশেষতঃ জিলা পাবনার ও জিলা ফরিদপুরের কিয়ৎ অংশের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত পরগনা মহিমশাহী নামে বিখ্যাত মৃত লাডলিমোহন ঠাকুরের ইষ্টেটের মধ্যে যে এক তালুক তাহার সদর মালগুজারি জিলা যশোহরের কালেকটরীতে ১৭০১৫৷৶৮ টাকা দেওয়া যায়।

ইহার আর২ বৃত্তান্ত ফরিয়াদীর উকীল শ্রীযুত উলিয়ম তামসেন সাহেবের নিকটে অন্বেষণ করিলে জানা যাইবে।

কলিকাতা। সুপ্রিম কোর্ট। মাষ্টর আফিস।
১৮ ফেব্রুআরি ১৮৩৯।

ডবলিউ গ্রাণ্ট।
মাষ্টর।

( ২২ জুন ১৮৩৯। ৯ আষাঢ় ১২৪৬ )

আমরা নিশ্চিত সম্বাদ জানিয়া প্রকাশ করিতেছি যে কোঁচবেহারের মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ ভূপ ৩০ মে তারিখে কালপ্রাপ্ত হইয়াছেন। রাজবংশীয় নামে এক প্রসিদ্ধ জাতী আছে এই রাজা সেই জাতীয় মনুষ্য ইনি শিবোপাসক ছিলেন ধর্ম্ম কর্ম্ম সকল তন্ত্রের মতে করিতেন কেবল শিব পূজা শিবস্থাপনেতেই বোধ হয় রাজা হিন্দু নতুবা আহার বিষয়ে তাঁহার হিন্দুর ব্যবহার কিছুই ছিল না এবং বিবাহ করণেতেও জাতীয়বিচার করিতেন না যে কোন জাতির কন্যা সুন্দরী জানিলেই তাহাকে বিবাহ করিতেন বিশেষতঃ ঐ বিবাহ পাগল রাজার এমত বিবাহ রোগ ছিল যে বিধবা সধবা স্ত্রীলোককেও বলপূর্ব্বক বিবাহ করিয়া রাণীপালের মধ্যে রাখিতেন এই সকল প্রকারে লোক শ্রুতি এইরূপ যে তাঁহার ১২০০ রাণী এইক্ষণেও বর্ত্তমান আছেন। অর্দ্ধ ক্রোশ ব্যাপ্ত এক দুর্গ মধ্যে ভিন্ন২ স্থানে রাণীরা বাস করেন ঐ দুর্গের মধ্যে

অনেক বিচারস্থল নির্দ্দিষ্ট আছে তাহাতে আদালত ফৌজদারী রাণীরাই করেন ১২০০ শত রাণীর মধ্যে পট্ট মহিষী রাণী রাজার অতি মান্যা স্ত্রী মহারাজ সিংহাসনারূঢ় কালীন রাজ মহিষী আগতা হইলে রাজা তৎক্ষণাৎ সিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া দণ্ডায়মান থাকিতেন কিন্তু রাজাকে দেখিয়া মহিষী গাত্রোত্থান করিতেন না কোঁচবিহারী রাজ বংশের মধ্যে এই রীতি পুরুষানুক্রমেই চলিতেছে হরেন্দ্রনারায়ণ ভূপের এই মাত্র বিশেষ যে ৭০ বৎসর বয়ঃক্রমেতেও বিবাহ বিষয়ে বৈরক্তি হয় নাই এই রোগেতেই তাঁহার সহিত প্রজাবর্গের প্রায় সাক্ষাৎ ছিল না কেবল নারী বিহারে উন্মত্ত থাকিয়া অন্তঃপুরের মধ্যেই চিরকাল কাল যাপন করিয়াছেন তাঁহার রাজশাসনের ভার মন্ত্রিরদের হস্তে অর্পণ ছিল অতএব রাজ্য শাসন রাজস্ব গ্রহণাদি তাবৎ কার্য্য মন্ত্রিরাই করেন এই রাজার দুই পুত্র আছেন জ্যেষ্ঠের বয়ঃক্রম ৩০ বৎসর হইবে।—ভাস্কর। [ইংলিশম্যান]

( ৩১ আগষ্ট ১৮৩৯ । ১৬ ভাদ্র ১২৪৬ )

...মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুর......শ্রীশ্রী৺ কাশী ক্ষেত্রে বিরাজ করিয়া বর্ত্তমান বর্ষের ১৬ জ্যৈষ্ঠ দিবা দেড় প্রহর সময়ে উনষষ্ঠিবর্ষ সার্দ্ধ ত্রিমাস বয়ঃক্রমে মহাশ্মশানে শ্রীশ্রীশ্বরসদনে যোগাসনে সজ্ঞানে অনিত্য দেহত্যাগ করিয়া সর্ব্বশক্তিধর শ্রীশ্রীপরমেশ্বরে সংলীন হইয়াছেন।...প্রধান রাজনন্দন মহাবল পরাক্রান্ত সর্ব্বরাজলক্ষণে সুলক্ষিত যুবরাজ বাহাদুর রাজ্যস্থ সর্ব্বসাধারণের আকুঞ্চনে শুভক্ষণে রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া শ্রীশ্রীমহারাজা শিবেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুর উপাধিতে প্রখ্যাত হইয়াছেন।...শ্রীআনন্দচন্দ্র ঘোষস্য। কোঁচবিহার নিবাসিনঃ।

( ১৫ জুন ১৮৩৯ । ২ আষাঢ় ১২৪৬ )

কুমার কৃষ্ণনাথ রায়।—গত সপ্তাহে আমরা প্রকাশ করিয়াছিলাম যে উক্ত মহা মহানুভব যুব ব্যক্তি ভারতবর্ষ ও ইঙ্গলণ্ডদেশের মধ্যে বাষ্পীয় জাহাজ স্থাপন বিষয়ে স্বদেশীয় লোকেরদিগকে প্রবর্ত্ত করণার্থ মহোদ্যোগ করিয়াছিলেন এইক্ষণে অবগত হওয়া গেল যে তাঁহার চতুর্দ্দিগে যে সকল অজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা আছেন তাঁহারা কহেন যে কুমার লিবরাল হইয়াছেন এবং স্বধর্ম্ম বিষয়ে হীনানুরাগ হইয়াছেন অতএব তিনি এইক্ষণে এই আরোপিত দোষ খণ্ডনার্থ প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ কলিকাতায় আগমন পূর্ব্বক শ্রীক্ষেত্রে যাত্রা করিবেন।

( ১৬ নভেম্বর ১৮৩৯ । ২ অগ্রহায়ণ ১২৪৬ )

ইশ্‌তেহার।—ইহার দ্বারা বিজ্ঞপ্ত করা যাইতেছে যে নিম্নের স্বাক্ষরকারিগণ আপনারদিগের পূর্ব্বের প্রচলিত মোহর হইতে অব্যবস্থিত রূপে বঞ্চিত হইয়া নূতন মোহর আপনারদিগের নামে বাঙ্গলা সন ১২৪৬ সালের মাহ কার্ত্তিকে প্রস্তুত করিলেন অদ্যাবধি সমুদয় রসিদ এবং অন্যান্য নিদর্শন পত্রী উক্ত নূতন মোহরের দ্বারা মুদ্রাঙ্কিত হইবেক।

স্বাক্ষর শ্রীমতী রাণী সুসারময়ী ৺ রাজা হরিনাথ রায় বাহাদুর বৈকুণ্ঠ বাসির মাতা এবং তাঁহার উপেক্ষিত বৈভবের কর্ম্মাধ্যক্ষ তথা শ্রীমতী রাণী হরসুন্দরী উক্ত বৈকুণ্ঠবাসী রাজা হরিনাথ রায় বাহাদুরের বনিতা এবং তাঁহার বৈভবের কর্ম্মাধ্যক্ষ।

মোং কলিকাতা
২৪ অক্তোবর সন ১৮৩৯ সাল
মোং ৮ কার্ত্তিক সন ১২৪৬ সাল।

( ২৩ নভেম্বর ১৮৩৯। ৯ অগ্রহায়ণ ১২৪৬ )

কুমার কৃষ্ণনাথ রায়।—শ্রীমতী রাণী হরসুন্দরীর প্রকোষ্ঠ হইতে ২০।২৫ লক্ষ টাকা স্থানান্তর করণ বিষয়ে যে মোকদ্দমায় শ্রীমতী রাণী হরসুন্দরী ও অন্যেরা ফরিয়াদী এবং কুমার কৃষ্ণনাথ রায় আসামী। সেই মোকদ্দমায় গত ১৪ নবেম্বর তারিখে শ্রীযুত টর্টন সাহেব সুপ্রিম কোর্টে প্রার্থনা করিলেন যে মোকদ্দমার শুননি দুই সপ্তাহপর্য্যন্ত মুলতবী থাকে যেহেতুক আসামীর স্ত্রী অত্যন্ত পীড়িতা হওয়াতে আসামী এইক্ষণে কর্ম্ম করণে অক্ষম। তাহাতে আদালত অনুমতি করিলেন।

( ৫ অক্টোবর ১৮৩৯। ২০ আশ্বিন ১২৪৬ )

কুমার কৃষ্ণনাথ রায়।—শ্রীযুত কুমার কৃষ্ণনাথ রায়ের বিষয়ে অতি গুরুতর এক মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছে। আর চারি পাঁচ মাসের মধ্যে তিনি প্রাপ্ত ব্যবহার হইয়া স্বীয় পৈতৃক তাবৎ সম্পত্তির অধিকারী হইবেন।

দৃষ্ট হইতেছে যে যুবরাজ ও তদীয় মাতার মধ্যে কোন বিষয়ে বিবাদ উপস্থিত হওয়াতে ২৪ তারিখে শ্রীযুত কুমার কৃষ্ণনাথ রায় উকীল শ্রীযুত ষ্ট্রেটল সাহেব ও পোলীসের শ্রীযুত মেকান সাহেব ও অন্য দুই তিন জন সাহেব সমভিব্যাহারে আপন মাতার প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন এবং তথায় উপস্থিত হইয়া স্ত্রীলোকেরদিগকে স্থানান্তরে যাইতে কহিলেন তাহাতে তাঁহারা স্থানান্তর হইলে তিনি সাহেবেরদিগকে ঐ স্থানে লইয়া গেলেন এবং তাঁহারদের সমক্ষে কএকটা সিন্ধুক রজ্জু দ্বারা বন্ধন ও মোহরাঙ্কিত করিয়া আপনার সংসারাধ্যক্ষ শ্রীযুত জে সি সি সদর্লণ্ড সাহেবের নিকটে প্রেরণ করিলেন। কথিত আছে যে ঐ সিন্ধুকের মধ্যে ৩০ লক্ষ টাকা ছিল। এই ব্যাপারের দিনেক দুই দিন পরে এই তাবদ্বিষয়ে পোলীসের সম্মুখে আবেদন হইল। এবং তাঁহার মাতা কহিলেন যে অন্তঃপুরে বিদেশীয় ম্লেচ্ছ লোকেরদের প্রবেশ করাতে আমার অত্যন্ত অপমান হইয়াছে এবং বলপূর্ব্বক অনেক টাকা লুঠ হইয়াছে যুবরাজের পক্ষে ও তাহার মাতার পক্ষে কএক জন উকীল সাহেবেরা ছিলেন কিন্তু ঐ মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইয়াছে কি না আমরা শ্রুত হই নাই। সুপ্রিম কোর্টের সাহেবেরদের ইচ্ছা আছে যে ঐ মোকদ্দমা তথায় আনীত হয়। ২০।৩০ লক্ষ টাকার এমত ভারি মোকদ্দমা অনেক দিনাবধি ঐ আদালতে দৃষ্ট হয়

নাই। আমরা আগামি সপ্তাহের মধ্যে এই বিষয়ের নিশ্চয় সম্বাদ অবগত হইতে পারিব এবং তাহা পাঠক মহাশয়েরদিগকে জ্ঞাপন করিতে ত্রুটি করিব না।

গত দুই তিন দিবসে রাজকুমার কৃষ্ণনাথ রায়ের মোকদ্দমা পুনর্ব্বার পোলীসে উপস্থিত হইল। শ্রীযুত লিথ সাহেব রাণীর পক্ষে শ্রীযুত টর্টন সাহেব যুবরাজের পক্ষে উপস্থিত হইয়া অনেক বাদানুবাদের পর নির্দ্ধার্য্য হইল যে কুমার কৃষ্ণনাথ রায় ও শ্রীযুত ষ্ট্রেটল সাহেব ও শ্রীযুত লামব্রেথট সাহেব ও শ্রীযুত মেকান সাহেব ও শ্রীযুত বাবু দিগম্বর মিত্র ইহাঁরদের প্রত্যেকের জামিন দিতে হইবে। শ্রীযুত লিথ সাহেব কহিলেন শ্রীযুত সদর্লণ্ড সাহেবেরও জামিন দিতে হইবে কিন্তু তাঁহার নামে কোন অভিযোগ না হওয়াতে তাঁহার তলব হইল না। এইক্ষণে কথিত আছে যে সিন্দুকের মধ্যে ৩০ লক্ষ টাকা ছিল না কিন্তু ২০ লক্ষের কিঞ্চিদধিক ছিল।

( ৭ ডিসেম্বর ১৮৩৯। ২৩ অগ্রহায়ণ ১২৪৬ )

কুমার কৃষ্ণনাথ রায়।—এইক্ষণে শ্রীযুত কুমার কৃষ্ণনাথ রায় ও তদীয় ধন সম্পত্তি সুপ্রিম কোর্টের মধ্যে পতিত হইলেন। পাঠক মহাশয়রা অবশ্য স্মরণ করিবেন যে কএক সপ্তাহ হইল তিনি পোলীসের সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া কলিকাতাস্থ রাণীরদের প্রাসাদ হইতে বিশ ত্রিশ লক্ষ টাকা স্থানান্তর করত আপনার টর্ণি শ্রীযুত সদর্লণ্ড সাহেবের নিকটে অর্পণ করেন। অপর রাণীরা কহেন ঐ সকল টাকা আমারদিগের এবং কুমার কহেন ঐ টাকা আমার। তাহাতে এই বিষয়ক মোকদ্দমা আদালতে উপস্থিত হইয়া উভয় পক্ষে মেলা উকীল ও কৌন্সলী নিযুক্ত হইয়াছেন। তাহাতে এই মোকদ্দমা উভয় পক্ষেরই অতি দীর্ঘকাল ও অত্যন্ত ব্যয় সাধ্য যুদ্ধ হইয়া ঐ মূল ত্রিশ লক্ষ টাকার অনেকাংশ ক্ষয় সম্ভাবনা এইক্ষণে এই মোকদ্দমার তজবীজ হইবে।

( ১৪ ডিসেম্বর ১৮৩৯। ৩০ অগ্রহায়ণ ১২৪৬ )

কুমার কৃষ্ণনাথ রায়।—পঁচিশ ত্রিশ লক্ষ টাকা রাণীরদের প্রাসাদ হইতে স্থানান্তর হইয়া শ্রীযুত সদর্লণ্ড সাহেবের নিকটে অর্পিত হওয়াতে কুমার কৃষ্ণনাথ রায় ও রাণীরদের মধ্যে যে ঘরাও বিবাদ উপস্থিত হইয়াছিল তদ্বিষয়ক বার্ত্তা শুনিয়া আমরা এইক্ষণে পরমাহ্লাদিত হইলাম যে তাহা আপোসে নিষ্পত্তি হওনের সম্ভাবনা হইয়াছে। গত সপ্তাহে সুপ্রিমকোর্টে এই মোকদ্দমা হইল এবং যুবরাজের পক্ষে শ্রীযুত টর্টন সাহেব কহিলেন যে আমি নিশ্চয় বোধ করি যে এই মোকদ্দমা উভয় পক্ষে আপোসে নিষ্পত্তি হইতে পারে।

( ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৪০। ৪ ফাল্গুন ১২৪৬ )

ব্রাহ্মণ ভোজন।—অনেক কালের পর সুপ্রিম কোর্ট মাষ্টর সাহেবের প্রতি আজ্ঞা

করিয়াছেন যে তিনি অনুসন্ধান পূর্ব্বক নিশ্চয় করেন যে ৪০ সহস্র ব্রাহ্মণ ভোজন করাওণেতে কত টাকা ব্যয় হয়।

উক্ত বিষয়ের বিবরণ এই যে ২০।২৫ বৎসর গত হইল রাস বিহারি শর্ম্মা বোধ হয় গবর্ণমেণ্টের কার্য্য করণেতে অতি ধনাঢ্য হইয়া মুমূর্ষু সময়ে অনেক সম্পত্তি রাখিয়া দান পত্রের দ্বারা আদেশ করেন যে আমার এই সম্পত্তি হইতে লক্ষ ব্রাহ্মণ ভোজন করাণ যায়। তাহাতে কাশীমবাজারস্থ কোম্পানির বাণিজ্য কুঠীর অধ্যক্ষ শ্রীযুত দ্রোজ [ Droz ] সাহেব এবং কলিকাতাস্থ একজন বাণিজ্যকারি শ্রীযুত পি মেটলণ্ড সাহেব তাঁহার দানপত্রানুসারে কার্য্য নির্ব্বাহার্থ নিযুক্ত হইয়াছিলেন। পরে ১৮১৮ সালে এই বিষয় সুপ্রিম কোর্টে উপস্থিত হয় তাহাতে মাষ্টর সাহেবের প্রতি আজ্ঞা হইল যে লক্ষ ব্রাহ্মণ ভোজন করাওণেতে কত টাকা ব্যয় হইবে এবং তৎকর্ম্ম নির্ব্বাহার্থ কোন্ ব্যক্তি উপযুক্ত ইহা বিলক্ষণ অনুসন্ধান করিয়া রিপোর্ট করেন পরে তিনি রিপোর্ট করিলেন যে ঐ ব্যাপারেতে ৪৩ হাজার টাকা ব্যয় হইবে এবং মৃত ব্যক্তির জামাতা দেবনাথ সান্যাল তৎকর্ম্ম নির্ব্বাহার্থ অত্যুপযুক্ত। তাহাতে জজ সাহেবেরা তৎক্ষণাৎ ঐ দুই জন টর্ণিকে উক্তসংখ্যক টাকা দেবনাথ সান্যালের হস্তে দেওনার্থ এবং মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির অবশিষ্ট টাকা কোর্টে দাখিল করণার্থ আজ্ঞা দিয়া তাঁহারদিগকে ঐ কর্ম্ম হইতে মুক্ত করিলেন। পরন্তু বোধ হয় যে ১৮২৭ সালের পূর্ব্বে দেবনাথ সান্যাল ঐ ব্যাপার আরম্ভ করিতে পারিলেন না। বিলম্বের কারণ আমরা অবগত নহি অপর তৎসময়ে ব্রাহ্মণ ভোজনের নিমিত্ত যে টাকা নির্দ্দিষ্ট হয় তাহা বিলম্ব প্রযুক্ত সুদের দ্বারা ৬৪ হাজার টাকা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি হইল। পরে সান্যাল সুপ্রিম কোর্টে এক দরখাস্ত দ্বারা নিবেদন করিলেন যে আর ৪০০০০ অভুক্ত ব্রাহ্মণ পাওয়া যায় না তাহাতে আপনার অধীনস্থ অবশিষ্ট ২৭০০০ টাকা কোর্টে জমা করণের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন এবং বোধ হয় যে তদ্বিষয়ের অনুমতি প্রাপ্ত হইলেন কিঞ্চিৎ কালানন্তর ঐ দেবনাথ সান্যালের লোকান্তর হইলে তদীয় দ্বিতীয় পুত্র সীতানাথ সান্যাল ও অন্য এক ব্যক্তির মধ্যে পৈতৃক ধন বিভাগ করণ এবং ঐ ব্রাহ্মণ ভোজন করাওণ বিষয়ে বিবাদ হওয়াতে ঐ মোকদ্দমা এইক্ষণে সুপ্রিম কোর্টে উপস্থিত হইয়াছে এবং ঐ কোর্ট তথাকার মাষ্টর শ্রীযুত ডবলিউ পি গ্রাণ্ট সাহেবকে এই২ বিষয়ে বিলক্ষণ অনুসন্ধান পূর্ব্বক রিপোর্ট করিতে আজ্ঞা দিয়াছেন যে দেবনাথ সান্যাল ৬০০০০ ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়াছেন কি না এবং ঐ ব্যাপারের নিমিত্ত প্রথমে তাঁহাকে যে টাকা দেওয়া যায় তাহার মধ্যে কত টাকা উদ্বৃত্ত আছে এবং আর অবশিষ্ট ৪০০০০ ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতে কত টাকা ব্যয় হইবেক।

( ২৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৪০ । ১৮ ফাল্গুন ১২৪৬ )

রাজা বৈদ্যনাথ রায়ের পুত্র।—রাজা কালীকৃষ্ণ রায় ও রাজা রাজকৃষ্ণ রায়ের নামে রামদয়াল সিংহকে হত্যা করণ বিষয়ে যে নালিস হয় তাহা গ্রাণ্ড জুরিকর্তৃক গ্রাহ্য হইয়াছে।

ফলতঃ কলিকাতার মধ্যে এত মান্য ব্যক্তিরা যে ঘোরতর অপরাধের নিমিত্ত এককালে আদালতে অর্পিত হন এমত পূর্ব্বে প্রায় কখন দৃষ্ট হয় নাই। দেখুন রাজা রাজনারায়ণ রায় সম্প্রতি ভাস্কর সম্পাদককে প্রহার ও গ্রেপ্তার করণাপরাধে এইক্ষণে আপনিই কএদ হইয়াছেন। টেপুর রাজবংশ্য ক্ষুদ্র এক জন দোকানদারের অনিষ্ট করণ বিষয়ে কএদ হইয়াছেন এবং রাজা বৈদ্যনাথের দুই পুত্র এক জন সামান্য ব্যক্তিকে খুন করণাপরাধে কএদ থাকিলেন।

( ৭ মার্চ ১৮৪০। ২৫ ফাল্গুন ১২৪৬ )

রাজা বৈদ্যনাথ রায়ের দুই পুত্রের মুক্ত হওন।—আমরা পরমাহ্লাদ পূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি যে রাজা কালীকৃষ্ণ রায় ও রাজকৃষ্ণ রায়ের আপন বাটীতে একজন দরিদ্র ব্যক্তিকে খুন করণ বিষয়ে গত মঙ্গলবারে সুপ্রিমকোর্টে যে বিচার হইয়াছিল তাহাতে জুরির দ্বারা তাঁহারা নির্দোষী হইলেন।

( ১৪ মার্চ ১৮৪০। ২ চৈত্র ১২৪৬ )

মেদিনীপুর জিলাতে বিষখাওয়ান।—জলামুটার রাজার অপমৃত্যু বিষয়ে নীচে লিখিতব্য পত্র গত শুক্রবার ইঙ্গলিসমেন সম্বাদপত্রে প্রকাশ হইয়াছে। ইচ্ছা হয় যে মেদিনীপুর জিলাস্থ আমারদের কোন পত্রপ্রেরক ঐ অতিগূঢ় ব্যাপারের বিষয় অনুসন্ধান পূর্ব্বক পত্র দ্বারা আমারদিগকে জ্ঞাপন করেন। ইঙ্গলিসমেনের পত্রের লেখক উক্ত রাজার বিষ খাওয়ান বিষয় অতি প্রসিদ্ধের ন্যায় লিখিয়াছেন অতএব ঐ বিষয়ে আরো কিঞ্চিৎ বিশেষ অবগত হইতে লোকের ব্যগ্রতা হইতেছে।

ইঙ্গলিসমেন পত্র সম্পাদক।

বোধ করি এই মেদিনীপুর জিলাতে আপনার পত্র প্রেরক অনেক নাই থাকিলে এই জিলার অর্দ্ধেকের জমীদার জলামুটার রাজাকে সম্প্রতি বিষ খাওয়াইয়া হত্যা করণ ব্যাপার আপনি অবশ্য সম্বাদপত্রে প্রকাশ করিতেন। উক্ত জমীদার হিজলিস্থ নিমক এজেণ্টের বাসস্থানের নিকট কাণ্টাই স্থানে দেহত্যাগ করিলেন এক্ষণে এমত জনরব আছে যে ডাক্তর সাহেব ইহার অনেক দিবস পূর্ব্বে তাঁহার শরীর হইতে বিষ নির্গত করাইয়াছিলেন কিন্তু ঐ স্থান অনেক দূর প্রায় ৩৫ ক্রোশ অন্তরিত হওনা প্রযুক্ত এখানকার মাজিস্ট্রেট সাহেব তথায় গমন করিতে পারেন নাই তাহাতে প্রতিকারের অনেক বিলম্ব হইতেছে এবং মেলা ঘুস চলিতেছে। শুনা গেল যে পোলীসের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব এই অতি ভারি ব্যাপার তজবীজ করণার্থ প্রথমত এই স্থানে আগমন করিবেন এবং সাহেব যেমন চালাক অবশ্য ঐ ব্যাপারের তাবত্তত্ত্ব বুঝিয়া লইবেন।

# ধর্ম্ম

## ধর্ম্মকৃত্য

( ১৫ জুলাই ১৮৩৭। ১ শ্রাবণ ১২৪৪ )

ফরাস ডাঙ্গাতে জাদু ঘোষের যে প্রসিদ্ধ প্রকাণ্ড রথ আছে ……।

( ১২ মে ১৮৩৮। ৩১ বৈশাখ ১২৪৫ )

…আমি এই বার কোন স্থানে দুইমোচ যোজিত একটা চড়ক গাছে চারিজন সংন্যাসিকে ঘুরিতে দেখিলাম তাহার মধ্যে এক জন মহাদেবের ন্যায় বেশ ভূষা করতঃ পদদ্বয়ে বাণ ফুড়িয়া উর্দ্ধপদে অধঃশিরে নির্নিমেষাক্ষ হইয়া ঘুরিতেছে। আরও বারুণীপানোন্মত্ত হইয়া বারংবার কহিতেছে দেপাক্ দেপাক্ তাহাতে প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টার পর ঐ চারি জন সন্ন্যাসিকে নামাইয়া দেখা গেল যে তাহারা সকলই মুমূর্ষুপ্রায় বিশেষতঃ উক্ত শিববেশ ধারী দীর্ঘ জটাজুটযুক্ত ফণিফণান্বিত ভাক্ত পরিব্রাজক অত্যন্ত রক্তাক্ত এবংচ তাহার যে স্থানে ঐ বাণ ভেদিত হইয়াছিল তথাকার মাংস প্রায় তাবৎ ছিঁড়িয়াছিল আর কিঞ্চিৎ কাল ঘূর্ণায়মান থাকিলে বোধ করি ঐ সন্ন্যাসী ছিড়িয়া পড়িয়া কতিপয় দিদৃক্ষুগণ সহিত নিধন হইত।……

অস্মদাদির মানস যে ঐ প্রব্রজ্যা এক কালীন প্রশমন না করিয়া তাহার আর২ তামাসা ও পূজা প্রভৃতি বজায় রাখিয়া কেবল বাণ ফোঁড়া ও চড়ক ঘোরা মাত্র রহিত আজ্ঞা করেন…। ত্বদীয় শ্রীচুঁচূড়া নিবাসিনঃ।

( ৬ এপ্রিল ১৮৩৯। ২৫ চৈত্র ১২৪৫ )

বিজ্ঞাপন।—সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে যে চড়কপূজা সময়ে ৺কালী ঘাটহইতে যে সন্ন্যাসিরা শহরের মধ্যে দিয়া আসিত তাহারা পূর্ব্ব২ বৎসরের ন্যায় বর্ত্তমান বৎসরে চৌরঙ্গী ও কসাই টোলার রাস্তা দিয়া আসিতে পারিবে না কিন্তু ভবানীপুর হইতে শহরের মধ্যে আইলে ভবানীপুরহইতে সারকিউলর বোর্ড অর্থাৎ বালির রাস্তা দিয়া নং ৯ সেদয়ার ফাঁড়ি অর্থাৎ মুনসির বাজার এবং নং ৮ অর্থাৎ রাজা রামলোচনের বাজার দিয়া গমন পূর্ব্বক চিৎপুরপর্য্যন্ত পঁহুছিবেক তথায় পঁহুছিয়া তাহারা উত্তর দিগে স্ব২ বাটীতে চলিয়া যাইবে।

কলিকাতা
৩ আপ্রেল ১৮৩৯।

এফ ডবলিউ বর্ট
পোলিসের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট।

( ৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৩২ । ২৩ মাঘ ১২৩৮ )

চন্দ্রকোণা।—হুগলী জিলার অন্তঃপাতি চন্দ্রকোণানামে এক স্থান আছে তথায় বৰ্দ্ধমানের রাজার পক্ষহইতে এক দেবালয় ও রঘুনাথ নামে মূৰ্ত্তি আছেন তথায় সেবাদিও উত্তমমতে হইয়া থাকে সে স্থানে চিরকালহইতে এইরূপ নিয়ম বদ্ধ আছে যে প্রতি বৎসর পৌষী পূর্ণিমাতে এক বৃহৎ জাত হইয়া থাকে এই নিয়মমতে বৰ্ত্তমান বর্ষের ৫ মাঘ মঙ্গলবার পূর্ণিমাতে রীতিমতে জাত হইয়াছিল।

( ২২ এপ্রিল ১৮৩৭। ১১ বৈশাখ ১২৪৪ )

হিন্দুর তীর্থ যাত্রা নিবারণ।—কাবলের অধ্যক্ষের কৰ্ম্মকারক এক জন স্বীয় পরিবারের নিকটে এতদ্রূপ এক পত্র লিখিয়াছেন যে হিন্দু লোকেরা গঙ্গাস্নানার্থ গমনোদ্যত ছিলেন আমিও তাঁহারদের সহচর হইতে স্থির করিয়াছিলাম। কিন্তু এখানকার অনেক আমীরেরা একত্র হইয়া শ্রীলশ্রীযুত রাজাকে কহিলেন যে গত বৎসরে তীর্থ যাত্রোপলক্ষে এই রাজ্যহইতে যে সকল হিন্দুলোক গমন করিয়াছিল তাহারদের এক প্রাণীও প্রত্যাগত হয় নাই সকলই পেসওয়ারে বাস করিতেছে অতএব বোধ হয় বৰ্ত্তমান বৎসরেও যাহারা তীর্থ যাত্রা করিবে গত বৎসরের যাত্রির ন্যায় তাহারদেরও অগস্ত্য যাত্রা হইবে অতএব ঢেঁড়রার দ্বারা এই ঘোষণা করা গেল যে ব্যক্তিরা পরিবার ব্যতিরেকে যাইতে চাহে স্বচ্ছন্দে যাইতে পারে কিন্তু যাহারা পরিবারসুদ্ধ যাইবে তাহারদের সৰ্ব্বস্ব লুঠ করিয়া ঘর বাটী বিনষ্ট করা যাইবে। ইহাতে অনেক হিন্দু লোক তীর্থ যাত্রাতে নিবারিত হইয়াছে।

( ২৪ জুন ১৮৩৭। ১২ আষাঢ় ১২৪৪ )

গোবৰ্দ্ধন।—গোবৰ্দ্ধন হ্রদে প্রতিবৎসরে যাত্রি লোকেরা স্নান করিয়া থাকে তাহা এই বৎসরে মথুরার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের দ্বারা রহিত হইয়াছে। তাহার কারণ এই যে ঐ হ্রদের জল অত্যন্ত অস্বাস্থ্যজনক তাহাতে স্নাত ব্যক্তিরদের অতিশয় জর হয়।

( ১৩ অক্টোবর ১৮৩২ । ২৯ আশ্বিন ১২৩৯ )

দুর্গাপ্রতিমার দুরবস্থা।—এবৎসর প্রতিমা বিক্রয় না হওয়াতে যাহাঁরা পূজা না করেন তাঁহারদের অনেকের দ্বারে প্রতিমা ফেলা বায়ুগ্রস্ত লোকেরা সংগোপনে প্রতিমা ফেলিয়া রাখিয়াছে তাহার মধ্যে কেহ২ দায়ে ঠেকিয়া অলঙ্কারাদি বিক্রয় করিয়া ও ফুলে জলে ভাসাইয়াছেন ইহাও শুনিতে পাই যে কেহ২ সেই প্রতিমার পূজা না করিয়া তাহাতে যে সরস্বতীর মূৰ্ত্তি ছিল তাহাই খুলিয়া রাখিয়াছেন কারণ শ্রীপঞ্চমীতে উপকার দর্শিবে যাহা হউক ইষ্টদেবতার প্রতিমা যে দ্বারে২ গড়াগড়ী পাড়িয়া গলিয়া পড়িবেন ইহাই ভক্তেরদের খেদের বিষয় ইতি। ( বাঙ্গলা সমাচার পত্রের মৰ্ম্ম। )

( ১২ অক্টোবর ১৮৩৩। ২৭ আশ্বিন ১২৪০ )

এই সপ্তাহে আমরা যে এক পত্র প্রকাশ করিলাম তাহাতে অধিক রাত্রিযোগে গৃহস্থ লোকেরদের দ্বারে২ দেবপ্রতিমা বিশেষতঃ ৺ দুর্গা প্রতিমা ফেলিয়া দেওনের যে অতি কদর্য্য ব্যবহার দিন২ বর্দ্ধিষ্ণু হইতেছে তদ্বিষয়ক প্রস্তাব লিখিত হইয়াছে। তাহার অভিপ্রায় এই যে প্রত্যেক গৃহস্থই ঐ প্রতিমা পূজা করেন। আমারদের পত্রপ্রেরক মহাশয় তদ্বিষয়ে অনেক দোষোদ্ভাবন করিয়াছেন। আমারদের ইউরোপীয় পাঠক মহাশয়েরা বুঝি এতদ্বিষয় জ্ঞাত না থাকিবেন অতএব লিখি যে এতদ্রূপে কোন গৃহস্থের দ্বারে অশিষ্ট যবিষ্ঠ ভূয়িষ্ঠ দুষ্টকর্তৃক প্রতিমা নিক্ষিপ্তা হইলে তাহা লইয়া ঐ গৃহস্থের পূজা না করিলে নয় ঐ উৎসব সময়ে সুতরাং ব্রাহ্মণ ভোজনাদি কর্ম্মে নানা ব্যয় করিতে হয়। অতএব বিধি বোধিত পূজার ন্যায় এই পূজা না করিলে লৌকিক অসম্মান আছে। বঙ্গ দেশের মধ্যে অনেক গণ্ডগ্রামে কৃপণ ব্যক্তির এতদ্রূপে অর্থদণ্ড করা যায়। প্রতিমা অধিক রাত্রিযোগে তাঁহার দ্বারে নিক্ষিপ্তা হইলেই তৎকার্য্য ন্যূনাধিক ৫০। ৬০ টাকাতেও নির্ব্বাহ হওয়া কঠিন। আমরা শুনিয়াছি যে এক রাত্রির মধ্যে ৫।৬ খান প্রতিমা যাহারদের ধনপরীবাদ আছে এমত ব্যক্তিরদের দ্বারাদিতে নিক্ষিপ্তা হইয়াছে। কিন্তু কেবল কৃপণ ব্যক্তিরদের উপরেই এই ভার চাপান যায় এমতও নহে কখন২ অতিপরিমিত ব্যয়ি সদ্বিবেচক যিনি স্বীয় যোত্র বুঝিয়া সাধারণ কর্ম্মে ব্যয় করেন ঈদৃশ ব্যক্তির উপরেও কতক গুলা পাগল বালকেরা এইরূপ ভার দিয়া ক্লেশ দেয়। এবং ঐ গৃহস্থ সম্বৎসরব্যাপিয়া নানা ক্লেশে যে কএক টি টাকা জীবিকার্থ উপার্জন করেন তাহা এক উৎসবেতেই উড়িয়া দেওয়ায়। এবং কখন২ ঈর্ষিব্যক্তিরাও স্ব২ শত্রুরদের উপর দ্বেষ করিয়া এতদ্রূপ প্রতিমাদি নিক্ষেপ করাতে অর্থদণ্ড করাইয়া প্রতিফল দেয়। এইরূপে যত পূজা হয় সমুদায় আমরা জ্ঞাত হইলে দৃষ্ট হইত যে অনেক স্থানে বার্ষিক শরৎকালীন এই পূজা অনেকই বলপূর্ব্বক হইয়া থাকে। কিন্তু কোন২ স্থানে ইহাঅপেক্ষাও স্পষ্টরূপ বলপূর্ব্বক হয় সেই স্থানের নামও আমরা লিখিতে পারি। কলিকাতাহইতে অল্পদূর এমত কোন২ জমীদার আছেন। যে আপনারদের চক্রের মধ্যে যে ব্যক্তিকে ধনী বুঝেন প্রতিমা পূজাতে পরাঙ্মুখ দেখিলে তাঁহার ৫০ অবধি ১০০ টাকা পর্য্যন্ত গুনাহগারী করেন।

( ২২ সেপ্টেম্বর ১৮৩৮। ৭ আশ্বিন ১২৪৫, শনিবার )

৺শারদীয় পূজার বিদায়।—আগামী ৺শারদীয় মহাপূজার বিদায়োপলক্ষে শনিবার অবধি আপিস বন্দ আরম্ভ হইয়া ৪ অকটোবর বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত থাকিবে। যে হেতুক ঐ পূজা সমাপনের পরেই চন্দ্র গ্রহণ পড়িয়াছে।

( ২৯ মে ১৮৩৩। ১৭ জ্যৈষ্ঠ ১২৪০ )

প্রতিমার নামকরণ।—দেবপ্রতিমা স্থাপকেরা আপনার নামযুক্ত তত্তদ্দেবতার এক২ নাম

রাখিয়া থাকেন তাহার ঔচিত্যানৌচিত্যবিষয়ক বাদানুবাদ সংপ্রতি বোম্বাইতে হইতেছে বোম্বাই দর্পণের পত্রপ্রেরক এক ব্যক্তি ১০ মে তারিখের পত্রে তদ্বিষয়ে লেখেন যিনি মন্দির করিয়া দেব প্রতিমা স্থাপন করেন তাঁহার স্বীয় নামযুক্ত ঐ প্রতিমার নামকরণব্যবহার হিন্দুরদের মধ্যে আছে তাহার যুক্তাযুক্তত্ববিষয়ক গেজেট সম্পাদক মহাশয় যাহা লিখিয়াছেন তদ্বিষয়ে আমার কিছু উল্লেখ্য নাই। কিন্তু নীচে লিখিত শাস্ত্রবচন আপনকার নিকটে প্রেরণ করিতেছি ঐ ব্যবহার শাস্ত্রসিদ্ধ আমার এই কথা তদ্দৃষ্টে সপ্রমাণ হইবে।

প্রতিষ্ঠামুখ গ্রন্থের ভূমিকার পরেই এই বিধি আছে। "অথ কর্তৃনামযুতং দেবস্য নাম কুর্য্যাৎ সর্ব্বদা লোক ব্যবহারার্থঃ।

দেব প্রতিমাদিস্থাপক ব্যক্তি স্মরণার্থ সর্ব্বদা প্রতিমার নামকরণ এমত করিবেন যে তাহাতে আপনার নামযুক্ত দেবতার নাম হয়।

প্রতিষ্ঠা ত্রিবিরা পদ্ধতিতে লেখে। "অথ কর্তৃনামযুতং দেবস্যনাম বিদধ্যাৎ।"

প্রতিমাদিস্থাপক ব্যক্তি আপনার নামযুক্ত দেবতার নাম রাখিবেন।

( ১৭ জুলাই ১৮৩০। ৩ শ্রাবণ ১২৩৭ )

মহাঘটাপূর্ব্বক কন্যাদান।—চুঁচুড়ানিবাসি শ্রীযুত বাবু বিশ্বম্ভর হালদার কলিকাতানিবাসি শ্রীযুত কালীকিঙ্কর চট্টোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় পুত্রকে গত ১৭ আষাঢ় বুধবার রাত্রিতে কন্যাদান করিয়াছেন ঐ বিবাহ উদ্বাহতত্ত্বোক্ত বিধিবোধিত কর্ম্ম নির্ব্বাহ হইয়াছে অর্থাৎ সৎকুলীনে কন্যাদান করিয়া কন্যাকে তৎক্ষণাৎ এক তালুক দান করিয়াছেন ঐ তালুকের নাম লাট মুকুন্দপুর মতালকে জিলা হুগলি ২৩ মৌজার কাত সদর জমা ১৩৬৪০৮১২॥ মুনাফা সালিয়ানা ৪০০০ চারি হাজার টাকা এ প্রকারে বহুমূল্যের ভূমিদান করাতে দাতার অধিক বিচক্ষণতা প্রকাশ হইয়াছে যেহেতুক ইহাতে কন্যা ও জামাতা একেবারে সংসার নির্ব্বাহ নিমিত্ত অর্থ চিন্তায় নিশ্চিন্ত হইবেন।

ধনি গোষ্ঠীপতির কর্ত্তব্য যে কুলভঙ্গ করিতে হইলে এপ্রকার সংস্থান করিয়া দিয়া সৎকুলীনে কন্যাদান করেন অপর কন্যাদান বিষয়ে সাধারণ জনশ্রুতি আছে পূর্ব্বে রাজারা সৎকুলীনে অর্দ্ধেক রাজ্য ও এক রাজকন্যা দান করিতেন এ বিষয়ও তাদৃশ জ্ঞান করিতে পারি যেহেতুক পাত্র চৈতল চন্দ্রশেখর বিদ্যালঙ্কারের সন্তান নৈকোষ্যভাবাপন্ন সৎকুলীন বটেন হালদার বাবুর কন্যা যেপ্রকার সুন্দরী ও মণিমুক্তাদি নানাভরণে ভূষিতা হইয়া সভায় আনীতা হইয়াছিলেন তাঁহাকে দর্শন করিয়া কে না রাজকন্যার তুল্যা জ্ঞান করিয়াছিলেন পরন্তু চারি হাজার টাকার মুনাফার তালুকের মূল্য প্রায় লক্ষ টাকা হইবেক ইহা ভিন্ন স্বর্ণ রৌপ্যনির্ম্মিত তৈজস ও বিবিধ প্রকার বসনভূষণ শয্যাদির মূল্য অল্প নহে অতএব ইহার সমুদায়ের মূল্য অর্দ্ধেক রাজ্যের মূল্য তুল্য হইতে পারে।...[ সমাচার চন্দ্রিকা ]

( ২৪ জুলাই ১৮৩০ । ১০ শ্রাবণ ১২৩৭ )

বিবাহে ঘটক কুলীন বিদায়।—চুঁচুড়ানিবাসি শ্রীযুত বাবু বিশ্বম্ভর হালদারের কন্যার শুভবিবাহের সম্বন্ধি পূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছি পরন্ত কুলাচার্য্য ও কুলীনের বিদায়ের বৃত্তান্ত জ্ঞাত না হওয়াতে প্রকাশ হয় নাই এইক্ষণে জ্ঞাত হইলাম ঐ বিবাহে কুলাচার্য্যের প্রধান দান ১৬ ষোল টাকা মধ্যম দান ১২ বারো টাকা ন্যূন দান ৮ আট টাকা। এই রীতি ক্রমে পাঁচ শত কুলাচার্য্যকে বিদায় করিয়াছে এবং কুলীনের বিদায় প্রত্যেকে ২০ বিংশতি টাকা দিয়াছেন এবং উক্ত সম্প্রদান ব্যক্তিরদিগের প্রত্যেককে ১ এক মোন ভোজ্য অর্থাৎ সিধা দিয়াছেন পরন্ত কুলাচার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুত রামলোচন কবিভূষণ মহাশয়কে দুই শত টাকা এক যোড় উত্তম শাল ও এক যোড় গরদবস্ত্র এই সকল বস্তু পারিতোষিক দিয়াছেন।

( ২৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৩২ । ১৪ ফাল্গুন ১২৩৮ )

শুভবিবাহ।—আমরা লোকপরম্পরাবগত হইলাম গত ৩ ফাল্গুণ সোমবার রাত্রিতে শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুরের কন্যার শুভবিবাহ হইয়াছে শুনা গেল এই বিবাহে ঘটক কুলীনের বড় সমারোহ হইয়াছিল প্রসন্নকুমার বাবু বহুযত্নে এক জন নৈকষ্য কুলীনের সন্তান আনিয়া বিবাহ দিয়াছেন তাঁহারদিগের পৈতৃক ধারার কিছুই অন্যথা করেন নাই…। সং চং।

( ২৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৩২ । ১৪ ফাল্গুন ১২৩৮ )

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু।—নিবেদনবিশেষঃ সন হালের ১৪ জানুআরি তারিখের সমাচার দর্পণের দ্বারা বোধ হইল যে জিলা হিজলীর এলাকার জলামুঠাওগয়রহের জমীদার শ্রীযুত রাজা নরনারায়ণ রায় আপন জ্যেষ্ঠ রাজকুমার শ্রীযুক্ত বাবু রুদ্রনারায়ণ রায়ের শুভবিবাহের লগ্ন ২২ জানুআরি তারিখে স্থির করিয়া পাঁচ লক্ষ টাকা খরচের দ্বারা কল্পবৃক্ষের ন্যায় হইবেন এমত আশয়ে ছিলেন ইতিমধ্যে রাজসভাসদ মন্ত্রী শ্রীরাধাকৃষ্ণ খানসামা ও শ্রীমুন্সী মুকুন্দরাম ও শ্রীসেবকরাম বসু পেস্কার ও শ্রীভোলানাথ দাস উড়ীয়া মুহুরির ও শ্রীহিশী মাইতি নাপিতপ্রভৃতি গোপনে পরামর্শ করিলেন যে বর্ত্তমান ভূপতি কল্পবৃক্ষের ন্যায় হইলে সর্ব্বস্ব যাইতে পারে যাহাতে কল্পবৃক্ষের ন্যায় না হন এমত পরামর্শ দেওয়া কর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া তাবৎ আমলাগণে ঐক্য হইয়া ভূপতির সাক্ষাৎ গলবস্ত্রে যোড়করে বিবাহের পূর্ব্বদিবসে সায়ংকালে উপস্থিত হইবাতে ভূপতি জিজ্ঞাসা করিলেন কারণ কি রাধাকৃষ্ণ কহিলেন আপনকার সরকারে পুরুষানুক্রমে আমরা প্রতিপালন হইয়া আসিতেছি এক্ষণে মহারাজ কল্পবৃক্ষের ন্যায় হইলে যথাসর্ব্বস্ব যাইবেক এবং সুখ্যাতি লইতে পারিবেন না কারণ বিবাহের সম্বাদে বহুদেশের মনুষ্য আসিয়াছে এবং আসিবেক দশ লক্ষ টাকা তহবীলে মজুৎ আছে মাত্র কিন্তু মহলখুকী ইহাতে সরকারের খাজানা দুই লক্ষ তঙ্কা দিতে হইবেক বাকী আট লক্ষ তঙ্কা থাকিবেক এ বাক্য শ্রবণে ভূপতি যথেষ্ট খেদিত হইয়া বিবাহের

বিষয়ের ভারাভার আমলাগণে দিয়া ক্ষান্ত থাকিলেন ঐ সকল আমলা একে মনসা ছিলেন দ্বিতীয়তঃ ধুনার গন্ধ পাইলেন বিবাহের বিষয় কিঞ্চিৎ নিবেদন করিতেছি ব্যাপক করিতে অনুমতি হইবেক।

প্রথমতঃ বিবাহের দিবস হাজরির কাগজাতের দ্বারা বোধ হইল যে বাদ্যকর ৭৯৬ জন ও বেহারা ৬৭৩ জন বাই ৯২২ জন ও সামাজিক ২৭০৩ জন ও ভাট ৫২৩ জন ও ব্রাহ্মণ ২৫১৩ জন ও অতিথি ৮১২ জন ও দেশিবিদেশিতে পঁহুছেন তৎপরে নিজাধিকারের কুলিবেগার আন্দাজী তিন হাজার লোক সন্ধ্যার সময় উপস্থিত হইবাতে উপরের লিখিত লোকদিগকে খাদ্যসামগ্রী কোন রকমে কিছু না দিয়া বরসজ্জা করিয়া তথাহইতে তিন ক্রোশ তফাত মথনানামে এক গ্রাম আছে তথায় রাহি হইলেন বারুদের গাছ ১৪০ নানা রকমের ছিল তাহা দগ্ধ করিলেন। দ্বিতীয়তঃ পাতিফুলছড়ির দ্বারা ॥৫ সের মোমবাতির রোশনাই হয়। তৃতীয়তঃ নারিকেল তৈল ২২/ মোন ছিল তাহা আড়া ও হাতমশালের দ্বারা রোশনাই হইল ইহাতে রাত্রিশেষ বিবাহ হইতে পারে নাই পরদিবস দিবা চারি দণ্ডেরকালীন বিবাহ হইল ঐ দিবস তিন প্রহর পর্য্যন্ত কেহ জল স্পর্শ করে নাই কারণ পল্লিগ্রামে পাইলেক না এবং ভূপতিও দিলেন না তৎপরে কতক লোক তথাহইতে পলায়ন করিয়া রাত্রিকালীন বাসুদেবপুর মোকামে পঁহুছিয়া আপন২ নিকটহইতে মুদ্রাদি ভঞ্জিত করিয়া মুদির নিকটে চালুইত্যাদি খরিদ করিয়া প্রাণ রক্ষা করে তথাকার মুদীতে যেপ্রকার ডাকাইতি করিলেক তাহা লিখন নহে কিন্তু চালুসের /০ আনা বিরিদালির সের ৵০আনা হাঁড়ি ও কাষ্ঠ রত্নের ন্যায় অধিক কি নিবেদন করিব।

দ্বিতীয়তঃ তৃতীয় দিবসে নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও আমলাওগয়রহ ও ভাট ও বেহারা-দিগকে দুই রোজের সীদাদেওনের হুকুম হইল ঐ সীদা রাজবাটীর উপযুক্ত তাহাও কেহ পাইল কেহ পাইল না হাতির ভোগ চালু খেসারিদালি নারিকেল তৈল।

তৃতীয়তঃ চতুর্থ দিবসে উপরের লিখিত ব্রাহ্মণ ও অতিথি তাহারা নিরাহারে ৩।৪ রোজ থাকিয়া অনেকেই পলায়ন করিলেন কিন্তু চালু ৫০০/০ মোন ও দালি ১০০/ মোন প্রদান করিলে অনেক জীবের উপকার হইয়া ভূপতির সুখ্যাতি হইত ফলতঃ ব্রাহ্মণ ঠাকুরেরা ভূপতিকে কহিলেন আমরা অনেক দেশ ভ্রমণ করিলাম এমত পাষণ্ড ভারতবর্ষে দেখি নাই।

চতুর্থ রাজা নিমন্ত্রণের দ্বারা তমোলুকের শ্রীযুক্ত বিদ্যারত্ন মহাশয় ও পটাষপুরের মৌলবী অর্থাৎ জবনের শৌর চূড়ামণি শ্রীযুক্ত গোলাম আলেবা সাহেব ও হিজলীর নিমকী দেওয়ান শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাসদ শ্রীযুক্ত বাবু গুরুপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত গৌরমোহন সেন সদর তহসীলদার ও শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু ক্রোকতহসীলদার ও থানাধ্য মালের পোলীসের দারোগা শ্রীযুক্ত মীরজাসাহেব এই ছয় জন সেওয়ায় ইহার লওয়াজিমাত ২০৩ জন মায় বেহারা ও ব্রজবাসী ও বরকন্দাজইত্যাদি গড় মোকামে পঁহুছিয়া বিধিমত লৌকিকতা করেন এবং ৫ রোজ থাকেন ইতিমধ্যে ২ দুসরা রোজ-সীদা পান তাহাও ১॥০ দেড় মোন কেবল চালুদালি বাজেলোকের উপযুক্ত নহে পরে মহাশয়েরা রাজব্যবহারে চমৎকৃত হইয়া আপন২ তরফহইতে মুদ্রাদি বিতরণ করিয়া

স্থানান্তরহইতে সামগ্রী আনাইয়া ৫ রোজ কালযাপন করিয়া ষষ্ঠ দিবসে বিদায় হন তাঁহারদিগের বিদায়ের বিবেচনা যে যাহা লৌকিকতা দিয়াছিলেন তাহা ফেরত তৎসেওয়ায় ২৷৷০ টাকা মূল্যের এক২ থানমামনি এবং কাহার লওয়াজিমাত ৩২ জন কাহার ৪০ জন ছিল তাহারদিগকে একত্র ৩ টাকার হিসাবে ১৮ টাকা দিবাতে কেহ বিদায় না লইয়া ফেরত দিয়া নিজালয়ে গমন করিলেন পুনরায় ভূপতি এপর্য্যন্ত তল্লাস করিলেন না।

পঞ্চম রাজনিমন্ত্রণে মৈসাদলের শ্রীযুক্ত রাজা রামনাথ গর্গের তরফ জমাদার মায় ৫ জন বরকন্দাজ ও সুজামুঠার শ্রীযুক্ত রাজা গোপালেন্দ্রের তরফ জমাদার মায় ৫ জন বরকন্দাজ ও জলামুঠার শ্রীযুক্ত রাজা শ্যামাপ্রসাদ নন্দীর তরফ মুহরির ১৬ জন ব্যবহার লইয়া পঁহুছে তাহার যেরূপ বিদায় তাহা লিখন অতিঅনুচিত কেবল জলপানের দক্ষিণার ন্যায় তাহারা গ্রহণ না করিয়া প্রস্থান করিয়াছেন ইতি।

( ৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৭। ২৩ মাঘ ১২৪৩ )

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয়বরাবরেষু।—কিয়ৎকালাতীত হইল জ্ঞানান্বেষণ পত্রহইতে প্রায় সমুদায়িক প্রকাশ্য পত্রে প্রকাশ হইয়াছিল যে জিলা বর্দ্ধমানের শ্রীযুত প্রাণনাথ বাবুর কোন বিশেষ অভিপ্রায় সিদ্ধার্থে শ্রীযুত ব্রহ্মানন্দ গোস্বামী এক যজ্ঞ করিয়াছিলেন তাহাতে কএকটা দাঁড়কাক ও একটা ঘোটক বধ হইয়াছিল তথাপিও ঐ উক্ত বাবুর অভিলাষ সিদ্ধ না হইয়া বরঞ্চ তাহার বিপরীত হইয়াছে কিন্তু এইক্ষণে আবার সম্বাদ প্রভাকর পত্রহইতে সমুদায়িক পত্রে প্রকাশ পাইতেছে যে বর্দ্ধমানে শ্রীশ্রী৺ রক্ষিণীশ্বরী দেবী অর্থাৎ মৃত্তিকার কিম্বা পাষাণ খুদিতা মূর্ত্তির নিকটে একটা নরবলি হইয়াছে কিন্তু তাহা কে করিয়াছে তাহার নির্ণয় এপর্য্যন্ত হয় নাই সে যাহা হউক অদ্যাবধি বর্দ্ধমাননিবাসি মহাশয়েরদিগের এমত দৃঢ় জ্ঞান আছে যে একটা প্রাণী বধ করিলে আর একটা প্রাণী বধ বা জীবৎ হইতে পারে। হায়২ কি খেদের বিষয় আমারদিগের বাঙ্গলার মনুষ্যগণেরা কত দিনে মনুষ্য হইবেন কিছু বলা যায় না। কস্যচিৎ ভবানীপুরনিবাসিনঃ। শ্রীকালীকৃষ্ণ দেবস্য।

( ১৫ মে ১৮৩০। ৩ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৭ )

...গত ১৬ বৈশাখ মঙ্গলবার শ্রীযুত বাবু রামগোপাল মল্লিকের মাতৃশ্রাদ্ধে অপরিমিত কাঙ্গালি আসিয়াছিল...ঐ বংশের কাঙ্গালি বিদায়ের সুখ্যাতি কাহার না স্মরণ আছে বিশেষতঃ তাঁহার পিতার শ্রাদ্ধে সাত লক্ষ টাকা ব্যয় করেন তাহার দুই লক্ষ টাকা সাধারণ ধনহইতে প্রাপ্ত হন অবশিষ্ট নিজহইতে দেন মাতৃশ্রাদ্ধেও লক্ষ টাকা পাইয়াছেন অবশিষ্ট যত ব্যয় হইয়াছে তাহা নিজহইতে দিয়াছেন ব্যয় বিষয় প্রায় এতন্নগরস্থ সকলেই জ্ঞাত আছেন যেহেতু চারি রূপার দানসাগর ইহার মধ্যে ৮ সোণার ষোড়শ ১৬ বৃষ গোস্বামী ও ব্রাহ্মণদিগকে শাল পট্টবস্ত্র স্বর্ণাঙ্গুরীয়ইত্যাদি দ্রব্যের দ্বারা সভাবরণ করিয়াছিলেন ইহাতে সভার শোভার সীমা দেখিয়া

কে না ধন্যবাদ করিয়াছিলেন। এমত মল্লিক বাবু উক্ত তাবৎ কর্ম্ম করিয়াও কাঙ্গালি বিদায়ে সুখ্যাতি লইতে পারেন নাই ইহাতে অন্যাপরে কা কথা। ইহার পূর্ব্বে কাঙ্গালি বিদায়ের কলঙ্ক অনেকলোকের শুনা গিয়াছে অতএব অনুমান হয় এ বিষয় রহিত হইবার সম্ভাবনা যেহেতুক কাঙ্গালিরা বিস্তর ক্লেশ পাইয়া গিয়াছে অনাহারে দ্বারে২ ভিক্ষা করে এবং নগর গ্রাম লুঠ করিয়া খাওয়াতে প্রহারাদি ক্লেশে প্রায় প্রাণবিয়োগ উপস্থিত হইয়াছিল তাহারদিগের দুঃখ দেখিয়া নগরের অনেক ভাগ্যবান লোক আহারের দ্রব্য দিয়াছিলেন বিশেষতঃ শ্রীযুত বাবু আশুতোষ দেব তাঁহারদিগের বেলগাছিয়ার বাগানে যে অতিথিশালায় সদাব্রত আছে তাহাতে কাঙ্গালি গমনাগমনের প্রায় আট দিবসপর্য্যন্ত অকাতরে অন্নদান করিয়াছেন ঐ শ্রাদ্ধে আর২ বাবুরা যে সকল দানাদি করিয়াছেন তাহাও পশ্চাৎ লিখিব।—সং চং

( ১৫ মে ১৮৩০। ৩ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৭ )

কলিকাতায় মহাশ্রাদ্ধ।—কলিকাতার কি ইউরোপীয় কি এতদ্দেশীয় সকল সমাচারপত্রে সংপ্রতি কলিকাতায় পরম ধনি শ্রীযুত বাবু রামগোপাল মল্লিক ১৬ বৈশাখে যে মাতৃশ্রাদ্ধ করেন সেই শ্রাদ্ধে আগত দরিদ্র লোকদিগের অত্যন্ত দুঃখ উপস্থিত হইয়াছিল এবং তাহাতে যে অনেক লোকের প্রাণ হানি হইয়াছে তৎপ্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছেন।

কিন্তু মল্লিকবংশেরা কলিকাতায় ও তৎসন্নিহিত স্থানে সমৃদ্ধশ্রাদ্ধকারিত্বরূপে অত্যন্ত খ্যাত এবং বিশেষতঃ শ্রাদ্ধে যে অগণ্য কাঙ্গালিলোকেরা আসিয়া থাকে তাহারদিগকে টাকা বিতরণদ্বারা অতিপ্রসিদ্ধ। সংপ্রতি অনুমান হয় যে তাঁহারদের দানশৌণ্ডতার সুখ্যাতিপ্রযুক্ত যখন দেশময় এমত জনরব উত্থিত হইল যে মল্লিক বাবুরা শ্রাদ্ধ করিবেন। তখন আবালবৃদ্ধবনিতা আতুর লোভাকৃষ্ট হইয়া কলিকাতার মধ্যে ভূরিশঃ আসিতে লাগিল। আমরা শুনিয়াছি যে ঢেঁড়ারা দ্বারা ঘোষণা হইয়াছিল যে জন প্রতি ১ টাকা কেহ কহেন ২ টাকা করিয়া দান করা যাইবে। ইহাতে সুতরাং দরিদ্র লোকেরদের ব্যগ্রতার আতিশয্য হইয়াছিল এবং কএক দিবসপর্য্যন্ত কলিকাতার তাবৎ রাস্তা ঐ শ্রাদ্ধে আগত জনতায় পরিপূর্ণ হইয়াছিল। অনুমান হয় কলিকাতার দিগ্বিদিক্‌ ১৫ ক্রোশপর্য্যন্তের অর্দ্ধেক লোক এককালে গ্রামশূন্য করিয়া বহির্গত হইয়াছিল। এবং সে গ্রামের সেই সকল লোক কেবল বংশপ্রতি এক জন বাহির হইয়াছিল এমত নহে একেবারে বংশসুদ্ধ আগত হইয়াছিল বিশেষতঃ পিতা মাতারা অতিশিশু সন্তান সকলকে হাত ধরিয়া কাহাকে বা ক্রোড়ে করিয়া বা কক্ষে বা বক্ষে বা মস্তকে বা স্কন্ধে ধারণপূর্ব্বক একটাকার লোভে স্ব২ গৃহ ত্যাগ করিয়া আসিয়াছিল। কথিত আছে যে অল্পকালের মধ্যে কলিকাতা নগরে এতদ্রূপ ২০০০০০ লক্ষ লোক এককালে আগত হইয়াছিল। তাহারদিগকে রীতিমত মল্লিক বাবুরদের ও তাঁহারদের মিত্রগণের দানবাটীতে পুরিলেন কিন্তু তত্তৎবাটীতে প্রবিষ্ট হইয়া তাহারা স্থানাভাবে প্রায় স্পন্দরহিত হইয়া তাহারদের নিদ্রার কিছুমাত্র উপায় ছিল না এবং তাহারা সে২ বাটীপ্রবিষ্ট হইয়া দুই তিন দিন প্রায় নিরাহারে অবস্থিত ছিল অপর তাহাদের

অধিকাংশেরা এক কপর্দ্দকো না পাইয়া বিদায় হইল। হরকরা সমাচার পত্রে লেখে যে এতাদৃশ মহাজনতার মধ্যে কেবল ৪০০০ হাজার টাকা বিতরণ হইয়াছিল এবং গবর্ণমেন্ট গেজেটে লেখেন যে ব্রাহ্মণ ব্যতিরেকে আর কেহ কিছুমাত্র পায় নাই।

অপর এই জনসমূহ নগরের মধ্যে বিস্তারিত হইয়া দুই তিন দিন অনাহারে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া এবং স্ব২ স্থানে প্রত্যাগমনের দীর্ঘকাল সাধ্যতার নিমিত্তে আপনারদের কিম্বা এতদ্রূপ অত্যন্ত অনাহারে আর্ত্ত যে সকল বালক তাহারদের জীবিকা ক্রয়করণোপযুক্ত এক কড়াকড়িও না থাকাতে তাহারা সর্ব্বত্র দোকান লুঠ করিতে লাগিল এবং যে স্থানে খাদ্যদ্রব্য মিলে সেই স্থানেই তাহা তাহারা কাড়িয়া লইতে লাগিল। পরে তাহারদের মধ্যে এমত জনশ্রুতি হইল যে তাহারা যে স্থানে যাহা প্রাণধারণোপযুক্ত দ্রব্য পাইতে পারে সেই স্থান হইতে তাহা লইবে গবর্ণমেণ্টের হুকুম হইয়াছে। বাস্তবিক এই আজ্ঞা মিথ্যা কিন্তু তাহাতে তাহারদের লুঠকরণে লালসার আরো বৃদ্ধি হইল। ইহাতে কেহ২ প্রাপ্তাহার হইল বটে কিন্তু তাহারদের অধিকাংশেরা নিরাহারে মৃতপ্রায় ছিল। তাহারদের এই দুরবস্থা কালে কলিকাতাস্থ অনেক ধনি বাবুরা স্ব২ সাধ্যানুসারে এই সকল দীন দরিদ্রদিগকে আহার প্রদান করিয়া তাঁহারা ধন্য হইয়াছেন। তন্মধ্যে শ্রীযুত বাবু আশুতোষ দেব অগ্রগণ্য কারণ যে তিনি স্বকীয় সদাব্রত স্থানে প্রার্থনামত আট দিন তাহারদিগকে আহার যোগাইয়া দিয়াছিলেন। আমরা ইহা শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম যে মফঃসলের জমীদারেরা লোকেরদের দুরবস্থা দেখিয়া অত্যন্ত সদয় হইয়া তাঁহারদের বাটীর বহির্দ্বার দিয়া গমনশীল লোকেরদিগকে স্ব২ ভাণ্ডারহইতে খাদ্যদ্রব্য প্রদান করিয়াছিলেন। এই দুরবস্থার ঘটনাতে কত লোকের যে প্রাণ হানি হইয়াছে তাহা নিশ্চয় করা দুঃসাধ্য কিন্তু ইহাতে এই মহাশ্রাদ্ধযাত্রাতে অনেকের অগস্ত্য যাত্রা হইয়াছে ইহার কিছু সন্দেহ নাই।...

( ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৩। ৬ ফাল্গুন ১২৩৯ )

মহাঘটাপূর্ব্বক শ্রাদ্ধ।—শ্রীযুত চন্দ্রিকাপ্রকাশক মহাশয়। নমস্কারপূর্ব্বক নিবেদনমিদং। গত ২৯ পৌষ শুক্রবার সংক্রান্তি দিবসে জিলা নদীয়ার কুশদহ পরগনার গোবরডাঙ্গানিবাসি শ্রীযুত বাবু কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মাতা ঠাকুরাণীর যাণ্মাসিক শ্রাদ্ধোপলক্ষে যে কীর্ত্তি করিয়াছেন তাহা নানাদিগ্‌দেশবর্ত্তি মহারাজ চক্রবর্ত্তিপ্রভৃতি ব্যক্তিসমূহের সুগোচরকরণ যুক্তিসিদ্ধ হয় এপ্রযুক্ত কএক পংক্তি লিখিতেছি প্রকাশপূর্ব্বক বাধিত করিবেন।

মুখোপাধ্যায় বাবুর মাতা ঠাকুরাণী গত আষাঢ় মাসে লোকান্তরগমন করেন তৎকালে সংক্ষেপ কাল এবং বর্ষাকাল এপ্রযুক্ত সমোরোহপূর্ব্বক আদ্যকৃত্য সম্পন্ন করিতে পারেন নাই তথাচ যথাবিধি কর্ত্তব্যকর্ম্মেরও অন্যথা হয় নাই কিন্তু তাহাতে বাবুর মনঃখিন্নতা দূর হয় নাই এজন্য যাণ্মাসিকে বড় ঘটা ও শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রাদ্ধ করিয়াছেন...।

আদৌ সভা দানাদিদ্বারা কিপ্রকার সুশোভিত হইয়াছিল শ্রবণ করুন্।

রজতনির্ম্মিত জলাধার বস্ত্রাধার তাম্বূলাধার গন্ধমাল্য দীপাদি আধার প্রশস্তপাত্র ইত্যাদিতে

দুই দানসাগর অর্থাৎ ৩২ যোড়শ এই দুই দানসাগর উভয় পার্শ্বে স্থাপিত তন্মধ্যবর্ত্তি এক হিরণ্ময় যোড়শস্থিত তৎশিরোভাগে মসলন্দ তাহাতে অপূর্ব্বোপবেশনাসন এবং গন্ধাধার অর্থাৎ আতরদান গোলাবপাস ও পানদান আড়ানি মোরছোল পাঙ্খা চৌরী আশাসোটা ইত্যাদি তদুত্তর বিলক্ষণ বিলক্ষণা শয্যা তাহার পারিপাট্যের ত্রুটি নাই ঐ খাটের পাটীপটী কাষ্ঠসকল রজতমণ্ডিত এবং অপূর্ব্ব পট্টসূত্রনির্ম্মিত বস্ত্রে মশকনিবারক আচ্ছাদিত হওয়াতে বিলক্ষণ সুসজ্জিত হইয়াছিল। অপরঞ্চ উক্ত প্রত্যেক যোড়শদানের সঙ্গে গো বিনিময়ে প্রায় লোকে গোমূল্য কার্ষ পণ বরাটিকাই দিয়া থাকেন কিন্তু এস্থলে তাহা নহে অপূর্ব্ব দুগ্ধবতী বৎসসহিত ধেনু প্রত্যেক দানের নিকট দোথায় বান্ধা ছিল আর তাবৎ শয্যা ও ছত্র পাদুকাদির বিশেষ লেখা লিপিবাহুল্য ফলতঃ সকল দ্রব্যই সভা উজ্জলকার বটে এই দানসন্নিধানে প্রথমতঃ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতাদির উপবেশন স্থান তদুত্তর কায়স্থাদি বিশিষ্ট শিষ্ট সভ্য ভব্যাঢ্য মহাশয়-দিগের বসিবার আসন দেওয়া যায় তদুত্তর নানাবিধ লোকের আসন সভার চতুর্দ্দিগে শ্রীশ্রীহরি সংকীর্ত্তনকারি কারিকানেক সংপ্রদায় বৈষ্ণব বৈষ্ণবী বিবিধ বাদ্যোদ্যমে মৃদুমধুর সুস্বরে বাল্য গোষ্ঠাদি লীলার গানে লোকসকলকে মোহিত করিয়াছিল অপর সকলকে কিঞ্চিৎ দূরে সুসজ্জীভূত নানা বর্ণে চিত্রিত আঁওয়ারিসহিত এক বৃহদ্ হস্তী তৎপার্শ্বে মহাহর্ষে দণ্ডায়মান ঘোটক তাহার চটক কি কহিব তন্নিকটবর্ত্তী সারথি ঘোটকাদিসহিত রথ অর্থাৎ অপূর্ব্ব একজুড়ি ঘোড়াসহিত চেরেটগাড়ি তদব্যবহিত স্থানে দোলাযান অর্থাৎ অতি চমৎকৃত চিত্রিত মেয়ানা পাল্কি সভাস্থান হইতে কিঞ্চিৎ দূরে যমুনা নদীপরে আশ্চর্য্য নৌকা অর্থাৎ ইঙ্গরেজীতর ভাউলিয়া তাহা দেখিয়া কে না তন্নৌকারোহণে পারে যাইতে চাহে। অপর ভূমিদানের বিশেষ কহি। দুই ঘর ব্রাহ্মণের বাসোপযুক্ত দুইখানি বাটী নির্ম্মাণপূর্ব্বক তদ্দানগ্রাহিদিগের উপপত্ত্যুপযুক্ত ভূমি দান করিয়াছেন ঐ বাটী ভূমি দান গ্রহণপূর্ব্বক দুই জন ব্রাহ্মণ সপরিবারে ঐ স্থানে বাস করিয়াছেন।

নিমন্ত্রিত বিদেশস্থ অধ্যাপকদিগের বাসাঘরের পারিপট্য শ্রবণ করুন একখানি সুদীর্ঘ ঘর নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহার তিন শত কুটীর অর্থাৎ কুঠরি প্রত্যেক কুঠরিতে রন্ধন স্থান শয়ন স্থান এবং ভৃত্যের পৃথক্ স্থান ও তাহার দ্বারবদ্ধ করিবার সদুপায় ছিল ঐ কুঠরির দ্বারে সংখ্যা অর্থাৎ নম্বর দেওয়া গিয়াছিল যে অধ্যাপকের পত্রে যে নম্বর তিনি সেই নম্বরের কুঠরিতে বাসা পাইয়াছিলেন সেই বাসাঘর দেখিলে বোধ হয় কোন এক প্রধান অধ্যাপকের টোল হইয়াছে তাহাতে বাস করিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা আশ্চর্য্য জ্ঞানকরত মহাসুখী হইয়াছিলেন তদ্বিশেষ শ্রাদ্ধের পূর্ব্ব পূর্ব্বদিবসে দূরস্থ অধ্যাপকসকলের আগমন হইবামাত্র পত্রাবলোকনপূর্ব্বক কর্ম্মনির্ব্বাহকেরা নম্বরমত সিদা দিয়া বাসায় বিদায় করিলেন সিদাও সামান্য নহে ১ মোন ৮০ শের ॥০ শের ।০ শের এই ওজনি সিদায় সন্দেশ ঘৃত চিনি ময়দা তণ্ডুল তৈল লবণ দালি ঝালমসলা মৎস্য দধি ইত্যাদি বিবিধপ্রকার উৎকৃষ্ট সামগ্রী তদ্ভিন্ন আসন কম্বল জলপাত্র লোটাঘটী একটা হাতা বাউলি দীপ রাখিবার পিলসুজ এবং নস্যসহিত একটী২

নস্যদানী ঐ সিদার মধ্যে এমত দ্রব্যের অভাব ছিল না যে তজ্জন্য ভট্টাচার্য্যের ক্লেশলেশও হয় এই সকল দ্রব্য বাসায়২ প্রেরণজন্য অপূর্ব্ব ডুলি প্রস্তুত হইয়াছিল তাহাতে সিদার সামগ্রী রাখিয়া দিলে চারি জন গোয়ালা ভারী লইয়া বাসায়২ দিয়া আইসে ভট্টাচার্য্য ফর্দ্দমত মিলাইয়া লন তাহার কোন দ্রব্য নষ্টহওনের সম্ভাবনা ছিল না এমনি সুশৃঙ্খল করিয়াছিলেন।

পরন্তু কাঙ্গালি বিদায় করিবার নিমিত্ত একটা প্রশস্ত স্থান করা গিয়াছিল তদাখ্যা কাটগড়া সে প্রায় এক ঘোড়দৌড়ের মাঠ তাহা অতিদৃঢ়রূপে নির্ম্মিত হয় বার দ্বার করা যায় কাঙ্গালিদিগের জলপানার্থ ঐ কাটগড়ার মধ্যে দীর্ঘিকা খাত করিয়াছিলেন তচ্চতুঃপার্শ্বে পঞ্চাশ হাজার লোক বসিয়া পাতপাতিয়া নানাবিধ মিষ্টান্নসামগ্রী ভোজন করিয়াছে ইহাতেই বিবেচনা কর সেস্থান কত বড় প্রশস্ত হইয়াছিল আর এইকালপর্য্যন্ত দেখা বা শুনা যায় নাই যে কাঙ্গালিদিগকে বাসা দিয়া মিষ্টান্ন কেহ ভোজন করাইয়াছেন এমত চমৎকার ব্যাপার যিনি দেখিয়াছেন তিনি আশ্চর্য্য জ্ঞান করিয়াছেন ইহা শ্রবণেও লোক চমৎকৃত হইবেন অপরঞ্চ যাহারা সূত্রধারী রাঘব তাহারা কাঙ্গালির সঙ্গে এক পংক্তিতে ভোজন করে না এজন্য পৃথক্ স্থান প্রস্তুত ছিল তাহাতেও অপ্রতুল হইল না। ঐ সকল লোক তাদৃশ সুখাদ্য দ্রব্য কখন ভোজন করেন নাই তাহারা তাহাতেই সুখী হইয়া বাবুকে বার২ উচ্চৈঃস্বরে সাধুবাদ করিয়াছে।

অপর কলিকাতাস্থ এবং অন্যান্য গ্রামস্থ অর্থাৎ দূরস্থ আত্মীয় কুটুম্ব বন্ধু বান্ধব ধনাঢ্য লোকও অনেকে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন তাঁহারদিগের বাসা নানা স্থানে২ দিয়াছিলেন তাহার পারিপাট্য বিবেচনা করুন বড়মানুষ সকল আপন২ দিন নির্ব্বাহোপযুক্ত তৈজস শয্যাদি তাবৎ সামগ্রী সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন কিন্তু কাহার তল্পী খুলিতে হয় নাই তাবৎ বাসায় পূজার সজ্জা এবং শয্যাদি উপযুক্ত মত প্রস্তুত ছিল তাঁহারদিগের খাদ্য দ্রব্য বাদাম বেদানা পেস্তাপ্রভৃতি মেওয়া সিদাতে দেওয়া যায় আর২ উত্তম দ্রব্যের কথা কি লিখিব কলিকাতানগরের শ্রীযুত বাবু গঙ্গানারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ও শ্রীযুত বাবু কালাচাঁদ বসু ও শ্রীযুত বাবু প্রমথনাথ দেবপ্রভৃতিরা দ্রব্যের উত্তমতাতে এবং সুধারা দৃষ্টে সুখী হইয়া বাধিত হইয়াছেন বিশেষতঃ মুখোপাধ্যায় বাবু সুজনতার সীমা করিয়াছেন তদ্বিশেষ শ্রবণ করুন্ গললগ্নী কৃতবাসা হইয়া অধ্যাপকাদি তাবৎ লোকের বাসায়২ ভ্রমণ করত সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া করপুটে স্তব করিয়াছিলেন তাঁহার বিনয়-বাক্যে পাষাণও দ্রবমান হয় এমত সুজন নিরহঙ্কারী অল্প সম্ভবে ঐ বিনয়ী মহাশয় বিনয়বাক্য সহিত কি প্রকার তুষ্ট করিয়া নিমন্ত্রিত ও রবাহূত লোক সকলকে বিদায় করিলেন তাহা শ্রবণ করুন।

অধ্যাপক কাশীপর্য্যন্ত নিমন্ত্রিত হইয়াছিল ইহাতে সর্ব্বসুদ্ধা ৬০০ ছয় শত চলিত পত্র হয় আর অনুরোধক্রমে জ্ঞানবান অধ্যাপক কল্প ২০০ দুই শত পত্র দেওয়া যায় ইহা ভিন্ন উপস্থিত মতে অর্দ্ধ পত্র ৩০০ তিন শত দেওয়া গিয়াছিল তদনন্তর কতকগুলিন ছাত্র বা তদাকার ফলতঃ ব্রাহ্মণ ১৬০০ লোককে টিকিট সংজ্ঞক পত্র দেন ইহা ভিন্ন জ্ঞাতি ও কুটুম্বদিগের নিমন্ত্রণ ১২০০ বার শত পত্র নম্বর দিয়া বিলি করা যায় এ তাবতের বিদায়ের হার এই যে অধ্যাপক প্রধান কল্প রূপা ও

নগদে ৫০ পঞ্চাশ টাকা মধ্যম ৩০ তন্ন্যন ২৫।২০।১৫ পর্য্যন্ত দেওয়া গিয়াছে। উপস্থিত ও অর্দ্ধ পত্রে ব্যক্তিবিশেষে ৭।৬।৫।৪ টাকার ন্যূন নাই। টিকিটের বিদায় এক টাকা শেষ রাঘব ॥০ কাঙ্গালিরদের ।০ চারি আনা।

পরন্তু ব্রাহ্মণ ভোজনের বিষয় কি লিখিব যে স্থলে কাঙ্গালি নানাবিধ মিষ্টান্ন খাইতে পায় সে স্থলে ব্রাহ্মণ সকল কি প্রকার উপাদেয় দ্রব্য ভোজন করিয়াছেন তাহা বিবেচনা করিবেন কিন্তু পাঁচ সহস্র ব্রাহ্মণ একত্র বসিয়া ভোজন করিতে আমি কখন দেখি নাই। তৎপর দিবস অন্নভোজনেও চারি সহস্র লোক একত্র ভোজন করিলেন ইহা ভিন্ন শূদ্রাদিও পাঁচ হাজারের ন্যূন নহে এক্ষণে এইপর্য্যন্ত লিখিলাম পশ্চাৎ জ্ঞাতি কুটুম্ব বিদায়ের বিষয় লিখিবার আবশ্যক বুঝিতে পারি লিখিয়া পাঠাইব। মহাশয় ইহাতে যদি কোন বিষয়ে সন্দিগ্ধ হন তবে উক্ত বাবুদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেই সন্দেহ ভঞ্জন হইবেক নিবেদন ইতি ৭ মাঘ ১২৩৯ সাল। কস্যচিৎ দর্শকস্য। —চন্দ্রিকা।

( ৯ মার্চ ১৮৩৯। ২৭ ফাল্গুন ১২৪৫ )

শ্রীমন্মহারাজ কালীকৃষ্ণ বাহাদুরের পিতামহীর শ্রাদ্ধ।—আমরা অবগত হইলাম যে অদ্য পূর্ব্বাহ্ণে শ্রীলশ্রীযুত মহারাজ কালীকৃষ্ণ বাহাদুরের পিতামহী মহারাণীর শ্রাদ্ধ সমারোহপূর্ব্বক শোভাবাজারস্থ নৃপনিকেতনে মহারাজ এবং তদ্‌ভ্রাতৃবর্গ কর্তৃক হইয়াছিল তদুপলক্ষে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতসমূহ ও হিন্দুবংশ্য ভদ্রলোক ও মহাজনগণ এবং নানা রাজ্যের উক্তিকারচয় অর্থাৎ নেপালের ও যোধপুরের ও জয়পুরের এবঞ্চ নাগপুরের মহারাজদিগের প্রতিনিধি প্রভৃতি সমাগমন করেন।

বহুমূল্য দানাদি প্রস্তুত ভূরি২ স্বর্ণ ও রৌপ্য বিনির্ম্মিত থাল ও ঘড়া ও আতরদান ও ফুলদান ও ছত্র ও আড়ানী ও চামর ও পর্য্যঙ্ক ও সুবর্ণশোভিত মছলন্দ ও হস্তী ও অশ্বদ্বয় যোজিত শকট ও আরোহণার্হ ঘোটক ও পাল্কী ও বজরা ইত্যাদি তদ্ভিন্ন পিত্তল নির্ম্মিত কলসী ও গাড়ু ও থালা দুই স্তূপাকারে বিন্যস্ত ছিল এই সাকল্য সামগ্রী কেবল ব্রাহ্মণদিগকে প্রদত্ত হয়। কুরিয়র ২২ ফেব্রুআরি।

( ৯ মার্চ ১৮৩৯। ২৭ ফাল্গুন ১২৪৫ )

কাঙ্গালী বিদায়।—আমরা অবগত হইলাম যে অদ্য প্রাতে শ্রীলশ্রীযুত মহারাজ কালীকৃষ্ণ বাহাদুরের স্বর্গীয়া পিতামহী মহারাণীর শ্রাদ্ধ উপলক্ষে প্রায় পোনের হাজার কাঙ্গালী একত্রিত হয় ইহারা প্রত্যেকে চারি আনা করিয়া প্রাপ্ত হয় এবং কেহ বঞ্চিত অথবা প্রাণে পীড়িত হয় নাই যদিও অনেক জনতা হইয়াছিল।

এতৎ কার্য্যে ৩।৪ দিবস গ্রামস্থ কাঙ্গালী আইসে নাই কারণ আমারদিগের অনুভব হয় যে পূর্ব্বে প্রধান শ্রাদ্ধ কালীন তাহারা শারীরিক অনেক কষ্ট পাইয়াছে।

( ১৭ আগষ্ট ১৮৩৩। ২ ভাদ্র ১২৪০ )

…যে সকল লোক অতিশয় রোগে ক্লিষ্ট হইয়া দুই এক দিবসে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইতে পারিবে এবং তন্নিমিত্ত হিন্দুলোকেরদের রীত্যনুযায়ী ৺ গঙ্গাতীরে আনীত হয় সেই সকল লোকেরদের কারণ ঐ নদীর তীরে নিমতলায় গবর্ণমেণ্টের হুকুমে দুই তিন অতিবৃহৎ খড়ুয়াঘর অল্প দিনের মধ্যে প্রস্তুত হইয়াছে।…এরূপ কর্ম্মে দয়াপ্রকাশার্থ দেশাধিকারিরদিগকে প্রশংসা করি যেহেতুক উপযুক্ত ও নিকটবর্ত্তি ঘরের অভাবপ্রযুক্ত যখন কোন মৃতকল্প হিন্দু আপন পরিজনকর্তৃক গঙ্গাতীরে আনীত হয় তখন গঙ্গার সুশীতল বায়ুর মধ্যে রাখাতে তাঁহারদের অধিক অস্বাস্থ্য ও ক্লেশ জন্মিয়া থাকে। কোন২ ব্যক্তি চূণের গোলায় রাখেন বটে কিন্তু তাহাও অতিক্লেশদ। কস্যচিদ্দর্পণপাঠকস্য।

( ২৪ সেপ্টেম্বর ১৮৩৬। ১০ আশ্বিন ১২৪৩)

শবদাহনার্থ কাশীপুরের যে ঘাট আছে তাহার উপরে ভগবানচন্দ্রনামক এক ব্যক্তি দাওয়া করিতেছেন এবং তিনি ঐ ঘাটে এক জন তহসীলদার নিযুক্ত করিয়া মুদ্দারফরাসেরদের স্থানহইতে ফি শব ৩ টাকা করিয়া লইতেছেন। শ্রীযুত বাবু কালীনাথ রায় চৌধুরীর ভ্রাতা শ্রীযুত বাবু বৈকুণ্ঠনাথ রায় চৌধুরী চব্বিশপরগনার কালেকটরের স্থানহইতে তহসীলদারী লইয়া গবর্ণমেণ্টের কলিকাতার কুঠীঘাটাতে এক জন তহসীলদার নিযুক্ত রাখিয়া মুদ্দারফরাসেরদের স্থানে শব প্রতি ৩ টাকা লইতেছেন। তাহাতে উপরি উক্ত বিষয় শ্রীযুত কমিশ্যনর পিণ্ড সাহেবের নিকটে রিপোর্ট হওয়াতে তিনি এই অন্যায় কর বসায়নের যথাসাধ্য শীঘ্র তত্ত্বাবধারণার্থ মাজিস্ত্রেট সাহেবকে হুকুম দিয়াছেন।

( ২৬ মার্চ ১৮৩১। ১৪ চৈত্র ১২৩৭ )

জামজাঁহানুমানামক যে পারসী কাগজ প্রকাশ হইতেছে তাহার প্রকাশক কলিকাতার কলুটোলানিবাসি শ্রীযুত হরিহর দত্ত ইনি সতীর বিপক্ষ বটেন যেহেতুক সতী নিবারণ আইন হইলে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরকে যে কএক জন প্রশংসা পত্র প্রদান করিয়াছিলেন তাহাতে হরিহর দত্তের নাম সম্বাদ পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল এবং এমত শুনা গিয়াছে যে শ্রীশ্রীযুতের সাক্ষাতে ইঙ্গরেজী ভাষায় প্রশংসা পত্র ঐ দত্তজ পাঠ করেন এবং বাঙ্গলা পত্র শ্রীযুত কালীনাথ মুন্সী পাঠ করিয়াছিলেন……। ( "বাঙ্গলা সমাচার পত্রহইতে নীত।" )

( ১২ নভেম্বর ১৮৩১। ২৮ কার্ত্তিক ১২৩৮ )

সতী।—সতীব্যবহারের পুনঃস্থাপনবিষয়ে যে দরখাস্ত হইয়াছে তদ্ঘটিত নীচে লিখিতব্য শুশ্রূষণীয় সম্বাদ ইঙ্গলণ্ডহইতে শেষাগত জাহাজের দ্বারা পঁহুছিয়াছে।

হিন্দুর বিধবারা চিতারোহণে আত্মঘাতিনী হইতে না পায় এমত প্রার্থনাসূচক এতদ্দেশীয়

কতক মহাশয়েরদের এক দরখাস্ত শ্রীযুত বাদশাহের এক প্রধান মন্ত্রী মারকুইস লান্সডৌন কুলীনেরদের সভায় দরপেশ করেন। তিনি কহিলেন যে বর্ত্তমান গবর্নর্ জেনরল অতিশয় কঠিন ও নির্দ্দয় সতীর ব্যবহার নিবারণার্থ এক আইন করিয়া বিধবাগণের আত্মঘাত নিবারণার্থ পোলীসের সাহেবেরদিগকে ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন। ঐ রীতি এতদ্রূপে রহিত হইলে কতক হিন্দু একত্র হইয়া বাদশাহের মন্ত্রিরদের সভায় এক দরখাস্ত দরপেশ করেন তাহাতে লেখেন যে এতদ্রূপ কর্ম্মে হস্তক্ষেপ করা অত্যনুচিত অতএব আপনারা যথার্থ আচার করিয়া রাজমন্ত্রির সভাতে আমারদের কৌন্সেলি সাহেবেরদের তদ্বিষয়ক সওয়াল জওয়াব শ্রবণ করুন। পরে ঐ রাজমন্ত্রী কহিলেন যে ঐ প্রার্থনাকারিরদের অথবা তাঁহারদের কর্ম্মনির্ব্বাহকেরদের কৌন্সেলের দ্বারা সওয়াল জওয়াব করিতে যদি নিতান্ত বাসনা থাকে তবে রাজমন্ত্রির সভ্যেরদের তাঁহারদের প্রার্থনোক্তি নিদানে শুনিতে হইবে। অপর কহিলেন যে এই দরখাস্ত এতদ্দেশে পঁহুছনের পর ভারতবর্ষের অতিবিজ্ঞ মান্য বিচক্ষণ ব্রাহ্মণ অর্থাৎ বাবু রামমোহন রায় এইক্ষণে এতদ্দেশে আছেন তাঁহার সঙ্গে আমার এতদ্বিষয়ক কথোপকথন অনেক হইয়াছে ঐ মহানুভব মহাশয় আমাকে কহিয়াছেন যে সতীপক্ষীয় আরজী রাজমন্ত্রির সভায় দরপেশ না হইয়া কুলীনেরদের সভায় হইবে এমত অনুমান ছিল অতএব তদনুমানে অনেক বিজ্ঞ পারদাশ ব্রাহ্মণেরা কুলীনেরদের সভায় এক দরখাস্ত প্রেরণ করিতে নিশ্চয় করিয়াছেন দরখাস্তে লেখেন যে গবর্নর্ জেনরলের সতী-নিবারণ আইনেতে আমরা অত্যন্ত সন্তুষ্ট। উক্ত ব্যবহারের মূলবিষয়ক অত্যন্তানুসন্ধানপূর্ব্বক বিবেচনাকরাতে আমারদের এই বোধ হইয়াছে যে তাহা হিন্দু ধর্ম্মমূলক নহে কিন্তু রাজারদের ঈর্ষামূলকমাত্র তাঁহারা কেবল স্বার্থপর হইয়া ঐ ব্যবহার স্থাপন করেন। অতিগুরুতর মনুর ব্যবস্থায় ব্রহ্মচর্য্যরূপে কালক্ষেপণ করিতে বিধবার প্রতি আজ্ঞা আছে এবং মনুসংহিতার কোন-স্থানেই পতিমরণানন্তর পত্নীর আত্মঘাতের আজ্ঞা নাই। পরে ঐ রাজমন্ত্রি কহিলেন যে কুলীন মহাশয়েরা এইক্ষণেই অবগত হইবেন যে তৎপ্রকার উক্তি অর্থাৎ সতীপক্ষীয় যে উক্তি রাজমন্ত্রির সভায় নিবেদিত হইয়াছে তাহাতে ব্রাহ্মণেরদের অনুমতি নাই অতএব সতীবিরুদ্ধ বিষয়ক এই প্রার্থনা যেমত গুরুতর তদনুসারে আপনারা কার্য্য করিবেন।

( ১০ নভেম্বর ১৮৩২ । ২৬ কার্ত্তিক ১২৩৯ )

স্ত্রীদাহ নিষেধবিষয়ক বিজ্ঞাপন।—শ্রীলশ্রীযুত ইঙ্গলণ্ডাদ্যধিপতি গত জুলাই মাসের একাদশ দিবস বুধবারে প্রিবি কৌন্সেলে হিন্দুরদের স্ত্রীদাহবিষয়ে ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের ১৮২৯ সালের ৪ দিসেম্বরের আজ্ঞা গ্রাহ্য করিয়াছেন এবং এদেশের কএক জন হিন্দু যে পুনরায় স্ত্রীদাহ হয় এজন্য আবেদন লিপি প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহা গ্রাহ্য করেন নাই এজন্য স্ত্রীদাহ নিবারণের অনুরাগিরা শ্রীলশ্রীযুতের উপকার স্বীকারের কি কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেচনাজন্য ভবিষ্যৎ শনিবার ২৬ কার্ত্তিক ১০ নবেম্বর দুই প্রহর ছয় ঘণ্টা দিবার সময়ে যোড়াসাঁকোর ব্রাহ্ম্য-সমাজ গৃহে একত্র হইবেন অতএব এই আহ্বানলিপি প্রকাশে জানাইতেছি যে যাঁহারা স্ত্রীদাহ-

নিবারণে অনুরাগ করেন তাঁহারা উক্ত সময়ে ও দিবসে সাধারণগৃহ ব্রাহ্মসমাজে আগমন করিবেন ইতি ১২৩৯ সাল ২২ কার্ত্তিক।

শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ রায়।
শ্রীরমানাথ ঠাকুর।
শ্রীরাধাপ্রসাদ রায়।
টরষ্টীস।

## ধর্ম্মব্যবস্থা

( ২ এপ্রিল ১৮৩৬। ২২ চৈত্র ১২৪২ )

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয়সমীপেষু।—গৌড়দেশীয় পণ্ডিতগণস্য শ্রীশ্রীকাশীস্থ বুধগণসমীপে প্রণতস্য নিবেদনমিদং। নিম্নে লিখিত মদীয় প্রশ্ন কৃপাবলোকপূর্ব্বক স্মার্ত্ত বিধানসহ প্রমাণ ঋষিগণের নাম ও গ্রন্থের বচনসহিত প্রকাশিলে অতিবাধিত ও উপকৃত হইব। বর্ত্তমান ভারতবর্ষীয় রাজাধিরাজকর্ত্তৃক যদি বৈধ ধর্ম্মযাজি জাতীয় চতুর্ব্বিধ সকল অথবা উহারদিগের মধ্যে কাহারোপর তাঁহার আজ্ঞামত এমত দণ্ড নির্ণীত হইয়া ঐ চতুর্ব্বর্ণের মধ্যে যে২ ব্যক্তি দ্বীপান্তরে বহিত্র অর্থাৎ জাহাজআরোহণে উপদ্বীপে গমনকরণক ম্লেচ্ছস্পৃষ্ট শুষ্ক অথবা পক্কান্ন জল ভোজন ও পানে রত থাকনপূর্ব্বক গমন করিয়া ঐ উপদ্বীপে ম্লেচ্ছইত্যাদি বর্ণসঙ্করের স্পৃষ্ট উপরের নিবেদিত অন্নভোজী ক্রমশঃ সাত বৎসর থাকিয়া যদি ঐ চাতুর্ব্বর্ণিকের মধ্যে কেহ ভারতবর্ষৈকদেশে অর্থাৎ বাঙ্গালায় পুনরাগমন করে বিধ্যুক্ত প্রায়শ্চিত্তকরণক সে ব্যক্তি ঐ পাপহইতে মুক্ত হইতে পারে কি না যদিস্যাৎ স্বীয় পাপহইতে ত্রাণযুক্ত হয় তবে তাহার স্বজাতীয় বন্ধুগণ তাহাকে আপন মণ্ডলীতে পবিত্ররূপে স্বকীয় পংক্তিতে অর্থাৎ ভোজন ও বাসে গ্রহণ করিতে পারে কি না ইহার যথাশাস্ত্রসহ প্রমাণ বিজ্ঞানবাঞ্ছিত নিবেদনমিদং কস্যচিত স্মার্ত্তধর্ম্ম মর্ম্ম বিজ্ঞানাকাঙ্ক্ষিণঃ।

যথাবিধি প্রায়শ্চিত্তকরণে সর্ব্বেষামেব পাপানাং ক্ষয়ঃ। উদ্‌গচ্ছন্ যদ্বদাদিত্যস্তমঃ সর্ব্বং ব্যপোহতি। তদ্বৎ কল্যাণমাতিষ্ঠন্ সর্ব্বং পাপং ব্যপোহতি। পাপক্বেৎ পুরুষঃ কৃত্বা কল্যাণমভি-পদ্যতে। মুচ্যতে পাতকৈঃ সর্ব্বৈর্ম্মহাভ্রৈরিবচন্দ্রমাঃ। ইতি প্রায়শ্চিত্তবিবেক ধৃতাঙ্গিরোবচনাৎ কল্যাণং প্রায়শ্চিত্তমিতি ব্যাখ্যাতং। পাপক্ষয়েপি ন ব্যবহার্য্যঃ। প্রায়শ্চিত্তৈরপৈত্যেনোযদজ্ঞান-কৃতং ভবেৎ। কামতোব্যবহার্য্যস্ত বচনাদিহ জায়তে। ইতি প্রায়শ্চিত্ত তত্ত্বধৃত যাজ্ঞবল্ক্যবচনাৎ।

শ্রীরামকিশোর দেবশর্ম্মণঃ শ্রীহরনারায়ণ দেবশর্ম্মণঃ
শ্রীরামকানাই দেবশর্ম্মণাম শ্রীরামধন দেবশর্ম্মণঃ
শ্রীমহেশদত্ত পণ্ডিতস্য শ্রীরামমোহন দেবশর্ম্মণঃ
অত্রার্থে সর্ব্বেষাং সম্মতিঃ। শ্রীকাশীস্থ পণ্ডিতগণস্য।

কশ্চন কৃতাপরাধবিশেষো দণ্ডনার্থং দ্বীপান্তরং প্রাপিতো নৌকাযানে তত্র দ্বীপেচ সপ্তবর্ষং ম্লেচ্ছ সম্পর্কপূর্ব্বং শুষ্কান্ন পকান্নাশন সহাসন শয়নানি কৃতবান্ পুনশ্চ রাজাজ্ঞয়া স্বদেশং প্রাপ্ত এবম্বিধোজনঃ প্রায়শ্চিত্তার্হোন বা যদি তদর্হ স্তদা জাতীয়পংক্তি ভোজনাদ্যর্হো নবেতি পর্য্যনুযোগে উত্তরং তস্য পুরুষস্য বর্ষত্রয়াদূর্দ্ধং স্বচ্ছন্দং তথাচরণ স্থিতত্বেন তদ্বীপান্তরস্থ জনাচরণত্বেনচ প্রায়শ্চিত্তানর্হত্বেন জাতীয়সম্বন্ধপংক্তিভোজনাদি ব্যবহারানর্হত্ব মিতি সকল ধর্ম্মশাস্ত্রমতং। তথাচ মিতাক্ষরাধৃতাপস্তম্ব বচনং। উর্দ্ধ সম্বৎসরাৎকল্পাং প্রায়শ্চিত্তং দ্বিজোত্তমৈঃ সম্বৎসরৈস্ত্রিভিশ্চৈব তদ্ভাবং সনিগচ্ছতীতি এবং সতিপ্রায়শ্চিত্তৈরপৈত্যেন ইত্যাদিবচনানি নির্দ্দিষ্ট প্রায়শ্চিত্তবিষয়ানীতি সংক্ষেপ।

অত্রার্থে সম্মতিঃ পাণ্ডেয়পাহ্বেশ্বরদত্তশর্ম্ম পণ্ডিতস্য।
বদস্ত্যেনমর্থং নারায়ণ শাস্ত্রিণঃ।
সম্মতিরত্রার্থে বিঠল শাস্ত্রিণাং।
সমনুমত মস্মিন্নর্থে শুক্লোপাহ্বোমারাম শর্ম্ম পণ্ডিতৈঃ।
এতদর্থে জাতসম্মতিশ্চতুর্ব্বেদ হীরানন্দ শর্ম্ম পণ্ডিতঃ।
সম্মতিরেতদর্থে পুল্রোপাহ্বঃ কাশীনাথ শাস্ত্রিণঃ।
অত্রার্থে সম্মতিঃ শ্রীকৃষ্ণচরণ শর্ম্মণঃ।

( ৩০ জুলাই ১৮৩৬। ১৬ শ্রাবণ ১২৪৩ )

উদ্বন্ধনমৃত ব্যবস্থার ভাষা।—ক্রোধাদি হেতুক উদ্বন্ধনদ্বারা মৃত ব্যক্তির প্রায়শ্চিত্ত এবং দাহাদ্যৌর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া কিছুই নাই ক্রোধাৎ প্রায়ং বিষং বহ্নিং ইত্যাদি বচনদ্বারা তাহার পতিতত্ব অভিধান করিয়া পতিতানাং নদাহঃস্যাদিত্যাদি ব্রহ্মপুরাণে নিষেধ আছে। যদি বল অকৃত প্রায়শ্চিত্ত মৃত কুষ্ঠ্যাদির প্রায়শ্চিত্তের ন্যায় উদ্বন্ধন মৃত ব্যক্তিরও উদ্বন্ধন মরণোদ্যমের প্রায়শ্চিত্তের দ্বিগুণ অর্থাৎ চান্দ্রায়ণদ্বয়ব্রতানুকল্প পঞ্চচত্বারিংশৎ কার্ষাপণ দানরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া তদুত্তরাধিকারিরা দাহাদ্যৌর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া করুন। ইহা বক্তব্য নহে যেহেতুক উদ্বন্ধন মৃত ব্যক্তি পতিতত্বপ্রযুক্ত পঞ্চচত্বারিংশৎ কার্ষাপণদানরূপ প্রায়শ্চিত্ত সকল প্রকারেই অযুক্ত বরং পতিত প্রায়শ্চিত্ত আঙ্গিরসোক্ত যে ষড়ব্দপ্রাজাপত্যব্রত সেই উচিতের ন্যায় হয় কিন্তু সেও এই স্থলে সম্ভবে না যেহেতুক জীবনাবস্থাতে যাহার যে কর্ম্মে অধিকার থাকে সেই কর্ম্মেতেই তৎপুত্রাদি স্বয়ং প্রবর্ত্তন ন্যায় প্রতিনিধি হয়। এই স্থলে মরণদ্বারা পাতিত্য নিশ্চিত হইলে মৃত ব্যক্তির তৎপ্রায়শ্চিত্তকরণে অনধিকারপ্রযুক্ত স্বয়ং প্রবর্ত্তন ন্যায়ে উত্তরাধিকারির ও তৎকর্ম্মে অনধিকার এই হেতুক স্মার্ত্তভট্টাচার্য্য উদ্বাহতত্ত্বে কহিয়াছেন যে পিতা বিদেশে থাকিলে পুত্রাদির স্বয়ং প্রবৃত্ত ন্যায়ে প্রতিনিধিত্ব হয়। এবং মরণাদিদ্বারা পিতার অনধিকার হইলে পুত্রাদি আপন পিত্রাদির আভ্যুদয়িক করিবেন। ইহাতেই মৃত ব্যক্তির অনধিকার হেতুক পুত্রাদির স্বয়ং প্রবৃত্ত ন্যায়ে প্রতিনিধিত্ব নিরাকৃত হইয়াছে। অন্যথা অনধিকারি শূদ্রাদির পুরোহিত স্বয়ং প্রবৃত্ত ন্যায়ে প্রতিনিধি হইয়া অগ্নি হোত্রাদি যাগ করুন।

কিঞ্চ শাতাতপীয় কর্ম্মবিপাকে উদ্বন্ধনেন হিংস্রস্ত ইত্যাদি বচনদ্বারা হিংসাকে উদ্বন্ধন প্রযোজিকা কহিয়াছেন তাহাতে সকল হিংসাকে উদ্বন্ধন প্রযোজিকা কহা যায় না যেহেতুক রাজা রাজকুমারয় শ্চৌরেণ পশু হিংসক ইত্যাদি তাঁহার বচনে বিরোধ হয় অতএব হিংসা বিশেষকেই উদ্বন্ধনপ্রয়োজক অবশ্য বলিতে হইবেক তাহাতে ব্রহ্মপুরাণ বচনদ্বারা জলাগ্ন্যুদ্বন্ধন-মৃত কতকগুলির দাহাদি নিষেধ করিয়াছেন এবং কূর্ম্মপুরাণ বচনদ্বারা কতকগুলির দাহাদি বিধান আছে তাহাতে ঐ বিরোধ ভঞ্জনের নিমিত্ত উদ্বন্ধনপ্রযোজক হিংসা দুই প্রকার বলিতে হইবেক। তাহার মধ্যে ব্যাপাদয়ে দথাত্মানং স্বয়ং যোগ্ন্যদকাদি ভিরিত্যাদি বচনদ্বারা আত্মঘাতির উদ্বন্ধনপ্রযোজক জন্মান্তরীয় বহুতর গুণযুক্ত শরণাগতাদিবধরূপ গুরুতর পাতক অনুমান করিতে হইবেক অতএব স্বয়ং উদ্বন্ধন মৃত ব্যক্তির জন্মান্তরীণ তৎপাপক্ষয়ার্থে পুত্রাদিকর্তৃক প্রয়শ্চিত্ত কৃত হইলেও শরণাগতবাল স্ত্রীহিংসকান্ সংবসেন্নতু ইত্যাদি যাজ্ঞবল্ক্য-বচনবোধিত তাহার অব্যবহার্য্যত্ব প্রযুক্ত দাহের অযোগ্যতা হেতুক শ্রদ্ধাদি কিছুই নাই। অতএব কোন মুনি বা কোন প্রামাণিক সংগ্রহকার স্বয়ং উদ্বন্ধন মৃত ব্যক্তির দাহাদি ব্যবহার কহেন নাই এবং সকলদেশীয় পণ্ডিতগণের ব্যবহারও সেই প্রকার।

শ্রীনিমাইচন্দ্র শর্ম্মণাং। শ্রীগঙ্গাধর শর্ম্মণাং।
শ্রীশম্ভুচন্দ্র শর্ম্মণাং। শ্রীজয়গোপাল শর্ম্মণাং।
শ্রীরামচন্দ্র শর্ম্মণাং। শ্রীপ্রেমচন্দ্র শর্ম্মণাং।
শ্রীহরনাথ শর্ম্মণাং। সংস্কৃত পাঠশালাস্থ পণ্ডিতানাং।

## ধর্ম্মস্থান

( ১ মে ১৮৩০। ২০ বৈশাখ ১২৩৭ )

দ্বারকা।—দ্বারকা গুজরাট প্রদেশের সমুদ্রতটস্থ এক নগর তাহার শামিল একুশ গ্রাম আছে তাহাতে দুই হাজার পাঁচ শত যাটি ঘর এবং অনুমান তাহাতে প্রায় ১০ দশ হাজার লোক বাস করে। সেই স্থান এখন ওকানামক অধ্যক্ষেরদের মধ্যে যে মুলুমাণিক সম্যানি অতিশয় প্রবল তাহার দখলে আছে। ইং ১৮০৭ সালে তিনি ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের সহিত এই নিয়ম করেন যে আমি আপনার অধীনে কোন ব্যক্তিকে বোম্বেটিয়া গিরী করিতে দিব না এবং যে জাহাজ কোন উৎপাতে স্থগিত হয় তাহা আমি লুঠ করিব না। এবং ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট সেই মন্দিরের সুরক্ষণ করিতে সেই সময়ে অঙ্গীকার করিলেন।

অপর দ্বারকাতে কৃষ্ণের নিবাস করা প্রযুক্ত তাহা অতিশয় প্রসিদ্ধ হইয়াছে। জরাসন্ধ-কর্তৃক মথুরাহইতে তাড়িত হওনের পূর্ব্বে এবং পরেও তিনি সেথানে বহুকাল বাস করেন।

হিন্দুরদের মধ্যে যে শাস্ত্র অতিশয় প্রমাণ তাহাতে লিখিত আছে যে শ্রীকৃষ্ণের মরণের কএক দিবস পর ঐ স্থান সমুদ্রেতে লীন হইল তথাপি সে স্থান অদ্যাপিও অতিপবিত্র জ্ঞান করে এবং ১৫ সহস্র যাত্রি লোক সেই স্থানে প্রতিবৎসর উপস্থিত হয় এবং যাত্রিরদের দানের দ্বারা পূজারিরদের লক্ষ টাকা লাভ হয়।

৬০০ বৎসর হইল রঙ্করনামক কৃষ্ণের অতি মূল্যবান প্রতিমূর্ত্তি কেহ চুরি করিয়া গুজরাটের ঢাকুর নামক স্থানে স্থাপন করিল এবং অদ্যাপিও সেই স্থানে তাহা আছে। তাহাতে দ্বারকার ব্রাহ্মণেরা অন্য এক মূর্ত্তি দ্বারকাতে স্থাপন করিল কিন্তু ১৩০ বৎসর হইল সেই প্রতিমূর্ত্তিও চুরী করিয়া সঙ্কুদ্বারদ্বীপে কেহ লইয়া গেল অপর তাহার পরিবর্ত্তে দ্বারকার মন্দিরে অন্য এক মূর্ত্তি স্থাপন হইয়াছে।

যাত্রিরা দ্বারকাতে পঁহুছিলে গোমতী নামে এক পবিত্র নদীতে অবগাহন করে তাহার অনুমতিপ্রাপণার্থে দ্বারকার অধ্যক্ষকে প্রত্যেক জনের ৪।০ সওয়া চারি টাকা কিন্তু ব্রাহ্মণের ৩॥০ টাকা করিয়া দিতে হয়। এইরূপে শুচি হইলে যাত্রিরা মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করে এবং দান ধ্যান করে ও কতিপয় ব্রাহ্মণকে ভোজন করায়। অপর ঐ যাত্রিরা অরমরা স্থানে গমনপূর্ব্বক সেখানকার এক ব্রাহ্মণের দ্বারা একটা লৌহের চিহ্ন ধারণ করে ঐ চিহ্নেতে শঙ্খ ও চক্র ও পদ্ম মুদ্রিত আছে। সেই লৌহময় অঙ্কন তপ্ত করিয়া যে স্থানে মনে করে সেই স্থানে চিহ্ন লয় বিশেষতঃ বাহুতে প্রায় সর্ব্বদা বালকের গাত্রে সেই চিহ্ন দেওয়া যায়। যাত্রিরা কেবল যে আপনারদের নিমিত্তে চিহ্ন গ্রহণ করিতে পারে তাহা নয় কিন্তু আপন২ মিত্রেরদের পুণ্য জন্মিবার নিমিত্তেও গ্রহণ করে এবং তাহার পুণ্যভাগী ঐ২ মিত্র হয়। চিহ্ন লইতে ১।০ টাকা লাগে।

অপর যাত্রীরা নৌকারোহণপূর্ব্বক ভাট অর্থাৎ শঙ্কদ্বারদ্বীপে গমন করে সেখানে পঁহুছিলে ঐ দ্বীপের স্বামিকে ৫ টাকা কর প্রদান করে। তাহার পর দেবতাকে কোন উত্তম বস্ত্র দান করে এবং তাঁহাকে উত্তম বস্ত্রালঙ্কারাদির দ্বারা ভূষিত করে। সেই দ্বীপস্বামী ব্রাহ্মণ তিনি সেই নিবেদিত দ্রব্যসামগ্রী লইয়া যৎকিঞ্চিৎ টাকা গ্রহণপূর্ব্বক সেই বস্তু অন্য২ যাত্রিরদিগকে নিবেদন-করণার্থে প্রদান করেন এইরূপে একজনের হস্তহইতে অন্যের হস্তে যায় কিন্তু যত বার হস্তান্তর হয় তাহাতে পুরোহিতেরি লাভ।

( ৯ মে ১৮৩২। ২৮ বৈশাখ ১২৩৯ )

সংপ্রতিকার হরিদ্বারের মেলা। [ আমারদের নিজ পত্রপ্রেরকের স্থানে প্রাপ্ত এই সম্বাদ। ]

দ্বাদশ বৎসরান্তে এতদ্বর্ষে হরিদ্বারে যে কুম্ভ মেলা হয় তন্নিমিত্ত পূর্ব্বে অনেক আয়োজন হইয়াছিল বিশেষতঃ চারি ওখারার গোস্বামিরা এক বৎসর পূর্ব্বে তথায় সমাগত হইয়া আপনারদের নিশান প্রোথিত করিয়া এবং স্ব২ দেবমন্দিরে নানা অলঙ্কার বস্ত্রাদি প্রস্তুত করত পূজোপবেশনীয় স্থানসকল মেরামত করাইলেন এবং শত২ মোন সুজি ফুটকলাই ঘৃত লবণ কাষ্ঠ গুড় তণ্ডুল চিনি-

প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া রাখিলেন। বাণিজ্যকারিরা সুজি এবং অন্যান্য বিক্রেয় দ্রব্য সকল সংগ্রহ করিয়া রাখিল এবং তৎস্থাননিবাসি ব্যক্তিরদের যাহার যে ঘর ও স্থান ছিল তাহারা অগ্রেই তাহার ভাড়া দিল এবং ঐ সময়ে এক২ কুঠরীর ভাড়া ৪০ টাকা করিয়া এবং চতুরস্র দুই হাত স্থানের ভাড়া ২ টাকা করিয়া ভাড়াওয়ালারদের স্থানে লইতে লাগিল। যে সকল রাজা ও অন্যান্য ধনি ব্যক্তির তথায় যে বাড়ী ঘর ছিল পাছে কোন লোক সে সকল স্থান দখল না করে তাঁহারা দিন থাকিতে আপনারদের লোক প্রেরণ করিয়া তাহা আটক করিয়া রাখিলেন। পোলীসের আমলারা পূর্ব্বাবধিই সতর্ক ছিলেন এবং পোলীসের সাহায্যার্থে সৈন্যেরা রীতিক্রমে তথায় সমাগমন করিয়া কেহ২ নিজ হরিদ্বারে কেহ বা তাহার দুই ক্রোশ অন্তরে কংখালে ছাউনি করিয়া রহিলেন। তথায় স্নানকরণ সময়ে কি জানি লোকের রহটে চাপা পড়ে এই ভয়ে অনেক যাত্রী ফেব্রুআরি মাসে আসিয়া স্নান করিল এবং হোলির সময়ে অর্থাৎ মহাসংক্রান্তির এক মাস পূর্ব্বে প্রায় লক্ষ সংখ্যক যাত্রী স্নান করিয়া স্ব২ স্থানে প্রস্থান করিল বস্তুতঃ তৎপরদিবসঅবধি করিয়া প্রতিদিনই অপমৃত্যু ভয়ে হাজার দুই হাজার করিয়া যাত্রী স্নান করিয়া স্বস্বাবাসে যাইতে লাগিল। এই সকল যাত্রিকেরা স্নান করিয়া এতদ্রূপে প্রত্যহ প্রস্থানকরাতে সংক্রান্তির দিনে মেলার সময়ে অথবা তৎপরদিবসে তাদৃশ জনতা দৃষ্ট হইল না পূর্ব্ব২ বৎসরে আমি যেমন দেখিয়াছি তাহা স্মরণে এবং ঐ সকল স্থানভূমি শূন্য দৃষ্টে বোধ হয় যে তৎসময়ে লক্ষ লোকের অধিক ছিল না বরং তাহারো ন্যূন হইবে।

অপর নানা দেশহইতে যাত্রিরদের তথায় সমাগম সময়ে অতিসুশোভিত দর্শন হইতে লাগিল। কোম্পানি বাহাদুরের প্রদেশহইতে যাত্রিগণ যানবাহনে এবং সামান্য বসনভূষণ পরিধান করিয়া আগমন করিতে লাগিল। মাড়য়ারপ্রভৃতি অন্যান্য বিদেশাগত ব্যক্তিরদের যানবাহনাদি রেলের দ্বারা চতুর্দ্দিগে বেষ্টিত ছিল এবং মরুভূমিহইতে আগত ব্যক্তিরদের শকট চক্রের বহিস্থ হাড়ি সংজ্ঞক কাষ্ঠসকল দিগুণী কৃত ছিল এবং ঐ চক্রসকল পাখি রহিত। শীকেরা অশ্বারোহণে এবং তাঁহারদের সরদারেরা হস্ত্যারোহণে সমাগত হইলেন। এবং শত২ উষ্ট্রারোহণে মাড়য়ারদেশীয়েরদের পরিজনেরা আগত হইল এবং শত২ যোগির দল কেহ পদব্রজে কেহ বা অশ্বারোহণে এবং তাঁহারদের মহান্ত হস্ত্যারোহণে উপস্থিত হইলেন। পরে মহারাজ রণজিৎ সিংহের মোখ্‌তারকার রাজা ধ্যায়ন সিংহ ও রাজা যশঃসিংহ ও সদাসিংহ মহারাজের দরবারের পরিচ্ছদ পরিহিত হইয়া সৈন্যের বেশ ভূষা ও অস্ত্রধারণপূর্ব্বক আগত হইলেন। অপর বিকানীর রাজা ও তাঁহার ভ্রাতা অতিশয় বীর্য্যবন্ত রজপুত সওয়ারের সমভিব্যাহারে তথায় সমাগত হইয়া ব্রহ্মকুণ্ডে গমনপূর্ব্বক আপনারদের পিতৃ অস্থি গঙ্গায় সমর্পণ করিলেন। এতদ্ব্যতিরিক্ত এক গুপ্ত দান বিশেষতঃ এক বর্ত্তুলাকার ধাতুময় বস্তু অষ্টাঙ্গপ্রণিপাতপূর্ব্বক রাজা গঙ্গাজিকে সমর্পণ করিলেন। কথিত আছে যে ঐ মহারাজ কতিপয় অশ্ব এবং বহুসংখ্যক মুদ্রা ব্রাহ্মণেরদিগকে বিতরণ করিলেন। এবং রাজা ধ্যায়ন্ সিংহও বদান্যতা প্রকাশ করিয়া জনতার মধ্যে বহু মুদ্রা ছড়াইলেন এবং হস্তী অশ্ব শাল ও হরিপয়রির নিকটে তাঁহার যে এক বৃহদ্গৃহ ছিল তাহাও

ব্রাহ্মণেরদিগকে দান করিলেন। এতদ্বৎসরে ঐ স্থানে দান বিতরণ দশ লক্ষ টাকার ন্যূন নহে বরং প্রায় পঞ্চদশ লক্ষপর্য্যন্ত বোধ হয় ঐ দত্ত বস্তুপ্রভৃতি যে ব্যক্তির হস্তে পড়ে তাঁহারি থাকে সাধারণ পাণ্ডারদের মধ্যে অংশ হয় না প্রত্যেক পাণ্ডা আপন২ যজমানেরদের উপর নির্ভর রাখেন কিন্তু মধ্যে২ কোন মহা ধনি ব্যক্তি তাবৎ পাণ্ডারদিগকে ভোজনে নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহারদিগকে সাধারণে ২।৩।৪ শত টাকাপর্য্যন্ত দান করেন। অপর আচার্য্য উপাধিতে খ্যাত এক সংপ্রদায় ব্রাহ্মণ সেই স্থানে আছেন তাঁহারা নিয়ত হস্তে একটা২ চুপড়ি লইয়া প্রত্যেক যাত্রিরা নদী মধ্যে যে অস্থি নিক্ষেপ করে ঐ সকল অস্থি বালুকা ও মৃত্তিকাসমেত চুপড়ির মধ্যে তুলিয়া লন পরে প্রত্যেক দ্রব্য আঙ্গুল দিয়া২ দেখেন তাহাতে ঐ সকল অস্থি মৃত্তিকা ও ভস্মের মধ্যে কখন২ কোন চাকচিক্যবিশিষ্ট ধাতবীয় দ্রব্যও লাভ হয় তাহা সুরক্ষণার্থ তৎক্ষণাৎ মুখে নিক্ষেপ করিয়া তিন চারি ঘণ্টা রাখেন এবং তৎসময়ে জলের মধ্যে কোন লড্ডুকাদি নিক্ষিপ্ত হইলে তাহাও তুলিয়া লইয়া একেবারে গিলিয়া ফেলেন।

পূর্ব্ব২ বৎসরের কুম্ভমেলাতে গোস্বামি ও উদাসীনেরদের যুদ্ধে এবং লোকের চাপাচাপিতে যেমন লোক মারা পড়ে এবৎসরে তেমন নয়। ইহাতে গবর্ণমেণ্টের অত্যন্ত প্রশংসা হইয়াছে যেহেতুক শ্রীলশ্রীযুক্ত লার্ড উলিয়ম বেণ্টীঙ্ক সাহেব সেই স্থানের ঘাট অতিপ্রশস্ত করিয়া একটা পাকা রাস্তা করিয়া দেন এবং শ্রীযুত মাজিস্ট্রেট সাহেব অতিসুবিবেচনাপূর্ব্বক শাস্ত্রধারি ঐ গোস্বামিপ্রভৃতির অস্ত্রশস্ত্রসকল কাড়িয়া লইলেন এবং তাঁহারদের দল রাস্তার মধ্যে কিম্বা ঘাটে না মিশিতে পারে এমত অনেক উদ্যোগ করিয়াছিলেন। এই বৎসরে চুরীও অনেক হয় নাই। অনুমান হয় সাত স্থানে অগ্নি লাগে…। ঐ অগ্নি…যাত্রিকের খড়ুয়া ঘরসকলে ও ব্যবসায়িরদের দোকান ঘরে লাগিল এবং তিন দিবসপর্য্যন্তও নির্ব্বাণ হইল না। কথিত আছে যে তৎসময়ে ১২৫০০০ টাকার জিনিস দগ্ধ হয়।…

পূর্ব্ব২ বৎসরের মত এ বৎসরে বাণিজ্যের কর্ম্ম হইল না অত্যল্প অশ্ব ও শাল তথায় বিক্রয়ার্থ আসিয়াছিল। এবং পর্ব্বতীয় লবণ কিছুমাত্র দৃষ্ট হইল না যেহেতুক রণজিৎ সিংহ তথাহইতে রফ্‌তানী করিতে নিষেধ করিয়াছেন এবং যদি কেহ রফ্‌তানী করে তবে তাহার তাবৎ সম্পত্তি ক্রোক করিতে হুকুম করিয়াছেন। নির্ভাঁজ ও মিশ্রিত হিঙ্গু অতিশয় বাহুল্যরূপে তথায় আসিয়া কতক বারআনা করিয়া ও কতক ৫ টাকা করিয়া শের বিক্রয় হইল।

ঐ স্থানে শালব মিসরির অধিক আমদানী হয় নাই কিন্তু কাবোল দেশহইতে অতিশুষ্ক ফল অনেক আসিয়াছিল সকলের অপেক্ষা ছিল যে যাত্রিকেরা সেই স্থানে কিছুকাল অবস্থিতি করিবে কিন্তু তাহারা মেলা সমাপ্ত না হইতেই যে তথাহইতে চলিয়া যাইবে ইহা কেহ অনুভব না করিয়া প্রয়োজনাতিরিক্তরূপে তাবদ্দ্রব্য সামগ্রী বাজারে আনিয়াছিল তাহাতে সুজি এবং অন্যান্য খাদ্য দ্রব্য যে অতিশয় সুমূল্যে বিক্রয় হয় তৎপ্রযুক্ত কোন অনাটন হইল না এবং উপযুক্তমত টাকায় পয়সাও বিক্রয় হইল।

অপর মেলাতে আগত নানা যাত্রিকেরা উচ্চৈঃস্বরে গবর্ণমেণ্টের প্রতি শত২ ধন্যবাদ করিয়া কহিতে লাগিল যে ধন্য তেরা রাজ্ব। তেরারাজ যুগ২ রহে। কেসা চাইনকা কুম্ভ করায়া। কলিযুগমে সত্যযুগ বরতায়া। পরে যাত্রিকেরা নূতন রাস্তা দিয়া যাইতে২ দেখিতে লাগিল যে গবর্ণমেণ্ট চল্লিশ হাত উচ্চ এবং পোনের হাত প্রশস্ত ও তেত্রিশ শত হাত দীর্ঘ এমত এক পর্ব্বত সমভূমি করিয়াছেন এবং তাহারা অতিপ্রশস্ত পয়রি অর্থাৎ ঘাটের সোপানে নামিয়া ও মনুষ্যের চাপাচাপি কিম্বা লাঠি বা তলওয়ার বা আভরণহারিরদের বিষয়ে ভয় না করিয়া যেমন স্বচ্ছন্দে স্নানাদি কর্ম্ম করিয়া ফিরিয়া আগত হইল তেমনি শত২ উপরিউক্ত ধন্যবাদ করিতে লাগিল। ঐ অলঙ্কার হারকেরা ইহার পুর্ব্বে যাত্রিকেরদের নাসিকা ও কর্ণহইতে অলঙ্কার আকর্ষণ করিয়া সেই স্থানে একেবারে রক্তময় করিত কিন্তু এইক্ষণে যাত্রিকেরা তাবৎ কর্ম্মকরত নির্ব্বিঘ্নে গমনাগমন করিয়াছে।

অপর নিরঞ্জনি নাগা ও গোস্বামিগণ যেরূপ সমারোহে ব্রহ্মকুণ্ডে যাত্রা করিলেন সে অতিসুদৃশ্য বিশেষতঃ আড়াই শত বা তিন শত এককালে যাত্রা করে এবং তাঁহারদের অগ্রে দুই জন কৃত্রিম যোদ্ধা তলবার ভাঁজিতে২ চলিল এবং তৎপরে দুই জন লাঠিয়ারা এবং তদনন্তর জরীকা নিশান অর্থাৎ সোণার ফুলযুক্ত পতাকাধারী তৎপরে দুই জন উচ্চীকরণপূর্ব্বক অতিসুশোভিত দুইটা বর্শাধারণ করিয়া চলিল অনুমান হয় যে ঐ বর্শা তাহারদের আরাধনীয় হইবে। বর্শাধারিরদের পরে তাহারদের দলের মহান্ত চলিলেন পরে তুরীওয়ালারা এবং অশ্বোপরি নানা ঢোল এবং হস্ত্যপরি করতালসকল ও বৃহৎ ঢক্কা তদনন্তর নাগাগণ পাঁচ ছয় হস্ত্যারোহণে চলিলেন এবং মধ্যে২ রেশমের অতিবৃহৎ পতাকা দৃষ্ট হইতে লাগিল। ঘাটে পঁহুছিলে জন পঞ্চাশেক স্নানার্থ জলে অবতরিত হইয়া আরাধনীয় ঐ বর্শার শোভক আভরণ বস্ত্রাদি খুলিয়া তাহা স্নান করাইল অনন্তর ঐ বর্শা পূর্ব্ববৎ আভরণ বস্ত্রাদি পরিধান করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় জাঁকজমক পূর্ব্বক প্রত্যাগমন করিল। এই বৎসরে গোস্বামিরদের সর্ব্বনাথনামক এক জন একটা মন্দির গ্রথিত করিয়া উৎসর্গ করিয়াছেন কথিত আছে যে তাহাতে দুই লক্ষ টাকা তাঁহার ব্যয় হইয়াছে। মেলার সময়ে প্রতিদিনই কএক সপ্তাহপর্য্যন্ত একটা সদাব্রত ছিল তাহাতে প্রত্যহ বিংশতি মোন সুজির ন্যূন ব্যয় হইত না।

( ১৬ মে ১৮৩২। ৪ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৯ )

হরিদ্বারের ঘাট।—গত সপ্তাহে হরিদ্বারের মেলাবিষয়ে আমরা এক জন পত্রপ্রেরকের পত্র প্রকাশ করিয়াছি। তিনি লিখেন যে সেখানকার নূতন ঘাট এবং উত্তম রাস্তা শ্রীশ্রীযুত লার্ড উলিয়ম বেণ্টীঙ্ক সাহেবের আজ্ঞাতে নির্ম্মিত কিন্তু ইণ্ডিয়া গেজেটে লেখে যে তাহা শ্রীশ্রীযুত লার্ড আমহার্ষ্টের আজ্ঞাতে এবং কলিকাতা কুড়িয়র পত্রে লেখে যে শ্রীশ্রীযুত লার্ড হেষ্টিংশ সাহেবের অনুমতিতে হয়। অতএব আমরা বোধ করি যে প্রথমতঃ শ্রীশ্রীযুত লার্ড

হেষ্টিংশ সাহেবকর্ত্তৃক এই সকল কর্ম্ম আরম্ভ হয় পরে শ্রীশ্রীযুত লার্ড আমহার্ষ্ট সাহেব তাহা চালান্ অনন্তর বর্ত্তমান দেশাধিপতিকর্ত্তৃক তাহার সমাপ্তি হইয়াছে।

( ১৬ মে ১৮৩২ । ৪ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৯ )

হরিদ্বারের বিবরণ।—[ আমারদের নিজ পত্রপ্রেরকের স্থানে ইহা প্রাপ্ত। ]

হরিদ্বার দিল্লীর উত্তর পূর্ব্ব অনুমান চল্লিশ ক্রোশ এবং হিন্দুরদের তীর্থ স্থানের মধ্যে অতিপ্রসিদ্ধ তীর্থ। যে দেশে হিন্দুর ধর্ম্ম অতিপ্রবল অথবা যে দেশে হিন্দু শাস্ত্রের যৎকিঞ্চিন্মাত্র মান্যতা আছে এই উভয় প্রকার দেশহইতেই প্রতিবৎসর সহস্র২ লোক ঐ তীর্থে আগমন করে। এবং আবাল বৃদ্ধবনিতা স্তন্যপায়ী ও মুমূর্ষু সাধারণ সকলেই আসিয়া তথায় স্নান এবং মৃত পূর্ব্বপুরুষেরদের অস্থি ও ভস্মাদি গঙ্গাতে সমর্পণ করে। হরিদ্বারে যে কেবল গঙ্গাই তীর্থ এমত নহে কিন্তু গঙ্গার পশ্চিম তীরে অতিপবিত্র জ্ঞান করিয়া যে স্থানে ব্রহ্মা উপবিষ্ট হইয়া ধ্যান পূজাদি করিয়াছিলেন। সেই স্থান ব্রহ্মকুণ্ড বলিয়া খ্যাত। অন্যান্য ঘাট অপেক্ষা সেই স্থানের যে কিছু বৈলক্ষণ্য আছে বোধ হয় না কিন্তু সেই স্থান অতিপবিত্র। ঐ ব্রহ্মকুণ্ডে ও তৎসন্নিহিত স্থানে যে অস্থি ভস্মাদি যাত্রিকেরা সমর্পণার্থ পুটুলি করিয়া আনয়ন করে তাহা ক্ষুদ্র এক টুকরা স্বর্ণ কিম্বা রৌপ্যের সঙ্গে একত্র করিয়া সমর্পণপূর্ব্বক তথায় স্নানাদি করে।

ব্রহ্মা যে স্থানে পূজাদি করিয়াছিলেন কথিত আছে তৎস্থানব্যতিরেকেও হরিদ্বারের পথের মধ্যে অন্যান্য অনেক তীর্থ আছে বিশেষতঃ যে হরিদ্বারকে কৈলাসদ্বার অথচ মায়াপুরী কহে ঐ হরিদ্বারসমেত পঞ্চবিংশতি সংখ্যক তীর্থ আছে সে সকল স্থানেই যাত্রিকেরা গমন করিয়া থাকে ঐ সকল তীর্থ বার ক্রোশ ব্যাপিয়া পর্ব্বতোপরি কোন তীর্থ বা কোন তীর্থ উপত্যকা ভূমিতে। ঐ তীর্থসকলের নাম তপোবন হৃষীকেশ কুব্জামার ত্রিবেণী বীরভদ্র ভীমকুণ্ড সূর্য্যকুণ্ড লক্ষণকুণ্ড সীতাকুণ্ড ব্রহ্মকুণ্ড স্বর্গদ্বার গৌঘাট কুশাবর্ত্ত নীল পর্ব্বত চন্দ্রিকা কনখল দক্ষেশ্বর গণেশঘাট নারায়ণশিলা গৌরীকুণ্ড তিলভাণ্ডেশ্বর রাজরাজেশ্বর শাখেশ্বর হরিকাচরণ নীলেশ্বর। এই সকল স্থানের মধ্যে চারি পুষ্করিণী ও চারি দেবালয় অবশিষ্টসকল হরিদ্বারের দিগে গঙ্গার পশ্চিম তটস্থ ঘাট। জ্বালাপুরনামক অতিক্ষুদ্র যে গ্রাম তাহাতে ব্রাহ্মণের বসতি আছে সেই স্থানঅবধিই হরিদ্বারের সীমারম্ভ তাহা প্রকৃত স্থানহইতে চারি ক্রোশ তথা হইতে প্রধান সড়কের উভয় পার্শ্বে আম্র এবং অন্যান্য ফল ফুলের ছোট বড় নানা জাতীয় বৃক্ষ আছে এবং যে স্থানে এবম্বিধ বন নাই সেই স্থান গঙ্গার দক্ষিণ তীরে বৃহৎ২ মাঠসকল এবং তাহার বাম তীরে শস্যাদি ক্ষেত্রসকল পর্ব্বতের নিম্নভাগপর্য্যন্ত। সেই স্থানঅবধিকরিয়াই পর্ব্বত শ্রেণীর আরম্ভ। জ্বালাপুরহইতে দুই ক্রোশ অন্তরে অর্থাৎ ঐ স্থান ও হরিদ্বারের মধ্যবর্ত্তিস্থানে কনখল নগর আছে সে অতি বাণিজ্যের স্থান এবং তথায় রাজাসকল এবং গঙ্গাভক্ত ব্যক্তিরা প্রস্তর ও ইষ্টকনির্ম্মিত অতিসুন্দর বৃহৎ২ দুই তিন তালার অট্টালিকাসমূহ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। পর্ব্বতীয় স্রোতঃ স্থানের শুষ্ক ভূমিতে অতিবাহুল্যরূপে চূণে পাতর প্রাপ্ত হওয়ায় এবং তথাকার ভাটিতে অতিশুভ্র অথচ

অতিতীক্ষ্ণ চূণ প্রস্তুত হয় তাহার পর দক্ষিণ দিগে ক্ষুদ্র একটা পথ আছে তাহার উভয় পার্শ্বে নাগাসন্ন্যাসিরদের ওখারা অর্থাৎ উপবেশনীয় আসন ঐ সকল নাগাসন্ন্যাসিরা একপ্রকার দিগম্বর যোগী এবং সেই স্থানে তাঁহারদিগের একং জনের একং দেবালয় আছে তাঁহারা সহস্রং জন ছয় অথবা বার বৎসর অন্তরে তথায় আগমন করিয়া প্রত্যেক জন একং পতাকা উত্থাপিত করেন ঐ ক্ষুদ্র পথ নদীর পশ্চিমতীর দিয়া কিন্তু প্রধান পথ ক্ষুদ্র পর্ব্বত-দিয়া যায় তাহার একপার্শ্বে শস্য ক্ষেত্রসকল অন্য পার্শ্বে নানা বৃক্ষের বন। ঐ বর্ত্মের সীমান্তে গঙ্গা দেখা যায় তৎস্থানীয় গঙ্গার উভয় পার্শ্বে দুই শ্রেণী ক্ষুদ্র পর্ব্বত আছে এবং উপত্যকাভূমি আয়তনে দুই ক্রোশ দীর্ঘে চারি পাঁচ ক্রোশ তাহার মধ্যস্থানে বালুকা ও প্রস্তরময় একটা চড়া পড়িয়াছে ঐ চড়া বৃহৎং বৃক্ষেতে সমাকীর্ণ তাহাতেই তত্রস্থা গঙ্গা দ্বিধাবিভক্তা হন হরিদ্বারের দিগে পশ্চিমের প্রবাহের নাম গঙ্গাজী এবং পূর্ব্ব দিগের স্রোত নীল পর্ব্বতের তলদিয়া বহে তাহার নাম নীলধারা। ঐ স্থানীয় প্রবাহ বড় চৌড়া ও গম্ভীর নয় কিন্তু অতিশয় স্রোত পরন্ত নীলধারাতে শঙ্কাও আছে কোনং স্থানে পর্ব্বতের অতিসন্নিহিত তলদিয়া স্রোত বহে অন্যান্য স্থানে গঙ্গা ও পর্ব্বতের অন্তরাল কিঞ্চিৎং ভূমি আছে তাহা বনেতে আবৃত বা কৃষির নিমিত্ত প্রস্তুত। এমত এক স্থানে গঙ্গার পশ্চিম তটে হরিদ্বার নগর গ্রথিত ঐ নগর বৃহৎং সুদৃশ্য অট্টালিকা শ্রেণী ও বাজারসমেত দীর্ঘে প্রায় আধ ক্রোশ এবং নূতন রাস্তা লইয়া অনুমান এক পোয়া ভূমি চৌড়া। ঐ মহোপকারক পথ শ্রীলশ্রীযুত লার্ড উলিয়ম বেণ্টীঙ্ক সাহেবের আজ্ঞাতে প্রস্তুত হয় এবং যে স্থানে কনখলের রাস্তা বন্দ হয় সেই স্থানঅবধি এই রাস্তার আরম্ভ তাহা চৌড়ায় বিংশতি হাত দীর্ঘে প্রায় এক ক্রোশ। হরিকা পয়রি অর্থাৎ হরিপাদচিহ্নিত স্নানঘাটপর্য্যন্ত ঐ রাস্তা গিয়াছে ঐ রাস্তা প্রস্তুতকরণার্থ চল্লিশ হাত উচ্চ পর্ব্বতের শতং হাতপর্য্যন্ত কাটা গিয়াছে। ঐ পর্ব্বত বালুকাময় প্রস্তর এবং একপ্রকার রক্তবর্ণ মৃত্তিকাঘটিত এবং ছোট বড় নানা জাতীয় বৃক্ষেতে আবৃত হরিপয়রি ঘাটপর্য্যন্ত আগত ঐ রাস্তা ১৮২০ সালের পর যে নূতন রাস্তা হইয়াছে তাহার সঙ্গে মেলে। এবং দেরাধুন শ্রীনগর কেদার ভদ্রী ও সীমলার রাস্তার সঙ্গে মেলে। তথাকার পর্ব্বতসকল অত্যুত্তম সুদৃশ্য বৃক্ষেতে সমাকীর্ণ এবং তাহাতে বৃহৎং কাষ্ঠ ও জালানি কাষ্ঠ এবং কয়লা বেত্র নলপ্রভৃতি এবং পশ্বাদির ভক্ষণীয় একপ্রকার শুষ্ক তৃণ ও গৃহ নির্ম্মাণকরণোপযুক্ত বাঁশ ও খড় জন্মে। এ সকল গবর্ণমেণ্ট ইজারায় দিয়াছেন। হরিদ্বারে সামান্যতঃ কতক বণিক হালুইকর পশারি শরাফ কংসবণিকপ্রভৃতি বাস করে তদ্ভিন্ন কতক গোস্বামিরা তথায় থাকিয়া পর্ব্বতজাত দ্রব্যাদি লইয়া বাণিজ্য করেন। দেরাধুনে তণ্ডুল গাছমরিচ হরিদ্রা আর্দ্রকপ্রভৃতি জন্মে এই সকল দ্রব্য ধুনুনিবাসি ও বৈদ্যনাথ পর্ব্বত নিবাসি লোকেরা আনয়ন করিয়া লবণের পরিবর্ত্তে দেয়। হরিদ্বারে বর্ষাকাল অতি-অস্বাস্থ্যজনক হয় তৎকালে গমন করিলেই লোকসকল জর শোথ উদরভঙ্গপ্রভৃতি রোগগ্রস্ত হয়। মেলার সময় অর্থাৎ মার্চ আপ্রিল মাসে কালগতিকের কিছু নিশ্চয় নাই কখন অতিশয় গ্রীষ্ম কখন বা অসহ্য শীত এবং কখন বা অতিশয় ঝড় ও বৃষ্টি এবং মধ্যেং শিলাবৃষ্টিও হয়।

( ৮ সেপ্টেম্বর ১৮৩২ । ২৫ ভাদ্র ১২৩৯ )

ভাস্কর পুষ্কর।—কাশীর অন্তর্গত দক্ষিণখণ্ডে প্রভাস ও পুষ্কর নামে দুই মহাতীর্থ আছেন বর্ষাকালে প্রায় ৩০ হস্ত পরিমাণে অলক নন্দার জল বৃদ্ধি হইয়া অসিসঙ্গমের বর্ত্ম দিয়া ঐ দুই তীর্থের সহিত প্রবাহপূর্ব্বক সংমিলন হইলে মহা২ যোগ হয় তাহাকে এদেশের লোক ভাস্কর পুষ্কর কহিয়া থাকেন তাহা ২৪ শ্রাবণাবধি ২ ভাদ্রপর্য্যন্ত। ঐ কয় তীর্থের মেলা হইয়াছিল পরে জলের হ্রাস হইতেছে এবিধায় তথায় প্রায় কাশীবাসীমাত্রেই এবং নানা দিগ্‌দেশীয় লোকে আসিয়া স্নান তর্পণ ও দর্শন স্পর্শন করিয়াছেন। প্রভাস ও পুষ্কর তীর্থে স্নানাদি করিলে যাদৃশ ফল জন্মে তাহার অনন্ত গুণ ফল উক্ত রূপ ভাগীরথীর মেলনে স্নানাদি করিলে হয় দ্বিতীয় বারাণসী ক্ষেত্র তৃতীয় অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি উত্তরবাহিনী গঙ্গা চতুর্থ কাশীতে ত্রিলোকের তাবৎ তীর্থ সম্পূর্ণরূপে বিরাজমান অতএব কাশীর সদৃশ স্থান স্বর্গ মর্ত্য পাতালে নাই তথায় সৎকর্ম্ম করিলে কীদৃশ ফল জন্মে তাহা ভগবান্ শিবই কহিতে পারেন নচেৎ সাধ্য কার।

( ৮ সেপ্টেম্বর ১৮৩২। ২৫ ভাদ্র ১২৩৯ )

ইন্দ্রদ্যুম্ন।—কাশীহইতে শ্রীযুত বাবু ব্রজমোহন সিংহ চৌধুরীর পত্রের দ্বারা অবগতি হইল অবিমুক্ত বারাণসীক্ষেত্রে মণিকর্ণিকার তীরে সূর্য্যবংশজাত অযোধ্যাপতি রাজচক্রবর্ত্তি রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নকর্তৃক এক শিব স্থাপন দেদীপ্যমান রহিয়াছেন। তিনি ইন্দ্রদ্যুম্নেশ্বরনামে বিশ্বসংসারে বিখ্যাত। জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসে গঙ্গার জল অতিনিম্নভাগে প্রবাহবিশিষ্ট হন বর্ষাকালে তথাহইতে ৩২ দ্বাত্রিংশৎ হস্তপরিমাণে উর্দ্ধে জলবৃদ্ধি না হইলে উক্ত ইন্দ্রদ্যুম্নেশ্বরের গাত্রে জলস্পর্শ হয় না এ বৎসর ক্রমেতে লিখিত পরিমাণে জলবৃদ্ধি হইয়া ২৭ শ্রাবণ শুক্রবারে ইন্দ্রদ্যুম্নেশ্বর জলমগ্ন হইয়া ২ ভাদ্রপর্য্যন্ত জলমগ্ন ছিলেন এইরূপ ইন্দ্রদ্যুম্নেশ্বর যৎকালীন হন তৎকালীন তাবৎ কাশীবাসী পুণ্যশীল আবালবৃদ্ধবনিতা তথায় উপনীত হইয়া আপনাকে ধন্য বোধ করিয়া স্নান করেন যে ব্যক্তি অতি ভক্তিপূর্ব্বক সংযত হইয়া সঙ্কল্প করিয়া স্নান তর্পণ পূজা সমাপনান্তে ঐ জলমগ্ন ভগবান্ ইন্দ্রদ্যুম্নেশ্বরকে প্রদক্ষিণ করেন তাঁহাকে আর ভবে আসিতে হয় না কিন্তু প্রদক্ষিণকরা অতিসুকঠিন কারণ ঐ ইন্দ্রদ্যুম্নেশ্বরের বেদির উপরিভাগে সুরতরঙ্গিণীর অতিবেগবান্ তরঙ্গ বহিতে থাকে অধিকন্তু তন্মধ্যে ক্ষণে২ জলের হ্রাস বৃদ্ধিও হয় এবং বেদির নিম্নভাগে অগাধজল প্রদক্ষিণকালে চরণ বিচলিত হইলে এককালে গভীরজলে নিমগ্ন হইতে হয়। অতিবলবান্ এবং সন্তরণে যে ব্যক্তি সুনিপুণ তিনিই ইন্দ্রদ্যুম্নেশ্বর সঙ্গমে সম্যকরূপে ফলভাগী হইতে পারেন।

( ১৫ সেপ্টেম্বর ১৮৩২। ১ আশ্বিন ১২৩৯ )

জলবৃদ্ধি।—গঙ্গার সহিত প্রভাস ও পুষ্করের মেলন প্রতিবৎসর হয় না ৪।৫ বৎসরের পর অপর পক্ষের সময়ে হয় ইন্দ্রদ্যুম্নও ঐরূপ। সন ১২৩০ সালের ১৩ আশ্বিনে গৌড়মণ্ডলে

অতিশয় জলপ্লাবন হইয়াছিল কিন্তু সে বৎসর কাশীতে ভাস্কর পুষ্কর ও ইন্দ্রদ্যুম্ন হয় নাই পরে ৩৪ সালে ইন্দ্রদ্যুম্ন ও ভাস্কর পুষ্কর হইয়াছিল আর এ বৎসর হইয়াছে এমতে অতি প্রাচীন কাশীবাসী যাঁহারা জীবিত আছেন এবংপ্রকার শ্রাবণ মাসে জল বৃদ্ধি দেখিয়া তাঁহারা অনুমান করেন যে পুনর্ব্বার অপর পক্ষের সময়ে ইন্দ্রদ্যুম্ন হইবেক এবং যেরূপ জলবৃদ্ধি শ্রাবণ মাসে হইয়াছে ইহাপেক্ষা যদ্যপি অপর পক্ষ সময়ে আরবার ৭।৮ হস্ত পরিমাণে জল বৃদ্ধি হয় তবে মৎস্যোদরী হইবার সম্ভাবনা অর্থাৎ কাশীর দক্ষিণ খণ্ডে বটুক ভৈরব বৈদ্যনাথের কিঞ্চিৎ পশ্চিমাংশে মৎস্যোদরী নামে এক তীর্থকুণ্ড আছেন তাহাতে গঙ্গার জল গমন করিলেই মৎস্যোদরী হয় কেহ২ কহেন গঙ্গার জল কাশীর পঞ্চ ক্রোশ বেষ্টন করিলে মৎস্যোদরী হয় যাহা হউক ইহার একমত হইলেই উভয় মতের সংস্থাপনের সম্ভাবনা যদ্যপিও এ মহাপুণ্যজনক বিষয় বটে তত্রাপি বিশ্বেশ্বর না করেন যে এমত দুর্ঘট ঘটনা না ঘটে কেন না ৮০ বৎসর গত হইল একবার মৎস্যোদরী হইয়াছিল তাহাতে কাশীবাসিরা বিষম বিদশাপন্ন হইয়াছিলেন এই ইন্দ্রদ্যুম্ন হওয়াতেই দশাশ্বমেধের ঘাটের সমীপে গোদাবরীর পুলের উপর দুই হাত জল উঠিয়াছিল এবং ঐ পুলের কিঞ্চিৎ উত্তরাংশে ভূতেশ্বর শিবের বেদীর নীচে যে পথ তাহাও জল প্লাবনে ৭ দিবস রুদ্ধ হইয়াছিল।

( ১৫ সেপ্টেম্বর ১৮৩২। ১ আশ্বিন ১২৩৯ )

কুরুক্ষেত্র।—গত ১২ ভাদ্রের পত্রে বোধিত হইল পূর্ব্বাপেক্ষা দুই হাত জলবৃদ্ধি হইয়া পূর্ব্ববৎ ইন্দ্রদ্যুম্ন ও ভাস্কর পুষ্কর হইয়াছে অধিকন্তু কাশীর দক্ষিণ খণ্ডে দুর্গাবাড়ীর ঈশান ভাগে কুরুক্ষেত্র নামে তীর্থ কুণ্ড রহিয়াছেন ঐ কুণ্ডে জাহ্নবীর জল আসিয়া পরিপূর্ণ হইলে মহা২ যোগ হয় কিন্তু বহুদিবস এরূপ সংমেলন হয় নাই কারণ ঐ কুরুক্ষেত্রের সমীপে শ্রীমন্ত মহারাজাধিরাজ অমৃত রাও ভাও পেসোয়া বাহাদুরের সৈন্য থাকিত। কুরুক্ষেত্রের সহিত গঙ্গার মেলন কালে ঐ স্থানের চতুর্দিক জলাকীর্ণা হইয়া রাজসেনারদিগের আশ্রম পীড়া জন্মাইত একারণ উক্ত শ্রীমন্ত মহারাজ ঐ জল আসিবার প্রবল যে নল ছিল তাহা রোধ করিয়াছিলেন তদবধি কুরুক্ষেত্র হয় নাই এবৎসর ১০ ভাদ্রের রাত্রিযোগে জলের বেগে ঐ নলের প্রস্তর ছুটিয়া গঙ্গা আসিয়াছেন ইতি।—চন্দ্রিকা

## ধৰ্ম্মসভা

( ১৭ এপ্রিল ১৮৩০। ৬ বৈশাখ ১২৩৭ )

ধৰ্ম্মসভাধ্যক্ষদিগের অষ্টম বৈঠক।—গত ২৩ চৈত্র রবিবার বৈকালে বটতলার গলিতে বাবু কাশীনাথ মল্লিকের দরুন বাসাবাটীতে অধ্যক্ষদিগের বৈঠক হইয়াছিল ঐ বৈঠকের স্থুল বিবরণ প্রথমতঃ সম্পাদককর্তৃক গত বৈঠকের বিবরণ পঠিত হইল পরে প্রশ্ন হইল সতীর পক্ষ যে আরজী বিলাত পাঠাইতে হইবেক তাহাতে কাহারো কিছু বক্তব্য আছে কি না

উত্তর উত্তম হইয়াছে কোন প্রধান ইঙ্গরেজের নিকট ইহা সংশোধনার্থ প্রেরণ কর্ত্তব্য। শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেব সে ভার গ্রহণ করিলেন।

যাহার দ্বারা আরজী প্রেরিত হইবেক সে লোকের বিবেচনা নিমিত্ত শ্রীযুত বাবু কাশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেব শ্রীযুত বাবু গোকুলনাথ মল্লিক শ্রীযুত বাবু আশুতোষ দেব শ্রীযুত বাবু শিবচন্দ্র দাস ও শ্রীযুত বাবু তারিণীচরণ মিত্র এই ছয় জন বিবেচক স্থির হইলেন তাঁহারা কোন দিবস শ্রীযুত বাবু গোপীমোহন দেবের বাটীতে বৈঠককরত লোক বিবেচনা করিয়া স্থির করিবেন।

চাঁদার টাকা আদায়ের ফর্দ্দ দর্শান গেল যাঁহারদিগের নিকট অদ্যাপি টাকা পাওয়া যায় নাই তাঁহারদের নাম ঐ দিবসের সভায় উল্লেখ করিতে নিষেধ হইল আগামিতে শুনিবেন। চাঁদার নিমিত্ত যে কএকখান বহি পরে প্রস্তুত হইয়াছিল ঐ সভায় উপস্থিত করাতে শ্রীযুত বাবু কাশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ২ খান শ্রীযুত বাবু শম্ভূচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১ খান শ্রীযুত বাবু বৈষ্ণবদাস মল্লিক ১ খান বহি লইয়া কহিলেন আমারদিগের অনেক আত্মীয় স্বজনগণের ইহাতে স্বাক্ষর হয় নাই তাঁহারদিগের স্বাক্ষরাঙ্কিত করাইব।

অপর শ্রীযুত হরনাথ তর্কভূষণ ভট্টাচার্য্যকর্তৃক সহমরণ মীমাংসাপত্র পূর্ব্বে সংক্ষেপরূপে প্রস্তুত হইয়াছিল পরে তাদৃশ মীমাংসাপত্র ভূরি প্রমাণদ্বারা প্রস্তুত হইয়াছে তাহা সমাজে অর্পণ করিলেন। সম্পাদকের নিকট রাখিতে অনুমতি হইল প্রয়োজনমতে দিবেন সতী-সংহিতানামক গ্রন্থ সংগ্রহকারকের প্রেরিতপত্র পাঠে তাঁহাকে সভার আহ্বানের অনুমতি হইল পরে নানাস্থানহইতে যে সকল পত্র আসিয়াছিল তাহাশ্রবণে সদুত্তর লিখিতে অনুমতি হইল। সম্পাদকের শেষ প্রশ্ন নিয়ম হইয়াছে যেপর্য্যন্ত আরজী বিলাত না যাইবেক তাবৎকাল প্রতি রবিবারে বৈঠক হইবেক কিন্তু আগামি রবিবার মহাবিষুবসংক্রান্তি সে দিবস বৈঠক হইবেক কি না। অনুমতি হইল তাহার পর রবিবারে বৈঠক হইবেক।

অধ্যক্ষদিগের প্রশ্নমতে নীচের লিখিতব্য কএক জন অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত বাবু ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিপ্রায়ে। শ্রীযুত রামজয় তর্কালঙ্কার ভট্টাচার্য্য।
শ্রীযুত হরনাথ তর্কভূষণ ভট্টাচার্য্য। শ্রীযুত শম্ভূচন্দ্র বাচস্পতি ভট্টাচার্য্য।
শ্রীযুত নীলমণি ন্যায়ালঙ্কার ভট্টাচার্য্য। শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেবের অভিপ্রায়ে।
শ্রীযুত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার ভট্টাচার্য্য। শ্রীযুত নিমাইচাঁদ শিরোমণি ভট্টাচার্য্য।
শ্রীযুত বাবু সত্যচরণ ঘোষাল। শ্রীযুত কান্তিচন্দ্র সিদ্ধান্তশেখর ভট্টাচার্য্য।
শ্রীযুত বাবু নীলমণি দত্ত। শ্রীযুত বাবু আশুতোষ দেবের অভিপ্রায়ে।
শ্রীযুত বাবু শ্রীকৃষ্ণ বসাক। শ্রীযুত জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য।
শ্রীযুত বাবু ভগবতীচরণ গঙ্গোপাধ্যায়ের অভিপ্রায়ে। শ্রীযুত নাথুরাম শাস্ত্রী।
শ্রীযুত বাবু রামমোহন দত্ত। শ্রীযুত বাবু প্রাণকৃষ্ণ চৌধুরী।
শ্রীযুত বাবু দুর্গাচরন দত্ত। শ্রীযুত বাবু লক্ষ্মীনারায়ণ মুখোপাধ্যায়।
শ্রীযুত বাবু কাশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিপ্রায়ে। শ্রীযুত বাবু শিবচন্দ্র দাসের অভিপ্রায়ে।

শ্রীযুত বাবু শিবচন্দ্র দাসের দ্বিতীয় প্রশ্ন তাহাতে শ্রীযুত বাবু আশুতোষ দেবের সাহায্য যে আমারদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রে নিন্দাসূচক যে সকল নিয়মিত গ্রন্থ বা সম্বাদ পত্র মুদ্রাঙ্কিত হইয়া প্রকাশ হইয়া থাকে তাহা ধনদানদ্বারা প্রতিপালন বা উন্নতি করা আমারদিগের কর্ত্তব্য নহে তাহাতে শ্রীযুত বাবু গোকুলনাথ মল্লিক উত্তর করিলেন যে মূল্য দিয়া লওয়া দূরে থাকুক বিনামূল্যে দিলেও গ্রহণ করা উচিত নহে ইহাতে সকলেই সম্মত হইলেন শেষ শ্রীযুত বাবু ভগবতীচরণ গঙ্গোপাধ্যায় কহিলেন চন্দ্রিকাকার সকল গ্রন্থাদি লইতে পারিবেন ইহাতে সকলের মত হইল। সং চং

( ১ মে ১৮৩০ । ২০ বৈশাখ ১২৩৭ )

ধর্ম্মসভার একাদশ বৈঠক।—গত ৭ বৈশাখ রবিবার ধর্ম্মসভাধ্যক্ষদিগের বৈঠক হইয়াছিল পূর্ব্ব বৈঠকের বিবরণ অবগত হইয়া বিবেচকগণের পুনর্ব্বার বৈঠককরণের অনুমতি হইল এবং সমাজের অন্য২ বিষয়াবগত হইয়া বিহিত অনুমতি হইল। অপর শ্রীযুত বাবু শ্রীনারায়ণ সিংহ অধ্যক্ষতায় নিযুক্ত হইয়াবধি অনবকাশতাপ্রযুক্ত সভায় আগমন করিতে পারেন নাই ঐ দিবস আগমন করিয়াছিলেন এবং শ্রীযুত রায় রত্ন সিং ও শ্রীযুত রায় গিরিধারী লাল বাহাদুর সভায় আগমন করিয়া বিষয়াবগতিপূর্ব্বক সন্তুষ্ট হইয়া আপন২ মত ব্যক্ত করিলেন অর্থাৎ ইহাতে তাঁহারা সম্মত আছেন এবং সমাজের সাহায্যকরণে নিতান্ত বাঞ্ছিত হইলেন। শ্রীযুত সিংহ জমীদার বাবু চাঁদার বহি তাঁহার নিকট পাঠাইতে অনুমতি করিলেন। শ্রীযুত মহারাজ কালী-কৃষ্ণ বাহাদুরের অভিপ্রায়ানুসারে শ্রীযুত জগন্মোহন তর্কসিদ্ধান্ত ও শ্রীযুত বিশ্বনাথ ভট্ট ও শ্রীযুত শ্রীকান্ত তর্কপঞ্চানন অধ্যক্ষতায় নিযুক্ত হইলেন। অপর শ্রীযুত বাবু কাশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পূর্ব্বে চাঁদার স্বাক্ষর করিবার বহি তিনখান লইয়াছিলেন তাহা তিন জিলায় প্রেরণ করিয়াছেন পুনর্ব্বার একখান বহি চাহিয়া লইলেন কোন জিলাহইতে তাঁহার নিকট কেহ চাহিয়া পাঠাইয়াছেন তথায় প্রেরণ করিবেন শ্রীযুত বাবু মধুসূদন রায় সমাজে প্রার্থনা করিলেন আমাকে একখানি চাঁদার বহি দিলে আমার আত্মীয়বর্গের প্রার্থনা পূর্ণ করিতে পারি অনুমতি হইলে তৎক্ষণাৎ রায় বাবুকে একখানি বহি দেওয়া গেল। সতীর আরজী বিলাত পাঠান বিষয় বিবেচকগণের বৈঠকের পর পাঠকগণকে অবগত করাইব। সং চং।

( ৩১ জুলাই ১৮৩০ । ১৭ শ্রাবণ ১২৩৭ )

ধর্ম্মসভার বৈঠক।—···প্রতিমাসের প্রথম রবিবারে বৈঠক হইবেক। ইতিমধ্যে যদ্যপি কোন বিশেষ কর্ম্মের আবশ্যকতা হয় সম্পাদক প্রয়োজনমতে সভায় আহ্বান করিতে পারিবেন। অপর স্থির হইল সমাজের এক প্রধান কর্ম্ম সতীর আরজী বিলাত পাঠান তাহা হইলে এক্ষণে এক বাটীপ্রস্তুতনিমিত্ত উদ্যোগ আবশ্যক। কিন্তু যে পর্য্যন্ত ধর্ম্মসভার বাটী প্রস্তুত না হইবেক তাবৎকাল বৈঠকের স্থানের নিমিত্ত শ্রীযুত বাবু গোকুলনাথ মল্লিক ভারগ্রহণ করিয়াছেন আয় ব্যয় বিষয়ের বিবেচনা নিমিত্ত তত্ত্বাবধারকদিগের নিকট পত্র প্রেরণদ্বারা

সম্পাদক কর্ম্ম সম্পন্ন করিবেন। পরন্তু সমাজের নিয়মপত্র বিশেষরূপে প্রস্তুত হয় নাই কেবল স্থূলবিবরণদ্বারা এ পর্য্যন্ত কর্ম্ম হইয়াছে এক্ষণে নিয়মপত্র প্রস্তুত করা আবশ্যক বিধায় শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেব ও শ্রীযুত বাবু রামকমল সেন ও শ্রীযুত বাবু ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি ভারার্পণ হইল তাঁহারা ভারগ্রহণপূর্ব্বক কহিলেন শীঘ্র প্রস্তুত করিয়া সমাজে অর্পণ করিবেন অধ্যক্ষগণের বিবেচনাসিদ্ধ হইলে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশ পাইবেক। ইত্যাদি কর্ম্ম সমাপনান্তে শ্রীযুত বাবু রামকমল সেন উঠিয়া সমাজকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন ধর্ম্মসভাস্থাপনে এবং সমাজের প্রধান কর্ম্ম সতীর আরজী বিলাত প্রেরণে তাবৎ অধ্যক্ষগণের সমান মনোযোগ আছে তথাপি আমারদিগের উচিত হয় শ্রীযুত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিশেষ মনোযোগ স্বীকারপূর্ব্বক ইহাঁকে ধন্যবাদ করি যেহেতুক ইহাঁর পরিশ্রম ও আপন ক্ষতি স্বীকার যে প্রকার করিয়াছেন যদ্যপিও অনেকে তাহা জ্ঞাত আছেন কিন্তু আমি বিশেষ জানি এইহেতুক সকলকে তাহা জ্ঞাত করাই। পরে বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রমের ও ক্ষতি ও বিবেচনা ও ক্ষমতা বিষয়ের বিশেষ বর্ণন করিলেন তাহা শ্রবণে সভাস্থ সকলেই এতাবৎ যথার্থ কহিয়া ধন্যবাদ করিলেন।

বন্দ্যোপাধ্যায় সমাজের নিকট বাধিত ও উপকৃত হইয়া কহিলেন আমি এতাবৎ ধন্যবাদের পাত্র হইতে পারি না। যদ্যপি অন্য অন্য অধ্যক্ষাপেক্ষায় অধিক পরিশ্রমাদি করিয়া থাকি তাহা ধন্যবাদের প্রতি কারণ নহে। যেহেতুক অবশ্য উপাস্য যে সন্ধ্যাবন্দনাদি তাহা যে করিবেক তাহাকে কি ধন্যবাদ করিতে হয়। ইহাতে শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেব ও শ্রীযুত বাবু উমানন্দন ঠাকুর কহিলেন এ কথায় তোমার সৌজন্য প্রকাশ হইতেছে। কিন্তু কাল-সহকারে কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিলেও তাহাকে ধন্যবাদ করিতে হয়। পরন্তু শ্রীযুত মহারাজ কালীকৃষ্ণ বাহাদুরের অভিপ্রায় যে বন্দ্যোপাধ্যায়কে অদ্য সভায় ধন্যবাদ করা গেল কিন্তু আমারদিগের উচিত ইহাঁর প্রশংসাপত্র লিখিয়া তাহাতে তাবতে স্বাক্ষর করিয়া প্রকাশ করা যায় এবং ধর্ম্মসভার বাটী প্রস্তুত হইলে ইহাঁর প্রতিমূর্ত্তি তথায় স্থাপন করা যায়। পরন্তু শ্রীযুত বাবু কাশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কহিলেন অদ্যকার বিবরণ চন্দ্রিকায় প্রকাশ করিতে বন্দ্যোপাধ্যায় সম্মত নহেন যেহেতুক ইহাঁর আপন কৃতপত্রে আপন প্রশংসা প্রকাশ করা অনুচিত অতএব আমার মত গবর্ণমেণ্ট গেজেট কিম্বা সমাচার দর্পণে প্রকাশ হইলে ভাল হয় তাহাতে সমাজের মত হইল আমারদিগের অভিপ্রায়মতে চন্দ্রিকায় প্রকাশ হইতেছে ইহাতে দোষাভাব। অপর চন্দ্রিকাহইতে দর্পণদ্বারা তাবৎ কাগজে প্রকাশ পাইতে পারিবেক।

পরন্তু শ্রীযুত বাবু রামকমল সেন পুনর্ব্বার উত্থান করিয়া শ্রীযুত বাবু তারিণী চরণ মিত্রের অনেক প্রশংসা করিলেন বিশেষতঃ সতীর পক্ষীয় আরজী হিন্দী ও বাঙ্গলা ভাষায় এবং ব্যবস্থাপত্র অত্যুত্তমরূপে তরজমা করিয়াছেন এতদ্বিষয়ে ইহাঁর ক্ষমতা ও বিজ্ঞতা ও পরিশ্রম বিশেষ প্রকাশ হইয়াছে। মিত্র বাবু এ প্রকার পরিশ্রম না করিলে ইঙ্গরেজী আরজীর অর্থ তাবতের বোধগম্য হইত না ইত্যাদি। অতএব ইহাঁকে ধন্যবাদ করা যাউক সভাস্থ সমস্তই কহিলেন অবশ্য কর্ত্তব্য।

শ্রীভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় উঠিয়া সভাগণকে সবিনয়ে সম্মানপূর্ব্বক কহিলেন শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেব সতীর পক্ষ আরজী ইঙ্গরেজী ভাষায় প্রস্তুত করেন আরজীতে শ্রীশ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের আইনকে এক দেশে স্থান দিয়া তাহার প্রত্যেক কথার সদুত্তর করিয়াছেন ও তাঁহার নিকটে প্রথম যে প্রার্থনা পত্র দেওয়া গিয়াছিল তাহার যে উত্তর তিনি দিয়াছিলেন তৎপ্রত্যুত্তর ঐ আরজীতে বিলক্ষণরূপে লিখিত হইয়াছে এবং সহমরণানুমরণ ও ব্রহ্মচর্য্যবিষয় যে গ্রন্থে যত বচন আছে তাহা তাবৎ সংগ্রহপূর্ব্বক তরজমা করিয়া আরজীমধ্যে বিন্যাস করিয়াছেন এই আরজী সংশোধনার্থ কোন বিজ্ঞ ইঙ্গরেজের নিকট প্রেরিত হইয়াছিল তিনি দৃষ্টি করিয়া সন্তুষ্ট পূর্ব্বক বাবুকে বহুতর প্রশংসা করিয়াছেন এবং উকীল ফ্রেন্সিস বেথি সাহেব এই আরজী দেখিয়া সাহস করিয়াছেন যে আমারদিগের প্রার্থনা পূর্ণ হইবেক ইহাতে দেব বাবুর ক্ষমতা ও পরিশ্রমের বাহুল্য বিবেচনা করিলেই অবশ্যই বিশেষ ধন্যবাদের যোগ্য হইবেন। শ্রীযুত বাবু উমানন্দন ঠাকুর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথার পোষকতা করিয়া কহিলেন আমরা দেব বাবুকে আশীর্ব্বাদ ও ধন্যবাদ করিলাম বরঞ্চ নিয়ত করিব এমত মানস হইতেছে। পরে শ্রীযুত রামকমল সেন কহিলেন দেব বাবুর ক্ষমতা বিষয়ের প্রশংসা করা ক্ষমতাপেক্ষা করে শ্রীযুত বাবু ভগবতীচরণ গঙ্গোপাধ্যায় কহিলেন ইহা যথার্থ বটে ইহাতে তাবতেই দেব বাবুকে ধন্যবাদ করিবাতে দেব বাবু উঠিয়া মধুমৃদুস্বরে ধন্যবাদ নিমিত্তে সভ্যগণের নিকটে নম্রতা প্রকাশপূর্ব্বক তাবদধ্যক্ষকে প্রশংসা প্রদান করিলেন অপিচ শ্রীভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় পুনরুত্থানপূর্ব্বক কহিলেন যে শ্রীশ্রীযুতের নিকট প্রথমতঃ যে ব্যবস্থাপত্র প্রদান করা গিয়াছিল এবং যাহা বিলাত এইক্ষণে প্রেরিত হইল এই ব্যবস্থার দ্বারা শ্রীযুত নিমাইচন্দ্র শিরোমণি ও শ্রীযুত শম্ভুচন্দ্র বাচস্পতি এবং শ্রীযুত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার ভট্টাচার্য্য মহাশয়দিগের সাহায্যে এবং শ্রীযুত নীলমণি ন্যায়ালঙ্কার ভট্টাচার্য্যের ও শ্রীযুত জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন ভট্টাচার্য্যদিগরের সম্মতিতে শ্রীযুত হরনাথ তর্কভূষণ ভট্টাচার্য্য প্রস্তুত করিয়াছেন এই ব্যবস্থাপত্র অনেক২ সমাজে স্বাক্ষরার্থে প্রেরিত হইয়াছিল তাহাতে তাবৎ বুধগণ যথাশাস্ত্র ব্যবস্থা দেখিয়া তর্কভূষণ ভট্টাচার্য্যের পাণ্ডিত্যের প্রশংসা করিয়া স্বাক্ষর করিয়াছেন অতএব তর্কভূষণ ভট্টাচার্য্যকে ধন্যবাদ করা উচিত এ কথায় শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেব উঠিয়া কহিলেন তর্কভূষণ ভট্টাচার্য্যকে বিশেষ ধন্যবাদপূর্ব্বক সভাধ্যক্ষ তাবৎ বুধগণকে ধন্যবাদ করিলাম। তৎপরে সভার আর২ কর্ম্মসম্পাদককে ভারার্পণ করিয়া সকলে সন্ধ্যাকালে প্রস্থান করিলেন। সং চং

( ২৩ জুন ১৮৩২। ১১ আষাঢ় ১২৩৯ )

…শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেব ইনি ইঙ্গরেজী বিদ্যায় কেমন পারগ তাহার প্রমাণ লিখি বিবেচনা করিবেন। সতীপক্ষীয় যে আরজী বিলাতে গিয়াছে যাহা পাঠ করিয়া শ্রীযুত ডাক্তর লসিংটন সাহেব মুক্তকণ্ঠে ব্যক্ত করিয়াছেন যে That the petition is [one] of the

cleverest thing I ever heard. অর্থাৎ এমত বিজ্ঞতাপ্রকাশক আবেদনপত্র যদি আমি কখন শুনিয়া থাকি। এই আরজীর পাণ্ডুলেখ্য উক্ত বাবুকর্তৃক প্রস্তুত হয়।...

( ২৯ ডিসেম্বর ১৮৩২। ১৬ পৌষ ১২৩৯ )

ধর্ম্মসভা।—গত ৩ পৌষ রবিবার সমাজের মাসিক বৈঠক হইয়াছিল সভ্যগণের আগমনানন্তর ঐ বৈঠকের সভাপতি শ্রীযুত বাবু শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় নির্দ্ধারিত হইলে প্রথমতঃ সম্পাদকের বক্তৃতা ব্যক্ত হইল।

ধর্ম্মসভাসম্পাদকের উক্তি। আমি সবিনয়ে যথাবিহিত সম্বোধনপূর্ব্বক সমাজকে নিবেদন করিতেছি। শাস্ত্রজ্ঞানে এবং রাজশাসনের দ্বারা ধর্ম্ম রক্ষা হয় এই উভয়ের মধ্যে প্রথমোক্ত বিষয়বিরহ হইলেও রাজশাসনে ধর্ম্ম রক্ষা পায় ইহার সন্দেহ নাই অরাজক হইলে শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিরও ধর্ম্ম রক্ষা করা সুকঠিন হয় যেহেতুক অরাজকে সজাতীয় বৈধর্ম্মিসমূহ হইতে পারে তৎসংস্পৃষ্টদোষে নির্দ্দোষি ব্যক্তি দোষভাজন হন এইজন্য চিরকালের মধ্যে যখন২ অরাজক হইয়াছে তখনই ধার্ম্মিকগণে দলবদ্ধ হইয়া স্বস্ব ধর্ম্ম রক্ষা করিয়াছেন এবং ধার্ম্মিকেরা দলবদ্ধ হইয়া ধর্ম্ম রক্ষা করিবেন ইহা শাস্ত্রসিদ্ধ বটে মন্বাদি শাস্ত্রে স্পষ্ট লিখিত আছে। আমারদিগের ভাগ্যহেতু ধর্ম্মপক্ষ রক্ষাবিষয়ে অরাজক হইয়াছে যেহেতুক ম্লেচ্ছ রাজা। ইহাঁর মত এই স্বস্ব জাতীয় ধর্ম্ম আপনারা রক্ষা করুন ইহাতে অধর্ম্ম কর্ম্মজন্য কাহাকেও শাসন করেন না এবং ধর্ম্মযাজনকরণেও উপদেশ দেন না অতএব রাজার বিধি নিষেধ যে কর্ম্মে না থাকে তাহাতে শাস্ত্রানভিজ্ঞ লোক স্বেচ্ছাচারী হইয়া থাকে ইহাতে ধর্ম্মনাশহওন সম্ভাবনা। অপর রাজাকর্তৃকও এক ধর্ম্মবারিত হইল ইহা দেখিয়া ধার্ম্মিক সকল ১৭৫১ শকের ৫ মাঘ রবিবারে সমূহ একত্র হইয়া ধর্ম্মসভা স্থাপিত করেন ঐ সভার নিয়মপত্রে সমাজের কারণ বিশেষ লেখা আছে আমার কথনাধিক তথাপি কিঞ্চিৎ কহি।

নিয়মপত্রের দুই ধারায় লিখিত আছে যে এই ধর্ম্মসভার তাৎপর্য্য হিন্দুশাস্ত্র বিহিত ধর্ম্ম কর্ম্ম অনাদি ব্যবহার শিষ্টাচার সংরক্ষণ তদ্বিষয়ক নিবেদনপত্রাদি রাজসন্নিধানে সমর্পণ এবং দেশের মঙ্গল চিন্তন ইত্যাদি।

এই নিয়ম রক্ষাকরণহেতুক স্বধর্ম্ম দ্বেষিদিগের সংসর্গ ত্যাগ অত্যাবশ্যক জানিয়া ১৭৫২ শকের ২৯ ফাল্গুণে সভাধ্যক্ষ দলপতি মহাশয়েরা যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন তাহাও মহাশয়দিগের স্মরণ আছে যদ্যপিও স্মরণ না থাকে ঐ প্রতিজ্ঞাপত্র সমাজে উপস্থিত আছে অনুমতি হইলে পাঠ করা যাইবেক। প্রতিজ্ঞাপত্র নির্দ্ধারিতহওনাবধি ধার্ম্মিকসকল বিশেষ দলপতি মহাশয়েরা বিলক্ষণ-রূপে নিয়ম রক্ষা করিতেছেন তদ্বিশেষ কিঞ্চিৎ অবগত করাই সমাজের নিয়ম আছে যিনি নিজ দলপতির নিবারণ অমান্য করিয়া কুপথগামী হইবেন তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া সভায় জানাইবেন অন্য দলপতি তাঁহাকে গ্রহন করিবেন না এ বিধায় সকল দল ঐক্য হইল অতএব কোনপ্রকারেই কোন ব্যক্তি দলপতির মতব্যতিরিক্ত কিছুই করিতে পারিবেন না করিলে তাঁহার নিস্তার নাই

তাহার সমুচিত ফল দলপতি দিবেন। এইমত দলপতি মহাশয়েরা করিতেছেন তৎপ্রমাণ প্রথমতঃ মহারাজ শিবকৃষ্ণ বাহাদুরের দলের কোন ব্যক্তি রাজা বাহাদুরের অমতে কোন দোষির সংসর্গ করিয়াছিলেন এজন্য রাজা বাহাদুর সমাজকে জ্ঞাপনকরাতে সেই মহাশয়েরদের প্রতিষ্ঠাতে তাঁহার আহ্বানিত পত্রে নগরস্থ পাঁচ দলের এক ব্যক্তিও গমন করেন নাই।

দ্বিতীয় শ্রীযুত বাবু ভগবতীচরণ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের দলে কোন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মহাশয়েরও তাদৃশ দোষ জনরব হইবাতে গঙ্গোপাধ্যায় বাবু তাঁহাকে রহিত করিয়া ধর্ম্মসভায় জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। তৃতীয় শ্রীযুত বাবু গোপীমোহন দেব মহাশয়ের দলস্থ কুমারহট্ট বাঁশবেড়িয়াপ্রভৃতি সমাজের প্রধান২ অধ্যাপক পাঁচ জনের তাদৃশ অপবাদ উপস্থিত হইবামাত্র দেব বাবু সমাজে জ্ঞাপন করিয়াছিলেন অদ্যাপি তাঁহারদের মধ্যে এক জনের উদ্ধার হয় নাই। চতুর্থ শ্রীযুত বাবু উদয়চাঁদ দত্তজ মহাশয়ের দলস্থ কএক জনের দোষ জনরব হইয়াছিল তাহাও দত্ত বাবু নিয়মমত তাঁহারদের বিষয় সমাজকে জ্ঞাত করিয়াছেন। অতএব ধার্ম্মিক মহাশয়েরা যে নিয়ম করিয়াছেন তাহা বিলক্ষণরূপে প্রতিপালিত হইতেছে ইহা আমি স্পষ্টরূপে বোধ করিতেছি ইহার পরেও সেই নিয়ম যে অন্যথা হইতে পারিবেক না ইহাতে নিতান্ত বিশ্বাস আছে কেন না যদ্যপি কাহার প্রতি কোন অংশে রাগদ্বেষ থাকে সেই রাগের পরিশোধার্থ কেহ ধর্ম্মহানিতে বা প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতে কাহার মত হইবেক না একথা বলিবার তাৎপর্য্য এই দলপতি বা দলস্থ প্রধান মহাশয়েরা অনেকে ধর্ম্মবিষয়ে ঐক্য আছেন বটে কিন্তু কোন২ ব্যক্তির সহিত যদি কাহার অন্য কোন বিষয়ঘটিত বিবাদ থাকে সেই বিবাদ উপলক্ষে ধর্ম্মসভার নিয়ম রক্ষার পক্ষে ঐক্য থাকা ভার হয় কেন না এক ব্যক্তি একজনকে স্থগিত করিলে তাঁহার সহিত যাঁহার বিবাদ আছে সেই দলপতির নিকট গিয়া দোষি ব্যক্তি অনুনয় বিনয় করিয়া কহিলে তিনি আপন ক্ষমা বা পুরুষার্থ প্রকাশার্থ তাঁহাকে উদ্ধার করিয়া লইতে পারেন কেননা মান করিবেন আমি কাহার অধীন নহি এবং আমার দল আছে আমাকে কেহ স্থগিত করিতে পারেন না এবং ক্রিয়া কর্ম্মও রহিত হইবেক না আপন দলস্থ লোক লইয়া সকল কর্ম্ম করিব বরঞ্চ অন্য দলস্থ কাহাকেও কখন নিমন্ত্রণ করিব না ইহা হইলে অনায়াসে হইতে পারিত। যদি বল তাহা হয় না ধর্ম্মসভায় যে নিয়ম হইয়াছে তাহাতে স্বাক্ষর করিয়া এমত কর্ম্ম কে করিতে পারেন। উত্তর করিলে কাহার কি করা যায় সভাধ্যক্ষ মহাশয়েরদিগের হাকিমত্ব ভার নাই যে তদ্দ্বারা কেহ কাহার কিছু দণ্ড করিবার ক্ষমতা রাখেন তবে লোক লজ্জাভয় কিন্তু সভায় না আইলে সে ভয়ে কে ভীত হন। পরন্তু ধর্ম্মের নিকট অপরাধী হইবেন ইহার সন্দেহ কি "যএব লোকঃ সএব ধর্ম্মঃ" ইত্যবধানে লোকতঃ ধর্ম্মতঃ সকলেই রক্ষা করিতেছেন এপর্য্যন্ত কাহার মাৎসর্য্যাদি দেখি নাই ইহাতেই নিতান্ত সাৎসপূর্ব্বক অক্ষোভে সমাজকে সকল বিষয় জ্ঞাত করিয়া থাকি এবং করিব এমত মানস আছে। মহাশয়েরা আমার এই বক্তৃতামধ্যে যদি কোন দোষ বুঝিয়া থাকেন তদ্দোষ মার্জনা করিতে আজ্ঞা হইবেক আমি মহাশয়েরদিগের অনুমত্যনুসারে যে কর্ম্মে নিযুক্ত আছি তাহার ত্রুটি স্বীয় বুদ্ধ্যনুসারে করিব না এই অভিলাষ। যদ্যপি

আমার ভ্রমবশতঃ অথবা অপারগতা জন্য সমাজের কোন কর্ম্মের ত্রুটি হইয়া থাকে তাহাও মহাশয়েরা আমাকে দয়াপূর্ব্বক মার্জ্জনা করেন পরম মঙ্গল না করেন তজ্জন্য যে দণ্ড বিধান করিবেন তাহা অবশ্যই স্বীকার করিব আমি এপর্য্যন্ত এই কর্ম্ম করিতেছি শুদ্ধ কেবল ধর্ম্ম রক্ষা হয় আর ধার্ম্মিকসকলের মান রক্ষা পায় আর বিপক্ষ পক্ষে হাস্য না করিতে পারে মহাশয়েরা এসকল বিষয় বিলক্ষণ জ্ঞাত আছেন অধিক বক্তৃতা বাহুল্য।

সংপ্রতি অনুমতি হইলে অদ্যকার আহ্বান বিষয়ের বিষয় অবগত করাই যদ্যপিও তাবৎ অধ্যক্ষ এপর্য্যন্ত উপস্থিত হন নাই তাহাতেও সমাজের কর্ম্মের ব্যাঘাত হইতে পারিবেক না যেহেতুক সমাজের নিয়মপত্রের ৮ ধারায় লিখিত আছে মাসিক বৈঠকে সভ্যগণের মধ্য পঞ্চ জন সভাস্থ হইলে সভার কর্ম্ম সম্পন্ন হইতে পারিবেক পঞ্চজনের ন্যূনে সভা হইতে পারিবেক না। অপর ঐ নিয়মপত্রের ১০ ধারায় লেখেন কোন বিষয়ে সভ্যগণের মতের অনৈক্য হইলে বহুবাদির সম্মত বিষয় কর্ত্তব্য হইবেক তাহাতে কেহ আপত্তি করিতে পারিবেন না।

ইহাতে সভাস্থ কাহারো কোন আপত্তি ব্যক্ত হয় নাই বরঞ্চ সকলেই সন্তুষ্টতাই প্রকাশ করিলে গত বৈঠকের বিবরণাবগত হইয়া সমাজ জিজ্ঞাসা করিলেন যে অদ্যকার বৈঠকে নূতন বিষয় কি উপস্থিত আছে প্রকাশিত হউক তৎপরে প্রথমে নবদ্বীপ নিবাসি শ্রীযুত রামলোচন ন্যায়ভূষণ ভট্টাচার্য্যের এক লিপি পাঠ হইল তদবিকল এই।

কল্যাণীয় শ্রীযুত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ধর্ম্মসভাসম্পাদক মহাশয়েষু।

নবদ্বীপ সমাজস্থ শ্রীরামলোচন শর্ম্মণঃ শুভাশিষাং রাশয়ঃসন্তু বিশেষঃ। আমি শ্রীকালীনাথ মুন্সীর বাটীতে সামাজিকতা করিয়াছি বলিয়া আমি আপনি অপমানিত হইয়াছি আমি মুন্সীর বাটীতে কিম্বা তাঁহার সম্পর্কীয় ব্যক্তির সামাজিকতা করিতে ক্ষান্ত হইলাম ইহা জ্ঞাপনার্থ লিখিলাম ইহা সকল দলপতি মহাশয়েরদিগকে জ্ঞাত করিবেন ইতি।

এই পত্র শ্রবণে সমাজকর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইল যে ভট্টাচার্য্য কোন দলস্থ তাহাতে জানিলেন শ্রীযুত মহারাজ শিবকৃষ্ণ বাহাদুরের দলস্থ ইহাতে সমাজের মত হইল রাজা বাহাদুর ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের দোষ মার্জনা করিয়া স্বীয় দলে নিমন্ত্রণ চলিত করিলে সর্ব্বত্র চলিত হইবেন। রাজা বাহাদুর সভায় উপস্থিত ছিলেন ভট্টাচার্য্যের প্রার্থনীয় দোষ মার্জনা করিয়া সামাজিকতা-করণে স্বীকার করিলেন।

দ্বিতীয় শ্রীযুত বাবু ভগবতীচরণ মিত্রজ শ্রীযুত বাবু মথুরানাথ মল্লিকের ভাগিনেয়ের সহিত কন্যার বিবাহ দিয়াছেন। ঐ বিবাহে তাঁহার বাটীতে রামমোহন রায়ের কনিষ্ঠ শ্রীযুত রামতনু রায় ও বাবু কালীনাথ রায়ের কনিষ্ঠ শ্রীযুত বৈকুণ্ঠনাথ রায় এবং মথুর বাবুর কনিষ্ঠ শ্রীযুত শ্রীনাথ মল্লিক বরযাত্র আসিয়াছিলেন তাঁহারা সভাস্থ হইয়া কর্ম্ম সমাপনানন্তর যথা কর্ত্তব্য আহার ব্যবহার করিয়াছেন। এই বিষয় মিত্রবাবু সমাজের নিয়মাতিক্রম কর্ম্ম করিয়াছেন যেহেতুক সমাজের প্রতিজ্ঞা সতীদ্বেষিরদিগের সহিত আহার ব্যবহারাদি কেহ করিবেন না অতএব এবিষয়ে সমাজের মত কি তাহাতে উত্তর হইল সমাজের নিয়ম অতিরিক্ত কর্ম্ম যিনি করিবেন তাঁহার সহিত

কাহার ব্যবহার থাকিবেক না ইহাতে সন্দেহ কি অতএব মিত্রজ বাবু শ্রীযুত বাবু উদয়চাঁদ দত্তজ মহাশয়ের দলস্থ তাঁহাকে পত্র লেখা উচিত যদি তিনি এবিষয় জ্ঞাত থাকেন তবে ধারামত কর্ম্ম করিয়া থাকিবেন বিদিত না হইয়া থাকেন এই পত্রের দ্বারা অবগত হইয়া বিহিত করিবেন এবং পত্রের যে উত্তর প্রদান করেন তাহা তাবৎ দলপতি অধ্যক্ষদিগকে জ্ঞাত করাণ উচিত।

তৃতীয় বহুবাজার নিবাসী শ্রীযুত রামতনু তর্কসিদ্ধান্ত ভট্টাচার্য্য শ্রীযুত মথুরানাথ বাবুর বাটীতে দান গ্রহণ করিয়াছিলেন এজন্য দোষী হন। তাঁহার দোষ মার্জনা হইয়াছে কি না ইহা অবগত হইবার নিমিত্ত শ্রীযুত বাবু কালীচরণ দত্তজ শ্রীযুত বাবু রামমোহন দত্তজকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন এবং তাহার যে উত্তর প্রাপ্ত হন সেই উভয় পত্র সমাজকে অবগত করাইবার নিমিত্ত তদুভয় পত্র শ্রীযুত বাবু উদয়চাঁদ দত্তজ সমাজে প্রেরণ করিয়াছেন সে পত্র অবিকল এই।

শ্রীযুত বাবু রামমোহন দত্ত

নমস্কারা নিবেদনঞ্চ বিশেষঃ। আমার ৺পিতাঠাকুরের সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধ ১১ চৈত্র হইবেক মহাশয়দিগের দলস্থ শ্রীযুত রামতনু তর্কসিদ্ধান্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয় মোং রামকৃষ্ণপুর শ্রীযুত মথুরানাথ মল্লিকের বাটীতে ৺ দোলযাত্রায় সতীবিবাদি সংসর্গ সভাতে অধিষ্ঠান হইয়াছিলেন ঐ দোষ মার্জনা করিয়া তাঁহাকে সংগ্রহ করিয়াছেন কি না লিখিবেন ইতি সন ১২৩৮ সাল তারিখ ৯ চৈত্র। শ্রীকালীচরণ দত্ত।

শ্রীযুত বাবু কালীচরণ দত্ত।

প্রত্যুত্তর নিবেদনমিদং। মহাশয়ের পত্র পাইয়া সমাচার জ্ঞাত হইলাম শ্রীযুত রামতনু তর্কসিদ্ধান্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সতীবিরোধি সংস্পৃষ্ট সভায় রামকৃষ্ণপুরের শ্রীযুত বাবু মথুরানাথ মল্লিকের বাটীতে দোলযাত্রায় সভাস্থহওয়া সে বিষয় অজ্ঞাতসার হইয়াছিল এক্ষণে তৎস্থানে যাওনে বিরত হইয়াছেন এ বিধায় তাঁহাকে অবিবাদে সংগ্রহ করিয়া লওয়া গিয়াছে কিমধিকমিতি। শ্রীরামমোহন দত্ত।

এই পত্রদ্বয় শ্রবণে প্রথমতঃ সভাপতি কহিলেন দলপতির ক্ষমতা আছে দোষ মার্জনা করিয়া গ্রহণ করিতে পারেন কিন্তু বাবু রামমোহন দত্তজ যে দলপতি হইয়াছেন ইহা সমাজ জ্ঞাত আছেন কি না তাহাতে সম্পাদকর্তৃক কথিত হইল তর্কসিদ্ধান্ত ভট্টাচার্য্য শ্রীযুত বাবু ভগবতীচরণ গঙ্গোপাধ্যায়ের দলস্থ ইহাই বিদিত আছে ইহাতে শ্রীযুত বাবু দুর্গাচরণ দত্তজ কহিলেন আমার পিতা দলপতি নহেন শ্রীযুত গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত বিচ্ছেদহওয়াতে শ্রীযুত বাবু অভয়াচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় যে দল করিয়াছেন আমরা সেই দলস্থ অতএব তর্কসিদ্ধান্তকে তিনিই মার্জনা করিয়াছেন এজন্য পিতা এই উত্তর লিখিয়াছেন যে আমারদিগের দলে চলিত হইয়াছেন এই মাত্র অভিপ্রায়। এমত শ্রবণে শ্রীযুত বাবু প্রমথনাথ দেব কহিলেন সমাজের নিয়ম আছে যে দলপতি রহিত করিবেন তিনি মার্জনা করিলে সকল দলে চলিত হইতে পারেন। শ্রীযুত বাবু কালাচাঁদ বসু কহেন যদি কোন দলপতি এক জনের প্রতি

রাগ করিয়া মার্জনা না করেন তবে কি তিনি উদ্ধত হইবেন না। সম্পাদককর্তৃক কথিত হইল যে এই সন্দেহ ভঞ্জনার্থ প্রতিজ্ঞাপত্রের শেষ ফএক পংক্তি দেখিলেই হয় তাহাতে লেখেন এমন বিষয় উপস্থিত হইলে সমাজে বিবেচনা হইবেক অতএব বিবেচনা হইতেছে বাবু ভগবতীচরণ গঙ্গোপাধ্যায় কহেন ব্রাহ্মণের প্রতি আমার রাগদ্বেষ নাই তাৎপর্য্য এই যে সমাজের নিয়মাতিক্রম কর্ম্ম না হয় ইহাতেই মহাশয়দিগের যেমত মত হয় করুন। শ্রীযুত বাবু রাজকৃষ্ণ চৌধুরী কহিলেন এক্ষণে এ বিষয়ের আর কোন কথা হইতে পারে না বাবু অভয়াচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সমাজকে পত্র লিখিলে তবে এ বিষয় বিবেচ্য হইতে পারে এই কথায় শ্রীযুত মহারাজ দেবীকৃষ্ণ বাহাদুর পৌষ্টিকতা করিলে সভাস্থ সকলেই সম্মত হইলেন।

চতুর্থ। শিবপুরনিবাসি শ্রীরামকৃষ্ণ শর্ম্মণঃ ইতিস্বাক্ষরিত এক পত্র উপস্থিত ছিল উত্থিত করিবামাত্র সভাপতি কহিলেন এ ব্যক্তিকে জানা গেল না অতএব তাঁহার পত্র সমাজে পাঠ করিবার আবশ্যক নাই।—চন্দ্রিকা।

৩ পৌষ রবিবার ধর্ম্মসভার বৈঠকে তৎসম্পাদক ধর্ম্মসভার নিয়মবিষয়ে যে বক্তৃতা করিয়া চন্দ্রিকায় লিখিয়াছেন তাহাতে আমারদের কিঞ্চিৎ কহিবার আবশ্যক হইল যেহেতুক এইক্ষণে ঐ সকল নিয়মের অনেক ভঙ্গ দেখা যাইতেছে তিনি কহেন "ধর্ম্মসভার তাৎপর্য্য হিন্দুশাস্ত্রবিহিত ধর্ম্ম কর্ম্ম অনাদি ব্যবহার শিষ্টাচার সংরক্ষণ" উত্তর হিন্দু শাস্ত্রবিহিত ধর্ম্ম কর্ম্ম যাগাদি ব্যাপার এবং শিষ্টাচার সিদ্ধও বটে যেহেতুক পূর্ব্বং হিন্দু রাজারা কহিয়াছেন কিন্তু ধর্ম্মসভাহওনাবধি বড়ং ধনি অধ্যক্ষেরাও তাহার নাম স্মরণ করেন নাই যদি কহেন পুত্তলিকা পূজাই তাঁহারদের ধর্ম্ম তথাপি তদ্দলস্থ অনেক মনুষ্য এইক্ষণে দুর্গোৎসব রাসপ্রভৃতি ব্যাপার পরিত্যাগ করিয়াছেন তাহাতেই বা সমাজহইতে তাঁহারদের কি নিন্দা হইয়াছে যদিস্যাৎ বেশ্যালয়ে গমন সুরাপান পরস্ত্রী হরণ মিথ্যা কহন ইত্যাদিই ধর্ম্ম হয় তবে ঐ সভার নিয়ম রহিয়াছে আমরা স্বীকার করি যেহেতুক অনেকেই ধর্ম্মসভার জ্ঞাতসারে তত্তৎকর্ম্ম স্বচ্ছন্দে করিতেছেন। অপর লিখনের অভিপ্রায় এই যে "হিন্দুধর্ম্মদ্বেষিদিগের সহিত ধর্ম্মসভার অন্তঃপাতি লোকের সংসর্গ না হয় ইহাও ধর্ম্মসভার তাৎপর্য্য।" উত্তর ধর্ম্মসভার এ নিয়মের ব্যাঘাত পূর্ব্বেই হইয়াছে কেননা শ্রীযুত বাবু কালীনাথ চৌধুরীকে একঘরিয়া করণার্থে সম্পাদক বহুতর পরিশ্রম করিয়াছিলেন বটে কিন্তু তিনি ধর্ম্মসভার অন্তঃপাতি এক প্রধান দলপতির দলভুক্ত হইয়া স্বচ্ছন্দে বিরাজ করিতেছেন এবং ধর্ম্মসভার প্রধান ধর্ম্ম স্ত্রীদাহ যাহার নিমিত্তে ঐ সভার সৃষ্টি হইয়াছে শ্রীশ্রীযুত গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞানুসারে ঐ ধর্ম্মের উচ্ছেদ হয় অতএব তাঁহাকে এবং অন্যান্য ইঙ্গরেজদিগকে ঐ ধর্ম্মদ্বেষী কহিতেছেন কিন্তু ঐ সমাজাধিপতির মধ্যে অনেকের বাড়ীতে দুর্গোৎসবাদি ব্যাপারে অগ্রেই শ্রীশ্রীযুত গবর্ণমেণ্টের নিমন্ত্রণ এবং অন্যান্য ইঙ্গরেজকে নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহারদের আহারাদি করাইয়া থাকেন এবং শ্রীযুত বাবু ভগবতীচরণ মিত্রজ যিনি ধর্ম্মসভার এক প্রধান সাহায্যকারী তিনিও স্বেচ্ছাধীন সতীদ্বেষির হস্তে আপন কন্যা সম্প্রদান করিয়াছেন এইক্ষণে সম্পাদক মিত্র বাবুকে একঘরিয়া

করেন কি তাঁহার জাতি মারেন তাহাও দেখা যাইবেক ইহা মনেও করিবেন না যে সমাজ হইতে মিত্র বাবুর কোন অনুপকার হইতে পারে যেহেতুক তিনি ভাগ্যবান্ দলাদল করিয়া ধৰ্ম্মসভা কেবল গরীব ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরই বিত্তচ্ছেদ করিতে পারেন যেহেতুক তাঁহারা কিঞ্চিৎ প্রত্যাশায় বাবুরদের নিকটে ছায়ার ন্যায় উপাসনা করেন কিন্তু বড় লোকের প্রতি যে ধৰ্ম্মসভার নিয়ম সে কেবল সম্পাদকের মুখেই রহিয়াছে ফলে কিছুই হয় নাই নহিলে দেখুন ধৰ্ম্মসভার পরমধৰ্ম্ম যে স্ত্রীহত্যা তাবৎ ইঙ্গরেজেরা তাহাতে দ্বেষ করেন তথাপি ঐ সমাজাধিপতিরাও তাঁহারদিগের খোসামোদ করিয়া বেড়ান তাঁহারদিগের সাক্ষাতে কেহ এ কথা বলিতে পারেন না যে তোমরা হিন্দুর ধৰ্ম্মদ্বেষী কেননা যদ্যপি তাঁহারদের রাগ হয় তবে বেতন কাটা যাইবার সম্ভব তবে যে সম্পাদক বারবার বকেন ইহার কারণ তাঁহার অন্তরের বেদনা যেহেতুক তাঁহার হস্তের সুখ উঠিয়া গিয়াছে এখনও স্ত্রীহত্যাকরণের প্রত্যাশায় রাজ্যাধিপতির গোচরার্থে ওলাউঠা রোগে যে স্ত্রীলোক মরিয়াছে গত বৃহস্পতিবারের চন্দ্রিকায় তাহাকেও পতিপ্রাণা সতী বলিয়া লিখিয়াছেন তাহার বিস্তারিত এই যে জিলা হুগলির অন্তর্গত সুখরিয়া গ্রামের শ্রীযুত কাশীগতি মুস্তৌফীর এক প্রজা জগন্মোহন যোগী যে দিনে সে মরে দৈবায়ত্ত তাহার স্ত্রীও ঐ দিবসে ওলাউঠা রোগে মরিয়াছে যদবধি ওলাউঠা রোগের প্রাবল্য হইয়াছে তাহার মধ্যে নানা দেশহইতেই সম্বাদ আসিয়াছে যে এক২ দিবসের মধ্যে এক২ বাড়ীর পাচ সাত জন মরিয়াছে কিন্তু ঐ খলরোগে এই স্ত্রী পুরুষ উভয়ের এককালীন মৃত্যুহওয়া শ্রবণে সম্পাদক কতই রচিয়াছেন যে ইহাতেই প্রধানেরা বোধ করিবেন স্ত্রীহত্যাও সত্যং পরমধৰ্ম্ম হায় কি ভ্রম যাঁহারা দূরদেশহইতে আসিয়া ভারতবর্ষ শাসিত করিয়াছেন এমত বুদ্ধিশালি লোকেরাও স্ত্রীহত্যাকে ধৰ্ম্ম বোধ করিবেন ইহাও বুদ্ধিতে লয় যাহা হউক চন্দ্রিকাকারের সাজান পাগলামি কএক পংক্তি জ্ঞানান্বেষণে মুদ্রিত করিলাম অনুমান করি তাহা পাঠকবর্গের পরিহাসের কারণ হইবেক তাহা এই যে "সন্তানেরা পিতার জীবনের আশাপরিত্যাগে রোদনপূর্ব্বক গঙ্গাযাত্রার উদ্যোগে খট্টাদি অন্বেষণ করিতে প্রবর্ত্ত হইল ইতিমধ্যে জগন্মোহনের স্ত্রী নিকটবর্ত্তিনী হইয়া কহিতে লাগিল হে প্রভু আপনি স্বস্থান প্রস্থান করিবেন আমার কুলাচার ধৰ্ম্মের কি উপায় অর্থাৎ সহগমন তাহারদিগের বংশে যোগীর মাতা এবং কনিষ্ঠা কন্যা ইত্যাদিক্রমে হইয়া আসিতেছে। তাহাতে উত্তর করিল যে দেশাধিপতির অন্যায় শাসনে আমার কি সাধ্য আছে তাহাতে স্ত্রী কহিল যদ্যপি এমত অন্যায় তবে তোমার ঐ ব্যাধি ঝটিতি আমার হউক যে একসঙ্গে গমন করিতে পারি এমত আজ্ঞা করুন পুরুষ কহিল তথাস্তু বলিবামাত্রেই একবার ভেদ হইয়া নাড়ীত্যাগ হইল ইত্যাদি" অপর লিখনের তাৎপর্য্য গঙ্গাতীরে গিয়া পুরুষ হরিধ্বনি করিয়া মরিবামাত্রেই স্ত্রী হরিধ্বনি করিয়া মরিয়াছে যাহা হউক পাঠকবর্গেরা বিবেচনা করুন যোগিরদের দাহক্রিয়া নাই এবং কোন শাস্ত্রে ইহাও লিখিত নাই যে জীবৎ মনুষ্যকে মৃত্তিকার নীচে পুঁতিয়া রাখিবে ইহাতে যোগির সহদাহ হইবার সম্ভবই নাই এবং ঐ শবদ্বয়ের সমাজও এক গর্ত্তে হয় নাই তথাপি যে সম্পাদক ঐরূপ লিখিয়াছেন ইহাতে তাঁহার পাগলামি কি না ইতি।—জ্ঞানান্বেষণ

( ২ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৩ । ২২ মাঘ ১২৩৯ )

ধর্ম্মসভা ।—গত ৯ মাঘ রবিবার ধর্ম্মসভার বৈঠক হইয়াছিল ঐ দিবসীয় সভায় শ্রীযুত বাবু গোপীমোহন দেব সভাপতিত্বে নিযুক্ত হওনানন্তর গত বৈঠকের বিবরণ পঠিত হইলে প্রথমতঃ শ্রীযুত বাবু আশুতোষ দেব পৃথক দলকরণ বোধক এক লিপি সমাজে প্রেরণ করেন ঐ পত্র সম্পাদককর্তৃক বৈঠকের পূর্ব্বে এক ঘোষণাপত্রদ্বারা নগরস্থ তাবৎ অধ্যক্ষকে বিজ্ঞপ্তি হইয়াছিল তাহার তাৎপর্য্য এই ।

শ্রীযুত বাবু আশুতোষ দেব গত ১০ পৌষে সমাজকে জ্ঞাত করাইতেছেন যে আমি শ্রীযুত বাবু উদয়চাঁদ দত্তজ মহাশয়ের দলস্থ ছিলাম এইক্ষণে মদীয় আত্মীয় সজ্জন লইয়া সামাজিকতা ব্যবহার করিব ইত্যাদি।

এই পত্র শ্রবণে সমাজকর্তৃক উত্তর হইল যে ইহা পূর্ব্বে অবগত হওয়া গিয়াছে এবিষয় ভালই হইয়াছে এ পত্র সমাজের দপ্তরে রক্ষিত হউক।

দ্বিতীয় সম্পাদককর্তৃক উক্ত হইল যে গত ৪ মাঘের সম্বাদ রত্নাবলি পত্রে ১৭৫৪ শকের ২৫ পৌষের লিখিত কস্যচিৎ ধর্ম্মসভার নিয়মাবলম্বি পক্ষপাত রহিতস্য ইতি স্বাক্ষরিত এক পত্র প্রকাশ হয় ফলতঃ তাহার তাৎপর্য্য শ্রীযুত বাবু আশুতোষ দেব সতী দ্বেষির সংস্পৃষ্ট দোষে দোষী হইয়াছেন ইহাই ব্যক্ত করে তাহার কারণ দর্শায়।

"পাণিহাটী গ্রাম নিবাসি ৺ বাবু জয়গোপাল রায়চৌধুরীর সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধে শ্রীযুত কালীনাথ মুন্সীর দলস্থ ও সভাসদ্ শ্রীযুত প্রাণকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারের সহিত একত্র সভারোহী হইয়াছিলেন ইত্যাদি।

এই সম্বাদপত্রাবগত হইয়া সম্পাদক তৎপত্রাধ্যক্ষ শ্রীযুত বাবু জগন্নাথপ্রসাদ মল্লিককে ঐ ৪ মাঘে এক পত্র লেখেন তাহার তাৎপর্য্য উক্ত পত্র লেখকের নামধাম জ্ঞাত হইবার আবশ্যক আছে যেহেতুক সমাজের বিচার্য্যবিষয় ইত্যাদি তাহাতে মল্লিক বাবু ৬ মাঘে তাহার উত্তর লেখেন।

ধর্ম্মসভাসম্পাদক শ্রীযুত বাবু ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় শ্রীচরণাম্বুজেষু।

প্রণামাঃশতকোটি শত সহস্র নিবেদনঞ্চাগে মহাশয়ের শ্রীচরণ প্রসাদাৎ এদাসানুদাসের সুখমোক্ষ লাভ বিশেষ নিবেদন। পরন্ত ৪ মাঘের রত্নাবলি পত্রে ( কস্যচিৎ ধর্ম্মসভার নিয়মাবলম্বি পক্ষপাত রহিতস্য ) ইত্যঙ্কিত যে পত্র প্রকাশ পাইয়াছে তদুক্ত বিষয় ধর্ম্মসভার বিচার্য্য এপ্রযুক্ত তল্লেখকের নাম চাহিয়াছেন অতএব এ বিষয়ে আমার যাহা বক্তব্য থাকে তাহা আগামি রবিবারের সমাজে অবশ্য ব্যক্ত করিব ইহা শ্রীচরণে নিবেদন ইতি ৬ মাঘ।

সেবক শ্রীজগন্নাথপ্রসাদ দাস বসোঃ।

রত্নাবলি পত্রাধ্যক্ষের উত্তরে সম্পাদক কর্তৃক বিবেচ্য হইল যে এবিষয় অবশ্য সমাজে গ্রাহ্য হইয়া বিচার যোগ্য হইতে পারিবেক অতএব উচিত শ্রীযুত বাবু আশুতোষ দেবকে ইহা

জ্ঞাত করাণ যায় তিনি একথা স্বীকার করেন কি না ইতিবোধক এক লিপি তাঁহার নিকট গত ৮ মাঘ পাঠান যায় তিনি তদুত্তরে এই লেখেন।

পরমপূজনীয় ধর্ম্মসভাসম্পাদক শ্রীযুত বাবু ভবানীচরণ বন্দোপাধ্যায় মহাশয় শ্রীচরণেষু।—সংখ্যাতীত প্রণতি পুরঃসর নিবেদন মিদং। মহাশয়ের ৮ মাঘীয় পত্রাবগতি-পূর্ব্বক অবিলম্বে উত্তর প্রদান করিতেছি পাণিহাটী গ্রামের শ্রীযুত বাবু রাজকৃষ্ণ রায়চৌধুরী মহাশয় ধর্ম্মসভার অধ্যক্ষ এক জন এবং সমাজের নিয়মপত্রের স্বাক্ষরকারী তিনি নিয়মাতিক্রম কর্ম্ম করেন এমত কদাচ সম্ভবে না অতএব সে স্থানে নিমন্ত্রণে কদাচ সঙ্কুচিত হইয়া গমন করি নাই যাহা হউক যদ্যপিও তথায় সতীদ্বেষি সংসর্গী কোন ব্যক্তি সভায় প্রবিষ্ট হইয়া থাকে তাহা আমি জ্ঞাত নহি তথাচ আমি এই কহিতেছি যে।

অবোধাদ্বা ভ্রমাদ্বাপি মোহাদজ্ঞানতোপিবা। ময়া কৃতঃসতীদ্বেষিসংসর্গশ্চেৎ কথঞ্চন। তন্নাশয়ন্তু মে ধর্ম্মসভায়াঃ সাধবঃ ক্ষণাৎ।

যেমত অজ্ঞানাদ্‌যদি বা মোহাৎ প্রচ্যবে তাধ্বরেষু যৎ। স্মরণাদেব তদ্বিষ্ণোঃ সংপূর্ণংস্যাদিতি শ্রুতিঃ॥

ইত্যলং বিস্তরেণ লিপিরিয়ং ৯ মাঘ ১৭৫৪ শকাব্দাঃ। সেবক শ্রীআশুতোষ দেবস্য।

এতৎপত্র শ্রবণে সভাপতিকর্তৃক কথিত হইল দেব বাবু নির্দোষী হইয়া প্রশংসনীয় হইলেন যেহেতুক সমাজের নিয়ম বিলক্ষণ পালন করিতেছেন ইহাতে শ্রীযুত বাবু কালাচাঁদ বসুজও পৌষ্টিকতা করিয়া কহিলেন অবশ্যই ধন্যবাদের পাত্র বটেন তৎপরে শ্রীযুত বাবু শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুত বাবু দুর্গাচরণ দত্তজপ্রভৃতি সভাস্থ সমস্তই তাহাতে সম্মত হইলেন।

অপর ৩ পৌষের বৈঠকের অনুমত্যনুসারে শ্রীযুত বাবু ভগবতীচরণ মিত্রজর দোষি সংসর্গকরণবিষয়ে যে পত্র শ্রীযুত বাবু উদয়চাঁদ দত্তজকে লেখা গিয়াছিল তিনি তাহার যে উত্তর প্রদান করেন তাহা অবিকল এই।

পূজ্যবর শ্রীযুত ভবানীচরণ বন্দোপাধ্যায় ধর্ম্মসম্পাদক মহাশয় শ্রীচরণেষু।—

প্রণামানন্তর নিবেদন আপনকার পৌষস্য ষষ্ঠ দিবসীয় পত্রার্থাবগত হইলাম বর্ত্তমান মাসের তৃতীয় দিবসে ধর্ম্মসভার মাসিক বৈঠকে বিশেষ কর্ম্মবশতঃ আমি উক্ত বৈঠকে সভাস্থ হইতে পারি নাই তন্নিমিত্ত বৈঠকে উক্ত বিষয় সমাজের অনুজ্ঞানুসারে লিপিদ্বারা জ্ঞাপন করিয়াছেন যে শ্রীযুক্ত বাবু ভগবতীচরণ মিত্রজ সমাজের নিয়মাতিক্রম করিয়া সতী দ্বেষির সহিত ব্যবহার করিয়াছেন যদ্যপি মিত্রজ বাবুর অপবাদ মাত্রই হয় তথাপি সমাজের নিয়ম রক্ষার্থ এতাদৃশ২ অনুসন্ধান করা তুষ্টিজনক হইল যেহেতুক সভ্যসমাজের সভাধ্যক্ষ মহাশয়রা সকলেই প্রতিজ্ঞা প্রতিপালনে যত্নবান আছেন। মিত্রজ বাবুর বিষয় যদ্রূপ সমাজে উক্ত হইয়াছে ফলিতার্থ তাহা নহে মিত্রজ বাবুর কন্যার বিবাহমাত্র হইয়াছে। আর যে কথা উক্ত হইয়াছে সে সকলি অলীক যেহেতুকও রাত্রে মাল্যচন্দনাদিও হয় নাই। অপরঞ্চ শ্রীযুত মথুরানাথ মল্লিকপ্রভৃতি কতিপয় ব্যক্তি সতীদ্বেষী বিনাহ্বানে বরযাত্রের সমভিব্যাহারে আগত

হইয়াছিলেন দোষী ব্যক্তি বাটীতে আগমন করিলেই দোষী হইতে হয় এমত নহে অতএব আমার মতে এতদ্বিষয়ে মিত্রজ বাবু সংসৃষ্ট দোষে দোষী নহেন। কিমধিকং শ্রীচরণাম্ভোজে বিজ্ঞাপনীয়ং ১৭৫৪ শকাব্দীয় পৌষস্য পঞ্চদশ দিবসীয়েতি। শ্রীউদয়চন্দ্র দত্ত

এই পত্র শ্রবণানন্তর সমাজের উক্তি হইল এবিষয়ে সমাজের বক্তব্য যাহা তাহা শ্রীযুত দত্তবাবুর সাক্ষাতেই ব্যক্তকরা উচিত অতএব আগামি বৈঠকে তাঁহার আগমন প্রতীক্ষায় পুনরুত্থানের আবশ্যক হইল।... [ চন্দ্রিকা ]

( ২ মার্চ ১৮৩৩। ২০ ফাল্গুন ১২৩৯ )

ধর্ম্মসভা।— ...গত বৈঠকের আর২ কর্ম্ম জ্ঞাপনকরণানন্তর পাণিহাটী নিবাসি শ্রীযুত বাবু রাজকৃষ্ণ রায়চৌধুরী মহাশয়ের এক পত্র পাঠ হইল তাহা অবিকল এই।

ধর্ম্মসভাসম্পাদক শ্রীযুত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় মহোদয়েষু।

ত্বদীয় শ্রীরাজকৃষ্ণ শর্ম্মণো নমস্কারা নিবেদনমিদং। আপনকার ২৭ মাঘের পত্র পাইয়া সমাচার অবগত হইলাম লিখিয়াছেন শ্রীযুত বাবু কালীনাথ মুন্সীর দলস্থ ও তৎসভাসদ শ্রীযুত প্রাণকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার হইয়াছেন ইহা এখানে প্রকাশ হওয়াপর্য্যন্ত তাঁহারদের নিমন্ত্রণ হয় নাই ইহা নিবেদনমিতি ১২৩৯ সাল ৩ ফাল্গুন।

এই পত্র সমাজকর্তৃক গ্রাহ্য হইয়া চৌধুরী বাবুকে নিয়ম রক্ষাকারিতাজন্য প্রশংসাসূচক পত্র লিখিতে অনুমতি হইল।

৩। শ্রীযুত বাবু কালাচাঁদ বসুজ মহাশয়ের দলস্থ ১৪ জন অধ্যাপক স্বাক্ষরপূর্ব্বক এক পত্র লেখেন তদবিকল এই।

ধর্ম্মসভা সম্পাদক শ্রীযুত বাবু ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সমীপেষু।

বিনয়পূর্ব্বক নিবেদনমিদং। মলঙ্গানিবাসী শ্রীযুত বাবু রামমোহন দত্তজর পুত্রের বিবাহে নিমন্ত্রণপত্র আমারদিগের লিখিষ্যমাণ কএক জনকে দিয়াছিলেন দত্তজ বাবু সতীদ্বেষি সংসৃষ্ট দোষে যদ্যপি ধর্ম্মসভায় মার্জনা না পান একারণ তাঁহার বাটীতে নিমন্ত্রণে যাওনে এবং প্রতিগ্রহকরণে আমরা কোনক্রমে স্বীকৃত নহি এবং ইহার বিদায় আমরা কেহ গ্রহণ করি নাই ঐ পত্র ১৪ খান আমরা আপনারদিগের দলপতি শ্রীযুত বাবু কালাচাঁদ বসুজর নিকট প্রেরণ করিলাম ঐ পত্র গ্রহণজন্য যদি কোনমতে আমারদিগের সংসৃষ্ট দোষ হইয়া থাকে তাহা ধর্ম্মসভা মার্জনা করিবেন ধর্ম্মসভায় সুগোচরার্থে ইহা নিবেদন করিলাম ইতি ২৯ মাঘ।

শ্রীরামধন শর্ম্মণাম শ্রীশিবচন্দ্র শর্ম্মণাম শ্রীব্রজমোহন শর্ম্মণাম শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দেবশর্ম্মণাম্ শ্রীগদাধর দেবশর্ম্মণাম্ শ্রীকাশীনাথ দেবশর্ম্মণাম্ শ্রীতারাচাঁদ শর্ম্মণাম্ শ্রীরামচন্দ্র দেবশর্ম্মণাম্ শ্রীকৃষ্ণানন্দ দেবশর্ম্মণাম শ্রীকবিচন্দ্র দেবশর্ম্মণাম্ শ্রীশ্যামসুন্দর দেবশর্ম্মণাম্ শ্রীহরেকৃষ্ণ দেবশর্ম্মণাম্ শ্রীগোবিন্দচন্দ্র বিদ্যারত্নস্য শ্রীবেচারাম দেবশর্ম্মণাম্।

এই পত্রশ্রবণে সমাজ অবগত হইলেন ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরদিগের দলপতি বসুজ বাবুর

সম্মতিতেই পত্র লিখিয়াছেন ইহাতে পত্র সমাজে গ্রাহ্য লইয়া উত্তর হইল যে তাঁহারদিগের দোষলেশও নাই তথাচ যে লিখিয়াছেন এজন্য ধন্যবাদ করা গেল।

৪। শ্রীযুত বাবু অভয়াচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় গত ১৪ মাঘে স্বীয় দলকরণ ও দলস্থদিগের সংস্পৃষ্টদোষ মার্জনাবিষয়ক এক পত্র সমাজের সুগোচরার্থ প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহা অদ্যকার বৈঠকে উত্থাপনের যোগ্য ছিল কিন্তু তিনি গত ৫ ফাল্‌গুণ এক পত্র লেখেন তাহা অবিকল এই।

পোষ্টৃবর শ্রীযুত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় মহোদয়েষু।

নমস্কারা নিবেদনমিদং। ১৪ মাঘ রাত্রে দলবিষয়ক যে লিপি আপনকার নিকট ধর্ম্মসভায় বিজ্ঞাপনার্থ প্রেরণ করিয়াছি তাহার কিয়দংশ পরিবর্ত্তকরণের আবশ্যক হইয়াছে অতএব আপনি উক্ত পর্থ শ্রীযুত বাবু ব্রজমোহন সিংহের স্থানে দিবেন শ্রীশ্রী৺ সভার দিন অতিসংক্ষেপ ইতিমধ্যেই প্রস্তুত হইতে চাহে কিমধিকং নিবেদনমিতি তারিখ ৫ ফাল্‌গুণ ১২৩৯ সাল। শ্রীঅভয়াচরণ শর্ম্মণঃ।

......৭। শ্রীযুত বৈদ্যনাথ শিরোমণি ভট্টাচার্য্য এই পত্র লিখিয়াছেন।

মহামহিম ধর্ম্মসভাসম্পাদক শ্রীযুত বাবু ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় মহোদয়েষু।

বিহিত সম্বোধনপূর্ব্বক নিবেদনমিদং। সতীধর্ম্মদ্বেষি শ্রীকালীনাথ মুন্সী ও শ্রীরামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সহিত সংস্পৃষ্ট বলিয়া আমার যে দোষ জনরব হইয়াছে সে সকলি অলীক আমি ঐ ধর্ম্মদ্বেষিরদিগের সহিত আহার ব্যবহারাদি কখন করি নাই এবং করিব না অতএব ধর্ম্মসভাধ্যক্ষ মহাশয়রা আমার যে জনাপবাদ হইয়াছে তাহাহইতে মুক্ত করুন আমি স্বীয় জনাপবাদজন্য দোষ ক্ষালনার্থ শ্রীশ্রীবিষ্ণু স্মরণ করিলাম নিবেদনমিতি ৩০ মাঘ ১৭৫৪ শক।

শ্রীবৈদ্যনাথ শিরোমণি—
নিবাস হেদুয়ার পাড় চতুষ্পাঠী।

এই পত্র শ্রবণে অনুজ্ঞা হইল তাঁহার দলপতির নিকট গিয়া মার্জনা প্রার্থনা করুন।

৮। শ্রীযুত বাবু আশুতোষ দেব মহাশয় এই দুই পত্র প্রেরণ করিয়াছেন তাহা পাঠ করা যায় শ্রবণ করিতে আজ্ঞা হউক।

পরমপূজনীয় ধর্ম্মসভাসম্পাদক শ্রীযুত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় শ্রীচরণাম্বুজেষু।

সংখ্যাতীত প্রণতিপুরঃসর নিবেদনমিদং। শ্রীযুত নবকুমার ন্যায়ালঙ্কার শ্রীযুত সনাতন তর্কবাগীশ ও শ্রীযুত বালকরাম তর্কসিদ্ধান্ত ইহাঁরা ৩ জন আমার দলস্থ নূতন বাজার-নিবাসিনী ৺ হরেকৃষ্ণ সেট জীউর স্ত্রী তাঁহার গুরুপত্নীর নামে শ্রীশ্রী৺ রাধারমণজীউ ঠাকুর প্রতিষ্ঠা গত ২৪ মাঘে করিয়াছেন ঐ কর্ম্মে সতীদ্বেষির নিমন্ত্রণ হইবেক না এ কারণ ঐ তিন জন ব্রতী হইয়াছিলেন কর্ম্ম সম্পন্ন পরে সতীদ্বেষী শ্রীযুত প্রাণকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার ও শ্রীযুত মহেশচন্দ্র চূড়ামণি বিনাআহ্বানে উপস্থিত হইয়াছিলেন এ কথা ঐ ব্রতিদিগের প্রমুখাৎ ও লিপিদ্বারা অবগত হইলাম সতীদ্বেষি দোষিদিগের আগমন দেখিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা দক্ষিণা ও বিদায় ত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন এবং লইবেনও না যদিস্যাৎ দোষির দৃষ্টিতে কোন দোষ হইয়া থাকে তজ্জন্য শ্রীশ্রীবিষ্ণুস্মরণে নির্দ্দোষী

হইয়াছেন ইহা মহাশয় ধর্ম্মসভার মাসিক বৈঠকে সমাজকে জ্ঞাত করিবেন। পরন্তু শ্রীযুত ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা আমাকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন সেই পত্রও এতৎপত্রসম্বলিত পাঠাইতেছি ইহাও সমাজে দর্শাইবেন শ্রীচরণে নিবেদন করিলাম ইতি ২৮ মাঘ ১৭৫৪ শকাব্দাঃ। শ্রীআশুতোষ দেবস্য।

উক্ত ভট্টাচার্য্যত্রয় শ্রীযুত আশুতোষ বাবুকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহা এই।

পরমকল্যাণীয় শ্রীযুত বাবু আশুতোষ দেব দলপতি মহাশয় পরমকল্যাণবরেষু।

পরমশুভাশীর্ব্বাদ বিজ্ঞাপনঞ্চ বিশেষঃ। নূতন বাজারের ৺ হরেকৃষ্ণ সেটজীউর স্ত্রী তাঁহার গুরুপত্নীর নামে শ্রীশ্রী৺ ঠাকুর প্রতিষ্ঠা ২৪ মাঘ করিয়াছেন তাহার ব্রতী আমরা ৩ জন হইয়াছিলাম পূর্ব্বে আমরা অবগত ছিলাম কোন সতীর দ্বেষির নিমন্ত্রণ হইবেক না কিন্তু ক্রিয়া সম্পন্ন পরে দেখিলাম সতীর দ্বেষী শ্রীযুত প্রাণকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার ও শ্রীযুত মহেশচন্দ্র চূড়ামণি ইহাঁরা দুই জনে ঐ স্থানে উপস্থিত হইলেন কর্ম্মকর্ত্তাকে জিজ্ঞাসা করাতে কহিলেন বিনাহ্বানেতে উপস্থিত হইয়াছেন যাহা হউক দোষির দৃষ্টিহওয়াতে দক্ষিণা ও বিদায় লই নাই এবং লইব না তথাচ আনুষঙ্গিক যদিস্যাৎ দোষ হইয়া থাকে ঐ দোষ ক্ষয়ের নিমিত্ত শ্রীশ্রীবিষ্ণু স্মরণ করিলাম ইতি ২৮ মাঘ। শ্রীনবকুমার শর্ম্মা শ্রীবালকরাম দেবশর্ম্মা শ্রীসনাতন দেবশর্ম্মা।

এই পত্রদ্বয় শ্রবণে সমাজ কহিলেন ইহাতে ভট্টাচার্য্য মহাশয়দিগের দোষ স্পর্শে না কিন্তু এতাদৃশ লেখাতে অধিক সাবধানতা প্রকাশ হইল তজ্জন্য প্রশংসিত হইলেন।

এই দিবসীয় সভায় যে সকল বিষয় হইয়াছিল তাহার স্থূল তাৎপর্য্য প্রকাশ করা গেল।—চন্দ্রিকা।

( ১২ অক্টোবর ১৮৩৩। ২৭ আশ্বিন ১২৪০ )

ধর্ম্মসভা।— ...আমরা নূতন মহারাজের অনুপম শাসন দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়াছি ধর্ম্মসভার নিয়মপত্রে লিখিত আছে যে সতীদ্বেষী কোন ব্যক্তির সঙ্গে দলপতি মহাশয়েরা কেহ ব্যবহার করিবেন না ইহা সভাসম্পাদক চন্দ্রিকাপত্রে ব্যক্ত করিয়া থাকেন আর ব্যক্ত করেন শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর সতীদ্বেষী এ বিষয় প্রকাশকের নিগূঢ়াভিপ্রায় কিছুই বুঝা যায় না যেহেতুক উক্ত ঠাকুর বাবুর বাটীতে যে বৃহৎ কর্ম্ম উপস্থিত হইয়াছিল তাহাতে অনেকেই পত্র গ্রহণ করিয়াছেন বিশেষ ধর্ম্মসভার পণ্ডিতাধ্যক্ষ শ্রীযুত নিমাইচাঁদ শিরোমণি ভট্টাচার্য্য কোম্পানির পাঠশালায় বসিয়া পত্র গ্রহণ করিয়া কহিলেন আমার এক ভ্রাতা ঠাকুরবাবুর চাকর আমিও ঐ বাটীর পত্র পরিত্যাগের পাত্র নহি অপাত্রেরা যাহা ইচ্ছা তাহাই বলুক ইহা শুনিয়া শ্রীযুত মহারাজ গোপীমোহন দেব বাহাদুর ক্রোধান্বিত হইয়া ধর্ম্মসভার নিয়মপত্র স্মরণপূর্ব্বক উক্ত ভট্টাচার্য্যকে শ্রীযুক্ত বৃন্দাবনচন্দ্র পালের বাটীর পত্র দিতে বারণ হুকুম দিলেন ঐ হুকুমানুসারে পালের বাটীর অধ্যক্ষ বালক অন্য কোন হতপর লোককে সহকারি করিয়া প্রায় দুই প্রহরপর্য্যন্ত পত্র না দিয়া রাজচরিত্র বিচিত্র ভাবনা করিয়া উক্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে পত্র দিয়াছেন তাহাতেই মহারাজা সন্তুষ্ট

ইহাতে মহারাজের ধর্ম্মে সমবর্ত্তিতা এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা বোধ হইতে পারে। কিন্তু ধর্ম্মসভাসম্পাদকের উক্ত বিষয় ব্যক্তকরার ব্যর্থতা বোধ হয় কি না বিজ্ঞ মহাশয়েরা বিবেচনা করিবেন ইতি।

কুমারহট্টনিবাসিনঃ কস্যচিন্নিবেদনং।

( ৩০ এপ্রিল ১৮৩৬। ১৯ বৈশাখ ১২৪৩ )

এই বৎসরে গত দিবসের অপরাহ্নে ধর্ম্মসভার প্রথম বৈঠক হয় তাহাতে শ্রীযুক্ত মহারাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর সভাপতি হইলেন।

অপর সভাসম্পাদক গত বৈঠকের বিবরণ পাঠ করিলে রীতিমত সভার নানা ব্যাপার সম্পাদন হইল।

পরে শ্রীযুত বাবু রামকমল সেন শ্রীযুত ডাক্তর উইলসন সাহেবের স্থানহইতে যে পত্র প্রাপ্ত হন তাহার চুম্বক পাঠ করিলেন তাহাতে ঐ সাহেব লেখেন যে ভারতবর্ষীয় লোকের মঙ্গলবর্দ্ধক প্রকৃতোপায় ভারতবর্ষের কৃষিকার্য্যের প্রতিপোষণকরণ।

অনন্তর উক্ত বাবু প্রস্তাব করিলেন যে ধর্ম্মসভাতে জাতীয় বা ধর্ম্মবিষয়ে যে সকল কার্য্য হইয়া থাকে তদ্বিবরণ চন্দ্রিকাপত্রে আর প্রকাশ না হয় যেহেতুক তাহা প্রকাশকরণেতে লোকের কিছুমাত্র উপকার নাই বরং তাহাতে আমারদের মধ্যেই পরস্পর ঈর্ষাঈর্ষি জন্মে এবং পরিণামে ধর্ম্মসভারো লোপসম্ভাবনা। আরো কহিলেন যে রাজকীয় ব্যাপারবিষয়ক বিবেচনার্থ এই সভাতে সর্ব্বজাতীয় লোকেরা উপস্থিত হওনে কোনপ্রকারে সকলের মতের ঐক্য হইতে পারে না। অতএব আমার পরামর্শ এই যে একটা শাখা সভা অবিলম্বে স্থাপন হয় এবং এইক্ষণকার সভাতে অপ্রয়োজনীয় যে নানা বিষয় উপস্থিত হইতেছে তাহা ঐ সভাতে উপস্থিত না করিয়া সকলের হিতজনক জমিদারী ও কৃষিকর্ম্মাদির আন্দোলন করা যায়।

সভাপতি এই প্রস্তাব গ্রাহ্য করিয়া কহিলেন যে ঐ শাখা সভা স্থাপনার্থ কোন স্থান নিরূপণ ও ঐ সভার কোন বিশেষ নাম দেওয়া উচিত এবং কলিকাতার মধ্যে ও তৎসন্নিহিত প্রদেশে যে সকল জমিদার ও তালুকদার ও পত্তনিদার আছেন তাঁহারদিগকে বিশেষ বিজ্ঞাপনপত্রের দ্বারা ঐ সভাতে আগমনার্থ আহ্বান করা যায়। এই প্রস্তাবে প্রায় সকলের সম্মতি হইল কিন্তু সভা-সম্পাদক শ্রীযুত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় অনেক আপত্তি করিয়া কহিলেন যে ঐ সভাতে নানা-জাতীয় লোক একত্র উপবিষ্ট হইলে অনেক অনিষ্টসম্ভাবনা কিন্তু তাঁহার কথায় প্রায় কেহ মনোযোগ করিলেন না অতএব এই স্থির হইল যে উপরিউক্ত নানা বিষয়ের ঔচিত্যানৌচিত্য বিবেচনার্থ এক শাখা সভা স্থাপিত হয়।

অনন্তর প্রদোষে সাড়ে সাত ঘণ্টা সময়ে বৈঠক ভঙ্গ হইল।

( ১৫ অক্টোবর ১৮৩৬। ৩১ আশ্বিন ১২৪৩ )

শ্রীযুত জ্ঞানান্বেষণ সম্পাদক মহাশয়েষু।—এইক্ষণে কলিকাতার মধ্যে খ্রীষ্টীয়ান সভা ও ধর্ম্ম

ব্রহ্মসভা এই তিন সভার তিন মত প্রবল দেখিতেছি তাহার মধ্যে খৃষ্টীয়ানেরা আপনারদিগের ধর্ম্ম বৃদ্ধি বিষয়ে যেরূপ সাহসপূর্ব্বক মনোযোগ দিয়াছেন অন্য দুই সভার লোকেরদের তাদৃশ মনোযোগ নাই আমার বোধ হয় যেরূপ বেগে খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্মের দলবৃদ্ধি হইতেছে ইতর সভাদ্বয়ের দল তেমনি হ্রাসতা পাইতেছে সহমরণ বারণের পর বহুতর ভাগ্যধর হিন্দু একত্র হইয়া ধর্ম্মসভা করেন তাঁহার-দিগের অভিপ্রায় ধর্ম্মবিষয়ে পূর্ব্বাবধি যে ব্যবহার হইয়া আসিতেছে তাহা স্থির রাখিবেন একারণ দেশে২ চাঁদাও করিয়াছিলেন কিন্তু বিলাতহইতে সহমরণ বারণের চূড়ান্ত হুকুম আসিয়া অবধি ঐ সভার ক্রমে শ্রী নাশই দেখিতেছি যদিবা সম্পাদক মহাশয় দলাদলির কৌশলে কিঞ্চিৎকাল গৌরব রাখিয়াছিলেন সভার অন্তঃপাতি মহাশয়েরা সেপথেও কণ্টকার্পণ করিতেছেন।

সহদাহ বিষয়ে নিরাশ হইয়া ধর্ম্মসভা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন রামমোহন রায়ের মতস্থ লোকেরদের ছায়া স্পর্শ করিবেন না কিন্তু ঐ সভার প্রধান এক সভ্য শ্রীযুত বাবু ভগবতীচরণ মিত্র যিনি ব্রাহ্মণগণকে প্রণাম করিতে২ কপালে শালগ্রাম করিয়াছেন তিনিই শ্রীযুত মথুরানাথ মল্লিকের ঘরে কন্যাদান করিলেন এবং সিংহের দল যাহার নাম শ্রবণে ধর্ম্মসভা বিষ্ণু স্মরণ করেন ঐ দলস্থ শ্রীযুত রসিকলাল সেনের ভায়াকে ঐ মিত্র বাবু অন্য কন্যা দিয়াছেন অনন্তর শ্রীযুত বাবু শিবনারায়ণ ঘোষ যিনি ধর্ম্মসভার প্রধান স্বামী তিনিও ধর্ম্মসভাকে ত্যাজ্যা করিয়াছেন এবং শ্রীযুত বাবু কালাচাঁদ বসু যিনি দলাদলি বিষয়ে ধর্ম্মসভার পোষক ছিলেন এইক্ষণে ঐ সভার প্রতি তাঁহার যেরূপ অনুরাগ তাহা চন্দ্রিকাতেই প্রকাশ হইয়াছে অতএব ক্রমশ ধর্ম্মসভার শেষাবস্থাই ঘটিল এইক্ষণে আমি জিজ্ঞাসা করি ধর্ম্মসভার সর্ব্বধন বেথি সাহেবের গর্ভেতেই গিয়াছে না সঞ্চিত কিঞ্চিৎ আছে যদি থাকে তবে সভার চিরস্মরণীয় কোন কীর্ত্তি স্থাপন করুন চতুর্দ্দিগে পাঁচ সাত শত ক্রোশ ব্যাপিয়া যাহার অধিকার উত্তরকালীন লোকেরা কোন্ চিহ্ন দেখিয়া তাহাকে সরণ করিলেন।

( ২৩ ডিসেম্বর ১৮৩৭। ১০ পৌষ ১২৪৪ )

নিখিলগুণালঙ্কৃত শ্রীযুত দর্পণ প্রকাশক মহাশয় সমীপেষু।—…এতন্মহানগর কলিকাতার মধ্যে ধর্ম্ম ও ব্রহ্ম এই সভাদ্বয় আছে তাহার পূর্ব্বোক্ত সভার অধ্যক্ষগণের মধ্যে অনেকেরি এক২ দল আছে তাঁহারা সকলে ঐক্য হইয়া ব্রহ্ম সভার অধ্যক্ষ অথবা তৎসভাস্থ ব্যক্তিরদিগের সহিত আহার ব্যবহার একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু সংপ্রতি শ্রীযুত বাবু শিবনারায়ণ ঘোষের মাতার আদ্য শ্রাদ্ধোপলক্ষে ঐ সভাধ্যক্ষ শ্রীলশ্রীযুত মহারাজ রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের দলক্রান্ত গোষ্ঠীপতি মহাশয়েরা ও সিদ্ধান্তশেখর শিরোরতন ফাঁকিচার্য্য বেদান্তবাগীশ ও তর্করত্ন ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি পণ্ডিতগণেরা ও গোষ্ঠীপতি মহাশয়েরা উক্ত ঘোষজার বাটীতে শ্রাদ্ধ দিবসে প্রত্যুষে বিড়ালের ন্যায় শেয়ালী জাঙ্গালী করিয়া আসিয়াছেন এবং শিদাদীও গ্রহণ করিয়াছেন ইহার মধ্যে কোন২ রত্ন মহাশয়েরা প্রথমে অপ্রাপ্ত হইয়া বিসাদে প্রায় নিষ্প্রত্যাশ হইয়াছিলেন পরে বহু যত্নে ফাঁকি তর্ক করিয়া প্রাপ্ত হইলেন। সে যাহা হউক উক্ত মহাশয়েরা এই প্রথম ঘোষজার বাটীতে অধিষ্ঠান হইয়াছেন এমত নহে প্রায় সকল ক্রিয়াতেই যাইয়া থাকেন। ইহাতে আশ্চর্য্য বিষয় এই

যে রাজা বাহাদুর অথচ ধর্ম্ম সভাধ্যক্ষ নাম ধারণ করেন কিন্তু ইহার কিছুই বিবেচনা করেন না বরঞ্চ ঐ সকল ব্যক্তিরা তাঁহার দল মধ্যে প্রধান রূপে কর্তৃত্ব করিয়াও থাকেন। এইক্ষণে অস্মদাদির বোধে রাজা বাহাদুরের পক্ষে কর্ত্তব্য এই যে তিনি মুখে ধর্ম্মসভাস্থ কার্য্যে তাহার বিপরীতাচরণ না করিয়া স্পষ্টরূপে ব্রহ্মসভার মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে ভাল হয় তাহা হইলে নগরের তাবৎ গণ্ডগোল নিবারণ হইতে পারে এবং যে ব্যক্তিরা যুগল তরিতে পাদক্ষেপ করিয়াছে তাহারদের নিকটে ধন্যবাদের পাত্র হইতে পারেন ইতি। কস্যচিত কলিকাতা নিবাসি জনানাং।

## বিবিধ

( ৩০ এপ্রিল ১৮৩১। ১৮ বৈশাখ ১২৩৮ )

ধর্ম্মকালেজ।—ইদানীন্তন অনেকানেক অবিদিত নিজশাস্ত্র ছাত্রেরা কুতর্ক গর্ব্বি কুসংসর্গিকর্তৃক কি অদ্ভুত নিগূঢ় তত্ত্ব উপদেশে স্বমার্গ রক্ষা না করিয়া কুমার্গগামী হইয়া ধর্ম্মবর্গ ত্যাগ করিয়া অধর্ম্ম মার্গ প্রবল করিতেছেন ইহা দৃষ্টি করিয়া কোন শিষ্ট বর্দ্ধিষ্ণু ধর্ম্মিষ্ঠ মহাশয়েরা ধর্ম্মবর্ম্মস্বরূপ ধর্ম্মকালেজনামক সুবিদ্যা মন্দিরকরণ কারণ বীজ রোপণ করিবার উদ্যোগী হইয়াছেন এ বিষয় শ্রবণে সাধু সদাশয় জনে আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইয়া কিপর্য্যন্ত উল্লসিত হইলেন তদ্বর্ণনে অসমর্থ আর আমারদিগের কর্তৃক জ্ঞাত হইল যে উক্ত ধর্ম্মকালেজে এক বিশেষ সুরীতি সংস্থাপিতা হইবেক যথা দিনস্থ সপ্তমে ভাগে বালকদিগের অগণ্য সৌভাগ্যোদয় জন্য মনের মালিন্য ও পৈশুন্য ত্যাগহেতু দ্বৈপায়নাভিধান মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত মহাপুরাণ উপপুরাণাদি উক্ত চারি দণ্ড কাল তাবচ্ছাত্রে শ্রবণ করিবেন তাহাতে তাহাদিগের ঐহিক পারত্রিক অনর্থকারিকা নাস্তিকতা দূর হইয়া পরমার্থ সাধিকা আস্তিকতা দেদীপ্যমানা হইবেক আমরা কায়মনে ধর্ম্মের নিকটে প্রার্থনায় নিযুক্ত হইলাম যে উক্ত ধার্ম্মিক মহাশয়ের মানস ধর্ম্ম অচিরাৎ পরিপূর্ণ করুন।

( ৭ জুন ১৮৩৪। ২৬ জ্যৈষ্ঠ ১২৪১ )

মণিপুরে হিন্দুধর্ম্ম।—...মণিপুরের সৈন্যাধ্যক্ষ শ্রীযুত মেজর গ্রাণ্ট...মণিপুর প্রদেশের কতিপয় বিবরণ বিশেষতঃ হিন্দু ধর্ম্মের অবস্থাবিষয়ক বৃত্তান্ত লিখিয়া'ছেন। বোধ হয় যে তাহাতে পাঠক মহাশয়েরদের অবশ্য শুশ্রূষা হইতে পারে।...

পঞ্চাশদ্বৎসরের কিঞ্চিদধিক হইল মণিপুর দেশে প্রথম হিন্দু ধর্ম্ম চলিত হইল এবং এইক্ষণে ঐ দেশীয় লোকেরা যেমন ধর্ম্ম নিয়মে রত তদ্রূপ এতদ্দেশের কোন অংশে প্রায় দৃষ্ট হয় না। ১৭৮০ সালে গম্ভীর সিংহের পিতা জয় সিংহের রাজ্যসময়ে জয়পুরের অতি প্রাচীন গোবিন্দ মূর্ত্তির সদৃশ অপর এক মূর্ত্তি মণিপুরে ঘটারূপ পূজানন্তর অতি সমারোহপূর্ব্বক স্থাপিত হইল। অতএব যুক্তি সহ অনুভব হয় যে যাহার পূর্ব্বে মণিপুরদেশীয় লোকেরা হিন্দু ধর্ম্মের নিয়ম তাদৃশ জ্ঞাত

ছিল না। যে ব্রাহ্মণেরা প্রথমতঃ মণিপুরে আইসেন তাঁহারা এইক্ষণেও আছেন এবং আপনারদের পরিচয় বিষয়ে কহিয়া থাকেন যে আমরা কান্যকুব্জহইতে আসিয়াছি। অনুমান হয় ১৭৭৪ সালে মণিপুরের নিকটস্থ কাছাড় দেশে কোন২ ব্যক্তি প্রথম হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বী হইল কিন্তু কথিত আছে যে ১৭৯১ সালে সর্ব্বসাধারণেরই ধর্ম্মপরিবর্ত্তন হয়। তৎসময়াবধি উপত্যকা ভূমিস্থ কাছাড় দেশীয় লোকেরা নূতন ধর্ম্মানুযায়ী হইল কিন্তু যে পর্ব্বত কাছাড় ও আসামের বিভাজক তৎপর্ব্বতীয় লোকেরা প্রাচীন ধর্ম্মেই স্থিরতর আছে।

যে সময়ে গোবিন্দ দেবের মূর্ত্তি স্থাপন হয় তৎসময়ে রাজা জয়সিংহ এক ইশ্‌তেহার প্রকাশ করেন তাহাতে লেখেন যে আমি ব্রহ্মদেশীয়েরদের কর্তৃক আক্রমণ ইত্যাদি বিপদ্‌হইতে মুক্তহওনার্থ আপন রাজ্য ৺গোবিন্দ দেবকে সমর্পণ করিলাম। এবং ঐ রাজা প্রায় তৎসমকালেই বৃন্দাবনচন্দ্রনামক অপর এক বিগ্রহ স্থাপন করিয়া এমত দৃঢ়তর নিয়ম করিলেন যে তাঁহার উত্তরাধিকারিরদের মধ্যে যাঁহার নিকটে এই দুই বিগ্রহ না থাকিবেন তিনি কোনপ্রকারে সিংহাসনাধিকারী হইতে পারিবেন না। এইক্ষণে ঐ নিয়ম রাজা জয় সিংহের সন্তানেরদের মধ্যে অত্যন্ত বিবাদের কারণ হইয়াছে। যেহেতুক ১৭৯৯ সালে রাজা জয় সিংহের স্বর্গগতহওনঅবধি ১৮২২।২৩ সালে গম্ভীর সিংহের সিংহাসনোপবেশনপর্য্যন্ত তাঁহার পুত্ত্রেরা এই বিবেচনায় পরস্পর যুদ্ধ করিতেছেন যে ঐ বিগ্রহ অধিকার করিতে পারিলে আমারদের রাজ্যের প্রভুত্বের দাওয়া সম্ভবে।

ব্রহ্মদেশীয়েরদের কর্তৃক বারম্বার ঘোরতররূপ আক্রান্ত হইলেও ১৮০০ সালঅবধি মণিপুর দেশে হিন্দুধর্ম্মের বৃদ্ধি হইতেছে। মণিপুরস্থ ব্রাহ্মণেরা অতিপরাক্রান্ত দল হইয়াছেন এবং তাঁহারদের এই নিয়ত চেষ্টা আছে যে প্রজারদের উপরে আপনারদের ধর্ম্মবিষয়ে পরাক্রম দৃঢ় করেন এবং নানা ছলে রাজাকে বশীভূত করিতে সচেষ্ট আছেন। রাজা গম্ভীর সিংহের আমলে তাঁহারদের পরাক্রমের সীমা ছিল না। ঐ রাজা সংপ্রতিকার ব্রহ্মদেশীয় যুদ্ধেতে ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের স্থানে যত টাকা পাইয়াছিলেন সে সমুদায়ই ঐ বেটারদের হাতে দিয়া বৃন্দাবনের মন্দির গ্রন্থনেতে ব্যয় করিলেন। যাহারা মণিপুরের রাজাকে সন্তুষ্ট রাখিতে ইচ্ছুক হইত তাহারা ঐ ব্রাহ্মণেরদিগকে বিলক্ষণ রূপ সেবা করিত এবং হিন্দুধর্ম্ম অবলম্বন ব্যতিরেকে ধন ও মানের আর কোন পথ ছিল না।

( ২৭ আগষ্ট ১৮৩৬। ১৩ ভাদ্র ১২৪৩ )

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহশয়সমীপেষু।—...অতিশয় খেদপূর্ব্বক মহাশয়ের নিকট লিখিতেছি যে ধর্ম্মশাস্ত্রাধ্যয়নে যে ধর্ম্ম উৎপত্তি হয় তাহা এইক্ষণে হ্রাস হইতেছে যদ্যপি কোন ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণ জপ তপ করিয়া কালক্ষেপণ করেন এবং গঙ্গাস্নান করিয়াও ফোটাস্বরূপ গঙ্গামৃত্তিকা ধারণ করিয়াও জাবনিক সভাতে সভাস্থ না হইয়া যদ্যপি আপনার শরীর শুদ্ধ রাখেন এবং নীচে লিখিত শ্রীহরির বচনানুসারে মাংসাদি ভক্ষণ না করেন মাংসাশী নচ মাংস্পৃশেৎ মৎস্যাশী নচ

মাংস্মরেৎ। শ্রীহরি কহিতেছেন যে ব্যক্তি মাংস ভক্ষণ করিবে সে ব্যক্তি আমাকে স্পর্শ করিবে না এবং যে ব্যক্তি মৎস্য ভক্ষণ করিবে সে ব্যক্তি আমার নাম লইতে পারিবে না তবে নব্য সভ্য ভব্য বন্ধুগণ তাঁহাকে অভব্য ভণ্ড তপস্বির ন্যায় গণ্য করিবেন কিন্তু কেবল প্রাচীন বন্ধুসকলে তাঁহাকে প্রশংসা করিবেন যদ্যপি কোন ব্রাহ্মণ ঈশ্বরের পূজা না করেন ও গঙ্গামৃত্তিকার উৰ্দ্ধপুণ্ড্র না করেন ও গঙ্গাস্নান না করেন ও উপরি লিখিত বচন উল্লঙ্ঘন করিয়া মাংসাদি ভক্ষণ করেন এবং যদ্যপি কেবল সুদৃশ্যতা নিমিত্ত রক্ত চন্দনের টিপ করেন ও কঙ্কতিকা দ্বারা কেশের বেশ করেন তবে তিনি নব্য গুণসিন্ধু বন্ধুদিগের কর্ত্তৃক প্রশংসিত হইবেন কিন্তু প্রাচীন বন্ধুগণ-কর্ত্তৃক ঘৃণিত হইবেন। সম্পাদক মহাশয় অস্মদাদির নব্য ভব্য বন্ধুগণের সংখ্যা প্রাচীন বন্ধুগণের সংখ্যাপেক্ষা অতিরিক্ত হওয়াতে অধার্ম্মিক অধিকাংশ ব্যক্তিকর্ত্তৃক প্রশংসিত হন এবং অল্পাংশ ধার্ম্মিককর্ত্তৃক ঘৃণিত হন। হে মহাশয় কোন ব্যক্তি কুকর্ম্ম করিবার সময়ে তাঁহার মনোবিবেক তাঁহাকে কুকর্ম্ম করিতেই লওয়ায় এবং বহু সংখ্যক ব্যক্তিও যদি তাঁহার কুকর্ম্মকরণের জন্য নিন্দাকরণাপেক্ষা তাঁহাকে প্রশংসা করেন তবে তাঁহার মন আরো অন্য কুকর্ম্ম করিতে উচ্চাটন হয় কারণ এক কুকর্ম্ম। অপর কুকর্ম্মকে আকর্ষণ করিবার রজ্জু অতএব ইহা আমার বোধ হয় যে কএক বৎসর পরে বৃদ্ধ ব্যক্তিদিগের যখন লোকান্তর হইবে তখন যে ব্রাহ্মণ যজ্ঞোপবীত ধারণ করিবেন সে ব্রাহ্মণকে সকলে ঘৃণা করিবে। ··কস্যচিৎ ধর্ম্মোদ্দেশি শ্রীগিরীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়স্য।

( ২০ মে ১৮৩৭। ৮ জ্যৈষ্ঠ ১২৪৪ )

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় বরাবরেষু।—···কলিকাতাস্থ কতিপয় ভাগ্যধর গুণাকর মহাশয়েরা হিন্দুধর্ম্মের দাস সজ্জনগণের ধর্ম্ম কর্ম্ম বিনাশ করণাভিপ্রায়ে একত্র হইয়া আবার এক সভা স্থাপনের কল্পনা করিয়াছেন। ইহা মহাশয়ের গত শনিবাসরীয় দর্পণ দ্বারা জ্ঞানান্বেষণের জল্পনায় অনুভূত হইলাম। এই সভা বিশিষ্ট শিষ্টগণের পরিজনের বিদ্যা শিক্ষার উপায় কালে যত্নপষ্টেও অহিত অসম্ভাবনা ও বিচক্ষণ জনগণকর্ত্তৃক আপত্তিরও উৎপত্তি হইবেক না কেবল তাহারই চেষ্টা করিবেন না বরং অবয়স্থা বিধবাদির পুনরুদ্বাহ যদ্দ্বারা হিন্দুদিগের বিশিষ্ট অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা তজ্জন্যেও যত্নবতী হইবেন। হউন না কেন তাহাতেই যে কৃতকার্য্যা হইবেন দর্পণ সম্পাদক মহাশয় এমত অপেক্ষা না করেন। কেন না তৎপতির কি এমত শক্তি হইবে যে ব্রহ্ম সভার অতিপ্রবল পতির ন্যায় আনায়াসে সুসাহসে স্বদেশ ত্যাগ করিয়া বিদেশ গিয়া সতীরীতি নিবারণের ন্যায় বিধির অবিধি করিবে তথাপিও যদি জ্ঞানান্বেষণের লেখনী ও ব্রহ্ম সভা ভগিনী হিতকারিণীর আশ্বাসে বিশ্বাস করিয়া সভা এই বিষয়ে হস্তার্পণ করিয়া পতিদিগের মনঃ সন্তর্পণ করিতে না পারেন তবে কি সত্য২ প্রতিবাসিনী ধর্ম্ম সভার উপহাসে কলঙ্কিনী হইবেন না। কস্যচিদ্ধর্ম্মদাসস্য।